Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 1

সকালের শিরোনাম

সোমবার

সিঁদুর প্রসঙ্গ টেনে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি রাজনাথের • পৃষ্ঠাঃ ০৬
ইন্ডিগো পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় কলকাতা থেকে দিল্লি-মুম্বই বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল • পৃষ্ঠাঃ ০৩
আতশবাজি থেকেই আগুন, নৈশক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে মুখ খুললেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী • পৃষ্ঠা ০৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ • বাংলা২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ • বর্ষঃ- ০১ • সংখ্যাঃ- ৯৭ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা • PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

ধর্মতলা থেকে এবার সরে যাচ্ছে 'এল ২০' বাসস্ট্যান্ড

আজকের খবর

বার্তা দিলেন তেনারা !

সকালের শিরোণাম ঃ সম্প্রতি আকাশ থেকে নেমে আসা উজ্জ্বল লাল রঙের আলো দেখে অনেকের মনেই ভিনগ্রহী কার্যকলাপের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এগুলি এলিয়েন নয়, বরং অত্যন্ত বিরল এক ধরনের উচ্চবায়ুমণ্ডলীয় বজ্রপাত, যাকে বলা হয় 'স্প্রাইটস' ।নাসার 'স্প্রিটাকুলার' সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নতুন ছবিতে এই অদ্ভুত লাল আলোর ঝলক ধরা পড়েছে। ছবিটি তুলেছেন নিকোলা এসকুরা নামের এক অবদানকারী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শক্তিশালী বজ্রপাতের মেঘের উপরে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত এক লাল আভা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ ও রহস্যময় বৈদ্যুতিক ঘটনাগুলোর অন্যতম ।এই ছবি নতুন করে আলোচনায় এনেছে স্প্রাইটস নিয়ে আগ্রহ। কারণ, এই আলো সাধারণত কয়েক মিলিসেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না এবং বেশিরভাগ সময় ঝড়ের মেঘের আড়ালেই থেকে যায়, যে ঝড় থেকেই আসলে এদের উৎপত্তি ।স্প্রাইটস সাধারণত শক্তিশালী বজ্রপাতের অনেক উপরে আকাশে দেখা যায়। এগুলি প্রায়শই খাড়া লাল স্তম্ভের মতো, আবার কখনও জেলিফিশের আকৃতির মতোও দেখা যায়। অনেক সময় একসঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ স্প্রাইটস তৈরি হয়, যা ঝড়ের মেঘের ওপর ঝুলে থাকার মতো মনে হয়। স্প্রাইটসের উপরের অংশে থাকে লালচে-কমলা আলো, আর নিচের দিকে থাকা শাখা বা 'টেন্ড্রিল'-গুলিতে হালকা নীলাভ আভা দেখা যেতে পারে।

দাবানলে পুড়ছে অস্ট্রেলিয়া

সকালের শিরোণাম ঃ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও মধ্য নিউ সাউথ ওয়েলসে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে শনিবার ভয়াবহ দাবানলে অন্তত এক ডজন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দাবানলে পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে ওঠে যে সেখানকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এম ১ প্যাসিফিক হাইওয়ে উভয় দিক থেকেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে। বর্তমানে নিউ সাউথ ওয়েলস জুড়ে ৭৫টিরও বেশি দাবানল জ্বলছে। রুরাল ফায়ার সার্ভিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেশিরভাগ আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। তবে এখনও অন্তত ১৯টি আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, এই দাবানলে সর্বোচ্চ ১৬টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলসের সেন্ট্রাল কোস্টের কুলেওয়াং এবং আপার হান্টার অঞ্চলের মিলসনস গালি। কর্তৃপক্ষ সেখানে বসবাসকারী মানুষদের অবিলম্বে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে রাজ্যের প্রিমিয়ার ক্রিস মিন্স বলেন, এটি অগ্নিনির্বাপণ কর্মীদের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং দিন এবং যাঁরা তাঁদের বাড়িঘর হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

গুজরাতের সভা থেকে হুংকার অমিত শাহের

বিহারের পর, ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাতেও নির্বাচন জিতবে এবং সরকার গঠন করবে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিহারের পর, ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাতেও নির্বাচন জিতবে এবং সরকার গঠন করবে।' এভাবেই রবিবার গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে বাংলায় আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপির সরকার গঠনের হুংকার দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিধানসভা নির্বাচনের এখনো বেশ কয়েক মাস বাকি থাকলেও আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে সরিয়ে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর জন্য ইতিমধ্যেই ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একদিকে যখন জাতীয় নির্বাচন কমিশন বাংলার ভোটার তালিকায় বিহারের আদলে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করেছে তার প্রেক্ষিতে বাংলা থেকে অন্তত এক কোটির বেশি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভোটারের নাম কেটে ফেলে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেছেন বাংলার বিজেপি নেতারা। তার মধ্যেই আজ গুজরাতের জনসভা থেকে বাংলায় সরকার দখ লের হুংকার ছাড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ আহমেদাবাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেস এবং এর নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গকেও বিজেপি জয় করবে এবং রাজ্যে সরকার গঠন করবে। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী ইভিএম নিয়ে যে অভিযোগ তুলেছেন, তার কড়া সমালোচনা করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, দেশের মানুষ কংগ্রেস বা রাহুল

এরপর তিনের পাতায়

ব্রিগেডে বিস্ফোরক দিলীপ

হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে মাথা উচু করে বাঁচবে এখানে, যেখানে দশবার ভগবান জন্মেছেন.. সেজন্য গীতাপাঠের আয়োজন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে মাথা উচু করে বাঁচবে এখানে। যেখানে দশবার ভগবান জন্মেছেন। ..সেজন্য গীতাপাঠের আয়োজন।' ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের দিনে এমন বিস্ফোরক দাবি করলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সাম্প্রতিক সময়ে দেখার জগন্নাথ মন্দিরের গঠনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহবানে সাড়া দিয়ে সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিতি হোক, অথবা বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে মতান্তর - বাংলায় বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে দিলীপ ঘোষের বিভিন্ন ইস্যুতে দূরত্ব তৈরি হলেও আজ ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আসরে নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দিলীপ ঘোষ বুঝিয়ে দিলেন তিনি রয়েছেন দলের সঙ্গেই। রাজ্য সরকার বাংলার মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছে বলেও আক্রমণ জানিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপ বলেন, 'পশ্চিমবাংলা বিভাজনের শিকার হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের নেতৃত্বে। হিন্দু সমাজ সংগঠিত ছিল না, তাই বিভাজনের বলি হয়েছি আমরা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও দাস জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে আমাদের ভাইয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছেন। মঠ মন্দির ধ্বংস করে, মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই ঘটনা না হোক, সেই জন্য এখানে হিন্দু জাগরণের দায়িত্ব নিয়েছেন সন্তরা।

তাঁরা আমাদের আদেশ করেছেন আসুন, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় গীতাপাঠ করে, হিন্দুকে সংগঠিত করি। যাতে দ্বিতীয়বার বিভাজন না হয়। হিন্দুকে পরাধীন হতে না হয়। হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষে মাথা উচু করে বাঁচবে এখানে। যেখানে দশবার ভগবান জন্মেছেন। ..সেজন্য গীতাপাঠের আয়োজন।' এই 'অরাজনৈতিক' সভা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। এ দিন কর্মসূচিতে ঢোকার আগে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেন শমীক। পাল্টা এক হাত নেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মের নামে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের কোনও তফাত নেই, দাবি তাঁর। এর পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে অভিযোগে তোলা হয়েছে গীতা পাঠের আসরকে কেন্দ্র করে বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করছে সেই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের খোলা হুঁশিয়ারি, 'ওদের করতে না কে বলেছে ? কর দম থাকলে, আমরা করব। রাম মন্দির করেছি, কৃষ্ণ মন্দির করেছি, এটাও করব।' অন্যদিকে গতকাল শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা তে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

পাশাপাশি চলতি মাসেই নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করবেন বলে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'গতবারও আইএসএফ বলে একটা দল হয়েছিল।

তাদের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে কোথাও দেখলেন? এবার হুমায়ুন কবীর করছেন। ভাগ-বাঁটোয়ারা কম হলে এই সব সমস্যা হয়।'

গোয়ার নাইটক্লাবে বিধ্বংসী আগুন

হুল্লোড়ের মাঝেই ঝলসে মারা গেলেন ২৫ জন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্ষশেষের উদযাপনে মেতে উঠেছিল গোয়া। তখনই ঘটল বিপত্তি। জনপ্রিয় নাইটক্লাবে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। দাউদাউ আগুনে জীবন্ত দগ্ধ কমপক্ষে ২৫ জন। মৃতদের মধ্যে অনেকেই পর্যটক রয়েছেন। আহত আরও অনেকে। মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে নর্থ গোয়ার বাগা সমুদ্র সৈকতের কাছে আরপোরায়। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাতে সেখানে পার্টি চলছিল। বির্চ বাই রোমিও লেন নামের জনপ্রিয় নাইটক্লাবেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে রাত একটা নাগাদ। সেই সময় কয়েকজন পর্যটক ছিলেন নাইটক্লাবে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, নাইটক্লাবের রান্নাঘরের পাশেই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে। কিন্তু গোয়া ডিজিপি জানিয়েছেন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে নাইটক্লাবের গ্যাস সিলিন্ডার অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে তিন থেকে চারজন পর্যটক রয়েছেন। বাকিরা ওই নাইটক্লাবের কর্মী। আহত হয়েছেন আরও ৫০ জন। তাঁরা গোয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা নাইটক্লাবে দাউদাউ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে সকলেই পালিয়ে বাঁচতে পারেননি। অনেকেই রান্নাঘরের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন। রাতেই দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ওই নাইটক্লাবে। যা বর্তমানে পুড়ে খাক। আহত ও নিহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোয়ার ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ জানিয়েছেন, জনপ্রিয় নাইটক্লাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল কিনা, নিরাপত্তায় কী কী গাফিলতি ছিল, গ্যাস কানেকশনের সিস্টেম, এমার্জেন্সি পথ কটি ছিল, সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে নাইটক্লাবটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। নাইটক্লাবের ম্যানেজার ও মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নাইটক্লাবে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রমোদ সাওয়ান্ত এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা' বলে মন্তব্য করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, 'গোয়ায় আজ অত্যন্ত দুঃখজনক দিন। আরপোরায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

এরপর তিনের পাতায়

ব্রিগেডের ভিড় দেখে দাবি বাগেশ্বর ধাম ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর

গীতা পাঠে ব্রিগেডে মহাকুম্ভের আবহ তৈরি হয়েছে

তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি রাজ্যপালের, সনাতনীদের ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত শুভেন্দু

পঞ্চলক্ষ মানুষ একযোগে ভগবত গীতা পাঠ করলেন-এমন দৃশ্য দেখে কলকাতায় যেন মহাকুম্ভ মেলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করলেন বাগেশ্বর ধাম সরকার আচার্য ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী। শহরে অনুষ্ঠিত গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগমের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার মানুষের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস দেখে হৃদয় ভরে গেছে। সনাতন ঐক্যই এই দেশ ও বিশ্বের শান্তির বড় মাধ্যম। আমরা চাই ভারতের মাটিতে 'সনাতনি', না যে 'তানাতানি'। আমরা চাই 'ভগওয়া-এ-হিন্দ', না 'গজওয়া-এ-হিন্দ'।' গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রদেশ যখন এক হয়, তখন দেশ তৈরি হয়। তাই বাংলার হিন্দুদের উদ্দেশে আমার বার্তা, আপনারা যখন এক হবেন তখনই ভারত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে।' এদিকে বাবরি মসজিদ নিয়ে তিনি বলেন, 'যাঁরা এক সময় ভারতে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাঁদের নামাঙ্কিত এই দেশে কি কোনও কিছু তৈরি করা উচিত? আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা বাবরের দেশ নয় রঘুবরের দেশ।' ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ ঘিরে তৈরি হল নয়া ইতিহাস। রবিবার সকাল থেকে এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ও বাংলাদেশ থেকেও ধর্মপ্রাণ ভক্তরা যোগ দেন। বিপুল জনসমাগম ও নিরাপত্তার জন্য ২৫টি গেট এবং তিনটি সুসজ্জিত মঞ্চের ব্যবস্থা করা

এরপর তিনের পাতায়

ব্রিগেডে গীতাপাঠের দিনেই ঘোষণা হুমায়ুনের

১ লক্ষ হাফেজকে দিয়ে কোরাণ পাঠ করাব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আমি ১ লক্ষ হাফেজকে দিয়ে কোরাণ পাঠ করাব। মুর্শিদাবাদের কোনও জায়গায় প্যান্ডাল করব। তারপর কোরাণ পাঠ হবে।' মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা তে যাবতীয় বিতর্ক উড়িয়ে গতকাল বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পরে আজ ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের দিনের এমন নতুন ঘোষণা করলেন ভরতপুরের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। রবিবার ব্রিগেডে যখন পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ চলছে, ঠিক তখনই পাল্টা এবার মুর্শিদাবাদে কোরাণ পাঠের আয়োজন করবেন বলে ঘোষণা করলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর বক্তব্য, গীতা পাঠ করিয়ে বিজেপি যেমন ক্ষমতা দখল করতে চাইছে, ঠিক তেমনই কোরাণ পাঠ করিয়ে বিধানসভায় আরও বেশি মুসলমান বিধায়ক চাইছেন হুমায়ুন। বিজেপির নেতাদের মদতে সনাতনী হিন্দুত্বের জেগে তুলে ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের

এরপর তিনের পাতায়

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 2

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সোমবার

অপরাধ কী !

সোনালি খাতুনের মা ও বাবা, জ্যোৎস্না বিবি ও ভাদু শেখ, বীরভূমের মুরারাই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার ছিলেন ২০০২-তে। পাইকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রুম নং ৩-এ তাঁদের নাম আছে। তাঁদের সন্তান সোনালি খাতুন কেমন করে তাহলে বাংলাদেশী হতে পারেন? বা তাঁর সন্তানেরা? কিংবা দানিশ শেখ? অধুনাতনের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী মা বা বাবার একজনও ভারতীয় নাগরিক হলে, সন্তানও তাই। সেক্ষেত্রে সোনালির মা-বাবা দু'জনেই তো ভোটাধিকার প্রাপ্ত ভারতীয় নাগরিক, তাহলে কোন যুক্তিতে এখনো কেন্দ্র মামলা চালাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে? ২০০২-এর তালিকাকে ভিত্তি ধরাটা কি তাহলে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী তামাশা?তাহলে তাঁদের অপরাধ কী? এক, বাঙালি হওয়া। দুই, মুসলমান হওয়া। তিন, দরিদ্র হওয়া। এই জন্যই এস আই আর নিয়ে মানুষের চিন্তা। বেছে বেছে মুসলমান, দলিত, মতুয়া, নারী, দরিদ্র নারী ও পুরুষ বাদ দেবে ওরা, এইটাই মতলব? সেই জায়গায় বিহার, ইউপি কিংবা দিল্লী, মধ্যপ্রদেশের ভোটারদের নাম ঢোকাবে যাতে ওরা সেই ভোট পায়? তারপরে থাকবে ভোটচুরি? বাংলায় যার জন্ম সে বাঙালি। তার নাগরিকত্ব যাচাই করার নৈতিক অধিকার কারো নেই। ভারতে যে জন্মেছে সে ভারতীয়। কাগজ থাক বা নাই থাক, তাকে বেনাগরিক করার ওরা কারা? যদি দলে দলে আজ বেনাগরিক হয়, তাহলে সেই সব ভোটে নির্বাচিত সরকারটাই তো বে-আইনী। কেন্দ্রে সরকার ভেঙে দেওয়া হোক তাহলে। এবং কাগজ দেখাতে বলতে হবে সব্বাইকে। কোনো নেতা মন্ত্রী ছাড় পাবে না। কেন পাবে? গণতন্ত্রে আইনের চোখে একজন সোনালি বিবি, একজন নরেন্দ্র মোদীর সমতুল্য। তাই সেটা গণতন্ত্র, এটাই তো বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রের দাবী! ব্যতিক্রম কেন হবে? ব্যতিক্রম মানেই আসলে এন্টায়ার পলিটিক্যাল সায়েন্সের ডিগ্রি লুকোনোর মত জঘন্য চেষ্টা।সোনালি বিবিদের অবিলম্বে ফেরত আনা হোক। সসম্মানে। বাঙালিদের বাংলাদেশী সন্দেহে, রোহিঙ্গা সন্দেহে অত্যাচার ও হেনস্থা করার জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করা হোক আইনত। দণ্ড হোক যারা এ কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের, যাতে এমনটা করার আর সাহস কেউ না পায়। ক্ষতিপূরণ হয় না। কিন্তু অন্তত নমুনাস্বরূপ সোনালিদের মতো মানুষদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করুক। এসব যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের গণতন্ত্র সম্পূর্ণত ধ্বসে গেছে। সোনালি খাতুনদের নাগরিকত্ব তার অ্যাসিড টেস্ট।

স্মৃতির পাতা থেকে

উৎপল দত্ত

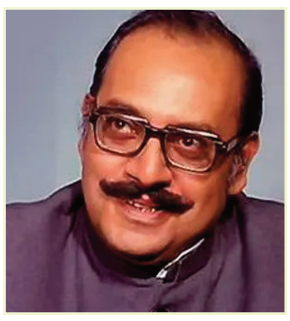

উৎপল দত্ত একজন ভারতীয় বাঙালি নাট্যকার তথা অভিনেতা যিনি ভারতীয় নাট্যজগতে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা নাট্যজগতের অবিসংবাদী নায়ক ছিলেন উৎপল দত্ত। নিজেকে অবশ্য খাটো করে দেখতেই অভ্যস্ত ছিলেন এই বিনয়ী মানুষটি। তাইতো নিজের সম্পর্কে বলেন- 'আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনো আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রপাগাণ্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।' উৎপল দত্তের বেড়ে ওঠা এমন এক বিক্ষুব্ধ সময় যখন সমগ্র বিশ্ব এবং বিশেষ করে পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে তখন প্রতিদিনের নতুন সকাল সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন ছিল। যে কারণে সে সময়ের বৈচিত্র্যসংঘাত এবং রাজনৈতিক রসায়ন উৎপল দত্তের নাটকের প্রধান মনোযোগ।১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বাংলাদেশের বরিশালে উৎপলরঞ্জন দত্তের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম গিরিজা রঞ্জন দত্ত। পড়াশুনা শিলংয়ের এডমণ্ড্ স স্কুল হয়ে কলকাতার সেন্ট লরেন্স। স্কুল জীবনের পাঠ চুকিয়ে এরপর উৎপল ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ১৯৪৮ সালে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঞ্চম স্থান সহ স্নাতক হন তিনি। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন উৎপল। ১৯৪৭ সালে নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মণ্ড কাট্ স্ ডায়মণ্ড' এবং মলিয়েরের 'দ্য রোজারিজ অফ স্ক্যাপাঁ' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর কলেজ জীবনের অভিনয় শুরু। নাটক দুটি প্রযোজনা করেছিল কলেজের ইংরেজি অ্যাকাডেমি এবং পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক ফাদার উইভার। কলেজের কয়েকজন সহপাঠীর সাথে উৎপল গড়ে তোলেন নাট্যদল , 'দি অ্যামেচার শেক্ স্ পিয়ারিয়ান্ স্ ' যাঁদের প্রথম উপস্থাপনা 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' এবং ম্যাকবেথ নাটকের নির্বাচিত অংশ। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ পরিচালক ও অভিনেতা জেফ্রি কেণ্ডাল তাঁর 'শেক্ স্ পিয়ারিয়ানা' নাট্যদল নিয়ে ভারত সফরে এলে কেণ্ডালের আহ্বানে উৎপল যোগ দেন সফররত সেই নাট্যদলে। ইউরোপীয় থিয়েটার দলের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা উৎপলের নাট্যজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। গায়ক দিলীপ কুমার রায়ের প্রস্তাবে উৎপল তাঁর নাট্যদলের নাম বদলে রাখেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ , এল টি জি'। ইংরেজি নাটক প্রযোজনার পাশাপাশি উৎপলের লিটল থিয়েটার গ্রুপ শুরু করে বাংলা নাটক প্রযোজনা। পঞ্চাশের দশকে এল টি জি মঞ্চে উপস্থাপিত করে রবীন্দ্রনাথের , অচলায়তন, কালের যাত্রা, গুরুবাক্য, সূক্ষ্মবিচার, তপতী ইত্যাদি। এর পাশাপাশি এল টি জি ঐতিহাসিক নাটক যেমন , অঙ্গার, ফেরারি ফৌজ, কল্লোল, অজেয় ভিয়েতনাম, তীর ইত্যাদি মঞ্চায়িত করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে অভ্যন্তরীণ সংকটে এল টি জি ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল, লেনিনের জন্মদিনে, মিনার্ভায় এল টি জি'র শেষ নাট্যাভিনয় মঞ্চায়িত হয় , 'লেনিনের ডাক'। এরপরে এল টি জি ভেঙ্গে জন্ম নেয় পিপল'স লিটল থিয়েটার , পি এল টি। ১৯৭১ থেকে শুরু হয় তাঁদের নিয়মিত প্রযোজনা। আবারও মানুষজনকে অভিভূত করে সেইসব অসামান্য নাটক এবং অভিনয়।নকশাল আন্দোলনে যখন সারা বাংলা উত্তাল সেই সময় উৎপল মঞ্চস্থ করেন তাঁর 'তীর' নাটকটি যা নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে লিখিত। যেদিন উপস্থাপনা হওয়ার কথা নাটকটি সেদিন উৎপলকে বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাড়া পাওয়ার পর উৎপল রাজস্থান চলে যান , একটি আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংস্থার 'গুরু' চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পি এল টি উৎপল এবং তাঁর স্ত্রী শোভাকে বহিষ্কার করে এর ফলে।উৎপল দত্তের কৌতুক অভিনেতা হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তিনি কৌতুক চলচ্চিত্র 'গুড্ডি', 'গোলমাল' ও 'শৌখিনে' অভিনয় করেছেন। উৎপল দত্ত অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হল- 'বিদ্যাসাগর', 'মাইকেল মধুসূদন', 'চৌরঙ্গী', 'ভুবন সোম','অমানুষ', 'আজ কা রবিনহুড', 'পদ্মা নদীর মাঝি' ইত্যাদি। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় হীরক রাজার দেশে, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং আগন্তুক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী ও মার্ক্সবাদী। উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে টিনের তলোয়ার, মানুষের অধিকার ইত্যাদি। উৎপল দত্ত রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হল- দিল্লী চলো, রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া, একলা চলো রে, টিনের তলোয়ার ইত্যাদি। ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে উৎপল দত্তের মৃত্যু হয়।

অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী

নারীর পৌরোহিত্যের দিশারী

ডাঃ সতীনাথ ভট্টাচার্য , কৃষ্ণনগর

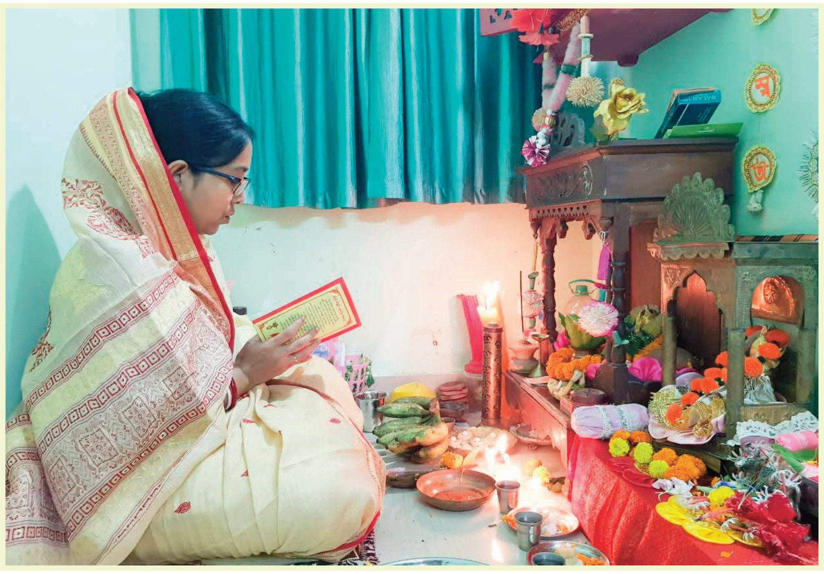

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)-এর প্রাক্কালে ৬ মার্চ মুক্তি পেলো শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রযোজিত অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'ব্রহ্মাজানেন গোপন কম্মটি'। ছবিটি পাড়ি দিয়েছিল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, সরস্বতীপুজোয় বঙ্গমাতা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুজোর সব আয়োজন করে বসে রয়েছে। কিন্তু, পুরোহিতের দেখা নেই। এদিকে পঞ্চমীও আর বেশিক্ষণ নেই। সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এমন সময় কলেজে প্রবেশ করলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক শবরী গঙ্গোপাধ্যায় (অভিনয়ে ঋতাভরী চক্রবর্তী)। পুরোহিত আসেন নি শুনে তিনিই হাসিমুখে পৌরোহিত্যের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাগদেবীর আরাধনা সুসম্পন্ন করলেন।ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি ফুটলো। ২০২৫ সালে দেবীপক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে রিল লাইফ আর রিয়েল লাইফ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। এদিন শহরের গোধূলি ভেসে গেলো নারীকণ্ঠেরপবিত্র মন্ত্রোচারণে - 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বত পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।' এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় নিজের বাসগৃহে নিজেই দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করলেন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, গবেষণা নির্দেশক এবং বিশিষ্ট লেখক ও কবি, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। রিল লাইফের শবরীর সাথে এক হয়ে গেলেন রিয়েল লাইফের দেবযানী। অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠায় গৃহলক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন চক্রবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী দেবযানী। পুজোর যাবতীয় আয়োজন তিনি নিজেই করেছেন। উপবাসী থেকে নিজের হাতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পিতলের লক্ষ্মী প্রতিমা ও বাহন পেচকীকে সাজিয়েছেন, ফলমূলাদি ও মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য করেছেন, দেবীর মহাভোগ রেঁধেছেন।মুখে মাস্ক বেঁধে তিনি রান্না করেছেন। তাঁর কথায়, 'আয়োজনটাই আসলপুজো'।

তিনি মনে করেন যে, ভক্তি দিয়ে পুজো করলে, তা সিদ্ধ হবেই। এদিন তিনি একা হাতে সবকিছু জোগাড় করে গোধূলিবেলায় লাল পাড় শাড়ি পরে পুজোয় বসেন। আচমন, বিষ্ণুস্মরণ করে পুজো আরম্ভ করেন। ভোগ নিবেদন করেন। তারপর আরতি ও ব্রতকথা পাঠ করে পুজো শেষ করেন। পুজো সমাপনান্তে নিজের হাতে অতিথিদের ভোগ পরিবেশন করেছেন। খ াওয়াশেষে এঁটো পরিষ্কার করেছেন। তারপর অতিথিদের হাতে তুলে দিয়েছেন একটি প্রসাদী গোটা ফল এবং ভোজন দক্ষিণা। এছাড়া, এবছর রাসপূর্ণিমাতেও তিনি নিজেই পুজো করেছেন এবং নিজহাতে প্রসাদ বিতরণ করেছেন। পেশাগতভাবেও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছেন সরস্বতীর বরপুত্রী দেবযানী। তাঁর অধীনে এখন চারজন গবেষণা করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অধীনে গবেষণা করে তিনজন পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দেবযানীর অধীনে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন বিশেষভাবে সক্ষম গবেষক নয়ন সাহা। তাঁর বিষয় ছিল 'উনিশ শতকীয় বাংলা প্রহসন (নির্বাচিত) বৈচিত্রের নিরিখে '। খবরটি শোনামাত্রই মনে পড়ে গেলো শ্রীবিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র - 'মূকং করতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তেগিরিম।/ যৎ কৃপা তম অহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম।।'শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে সমর্থ হয়। আরআজ বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর আরাধিকা দেবযানীর হাত ধরে নয়নের মাথায় উঠে এসেছে পিএইচডির শিরোপা। তবে, এতো সফলতার মাঝেও অহঙ্কার তাঁকে ছুঁতে পারে নি। তিনি কখনওই নিজের সংসারকে অবহেলা করেন না। এখন শাশুড়ি, স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে তাঁর ভরপুর সংসার। গৃহলক্ষ্মীরূপে সবসময় নিজের সংসারকে আগলে রাখতে ভালবাসেন দেবযানী। সময় পেলেই ঢুকে পড়েন রান্নাঘরে। নিজের হাতে ঘরদোর পরিষ্কার করেন। তিনি এবছর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের অধ্যক্ষ নিয়োগের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হন। কিন্তু, সংসার ফেলে রেখে অতো দূরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে নারাজ তিনি। সংসারকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেবেন না বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী ছোট থেকেই ভক্তিমতী। দেব-দ্বিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। পারিবারিক সূত্রেই তিনি পূজার্চনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি নিজেই বাড়িতে গৃহলক্ষ্মীর আরাধনা করেন। কৃষ্ণনগর শঙ্কর মিশনে ভক্তিমতী দেবযানী ছুটে যান সময়-সুযোগ পেলেই।তাঁর কথায়, মনখারাপের বিকেল মানেই শঙ্কর মিশন।মিশনের প্রধান শ্রীমৎ শঙ্কর শুদ্ধ চৈতন্য মহারাজের অত্যন্ত স্নেহধন্যা তিনি। বিগত কয়েকবছর ধরে তিনি মিশনের দুর্গাপুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন এবং মহারাজের নির্দেশে মহাষ্টমী তিথিতে মিশন থেকে প্রকাশিত অরুণোদয় পত্রিকা শারদ সংখ্যা উদ্বোধন করেন। বিগত বছরগুলিতে দেবযানীর বাড়িতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পুজোয় পৌরোহিত্যের দায়িত্ব সামলেছেন তাঁর জীবনসঙ্গী বিশিষ্ট কবি ঋত্বিক চক্রবর্তী। কিন্তু, এবছর থেকে তিনি নিজেই পুরোহিতের আসনে বসবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপুজোয় পৌরোহিত্য করে তিনি একটি অচলায়তন ভেঙে ফেললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে, পৌরোহিত্যে শুধুমাত্র পুরুষেরই একচেটিয়া অধিকার নেই। সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজাল ভেঙে বাংলার প্রথম মহিলা পুরোহিত, অধ্যাপক নন্দিনী ভৌমিকের পথে পা বাড়ালেন তিনি।সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষে মহিলা পুরোহিত ও সুরসাধিকা, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী যেন নারীসমাজের উদ্দেশে নিরুচ্চারে গেয়ে উঠলেন - 'অনেক তো দিন গেলো বৃথাই সংশয়ে / এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে / তোমার আমার সবার স্বপন / মেলাই প্রাণের মোহনায় / কিসের মানা?' এখনকার দিনে মেয়েরা পুজোর জোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, ভোগ রাঁধেন, বিভিন্ন নান্দনিক ভাবনা ভাবেন, কিন্তু পুরোহিতের আসনে বসলেই যতো দোষ! আর স্বয়ং দেবী যেখানে নারী, সেখানে নারী কেন তাঁর পুজো নিজের হাতে করতে পারবেন না? শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই যে, নারী পুজো করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, শাস্ত্র মানে বেদ, উপনিষদ, সংহিতা প্রভৃতি - পুরোহিত দর্পণ নয়। কিন্তু, এখন শাস্ত্রকে অস্বীকার করে প্রচলিত আচার, সংস্কার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে হিন্দুধর্মকে। পৌরোহিত্য করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন, মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ করা এবং মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করে উচ্চারণ করা। গৌরী ধর্মপালের কথায়, সঠিক উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে মন্ত্রপাঠ করলেই তা ফলপ্রসূ হয়। আজও অনেকে বলেন, নারী অশুচি। একথা যেমন হাস্যকর, তেমনই অশাস্ত্রীয়। শুচিতা থাকে অন্তরে, শরীরে নয়। ঋতুচক্র মেয়েদের একটি অতি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। শাস্ত্রমতে, অম্বুবাচীর সময় দেবী বসুন্ধরা রজস্বলা হন। শ্রীশ্রী দেবী অম্বুবাচী যাত্রা করছেন বলে আনন্দে মেতে উঠি আমরা। অসমের কামাখ্যায় দেবীর বিশেষ পুজোর আয়োজন হয়, মেলা বসে।

দেবী রজস্বলা হলে পুজো, উৎসব, মেলা আর মানবী রজস্বলা হলে কেমন একটা লুকোছাপা, ঘা ঘিনঘিনে, লজ্জাজনক ব্যাপার, তা নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা করতেও দ্বিধা। তখন তাঁদের কোনও মাঙ্গলিক কাজে হাত দেওয়াও বারণ। কিন্তু, এগুলো সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনগড়া, শাস্ত্রীয় বিধান নয়। রজস্বলা অবস্থায় পুজো করা মোটেও বিধি-বহির্ভূত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্মতিতে শ্রীশ্রীমা সারদা রজস্বলা অবস্থায় পুজো করতেন, ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করতেন।

মেয়েদের প্রথম ঋতুস্রাবকে বলা হয় স্বয়ম্ভু কুসুম। এই বিষয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখনও উৎসব বা অনুষ্ঠান পালিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশেও এই বিষয়ে আগে নানা স্ত্রী-আচার পালন করা হতো। বর্তমানে তা হারিয়ে গেছে। স্বয়ম্ভু কুসুমের প্রমাণমেলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'কাব্যের বণিক খণ্ডে - 'খুল্লনার স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ'। তাছাড়া, যে কোনও পুজোর প্রারম্ভে আচমনের পর বিষ্ণুস্মরণ করতে হয় - অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা। য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তর শুচি।। তাহলে, পুজোর শুরুতেই যেখানে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই সব কিছু শুচি হয়ে যায়, সেখানে মহিলা পুরোহিতের শুচিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই তো চরম মূর্খামি। নারীর পৌরোহিত্য নিয়ে তর্ক, বাধা, এমনকি 'লিবারাল' অভিনন্দন - হিন্দু-পরম্পরার নিরিখে কোনওটাই প্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, বিবাহের অনেক মন্ত্রেরই প্রণেতা এক নারী - ঋষি সূর্যা। বৈদিক যুগে যজ্ঞোপবীতধারিণী গার্গী, মৈত্রেয়ীরা যজ্ঞ করতেন। স্মৃতিকার যমের সাক্ষ্য - 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম ইষ্যতে / অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।'তখনকার দিনে বেদপাঠের পাশাপাশি নারীর উপনয়নও হতো।

গায়ত্রী মন্ত্র পাঠেও নারীর কোনও বাধা নেই। নরেন্দ্র দেবের পারলৌকিক কাজে নরেন্দ্রকন্যা নবনীতা দেব সেনকে দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়েছেন পুরোহিত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আসলে গোড়া থেকেই হিন্দুধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সমান চোখে দেখে এসেছে। স্বামী বিবেকানন্দ মহাশক্তির আধার 'জীবন্ত দুর্গা'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে আরাধনা করেছেন এবং গুরুভাইদের উদ্দেশে চিঠিতে লিখেছেন - 'মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে ... ।'সেই পথ ধরেই কৃষ্ণনগরের মাটিতে পা রেখেছেন বিদুষী দেবযানী। এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তীর বাসগৃহে নারীকণ্ঠের শ্রুতিমধুর মন্ত্রোচারণে, ফুলের সুবাস ও ধূপের সুগন্ধমাখা মঙ্গলদীপের আলোকে জ্বলজ্বল করছিলো সিংহাসনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর মুখ। তা দেখামাত্রই মনে গুনগুনিয়ে ওঠে রবীন্দ্রসুর - 'পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে, / কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।।'মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক - 'স্ত্রিয় সমস্তা সকলা জগৎসু' - জগতে যেখানে যতো নারীমূর্তি আছে, তা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ। পুরোহিতের আসনে বসা মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ দেবযানীর হাতে সেদিন পুজো নিলেন স্বয়ং দেবী।তখনবহু যুগের ওপারে চওড়া হয় সূর্যার মুখের হাসি, খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন গার্গী, মৈত্রেয়ীরা।চলতে থাকে সময়ের আদানপ্রদান। সরস্বতীর ঢেউ আছড়ে পড়ে জলঙ্গির বুকে। সপ্তসিন্ধুর বাহুবন্ধনে ধরা দেয় কৃষ্ণনগরের নগরালি।

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)-এর প্রাক্কালে ৬ মার্চ মুক্তি পেলো শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় প্রযোজিত অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা ছবি 'ব্রহ্মাজানেন গোপন কম্মটি'। ছবিটি পাড়ি দিয়েছিল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, সরস্বতীপুজোয় বঙ্গমাতা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পুজোর সব আয়োজন করে বসে রয়েছে। কিন্তু, পুরোহিতের দেখা নেই। এদিকে পঞ্চমীও আর বেশিক্ষণ নেই। সকলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এমন সময় কলেজে প্রবেশ করলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক শবরী গঙ্গোপাধ্যায় (অভিনয়ে ঋতাভরী চক্রবর্তী)। পুরোহিত আসেন নি শুনে তিনিই হাসিমুখে পৌরোহিত্যের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাগদেবীর আরাধনা সুসম্পন্ন করলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি ফুটলো। ২০২৫ সালে দেবীপক্ষে কোজাগরী পূর্ণিমায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে রিল লাইফ আর রিয়েল লাইফ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো। এদিন শহরের গোধূলি ভেসে গেলো নারীকণ্ঠেরপবিত্র মন্ত্রোচারণে - 'বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বত পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তুতে।।' এবছর কোজাগরী পূর্ণিমায় নিজের বাসগৃহে নিজেই দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করলেন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান, গবেষণা নির্দেশক এবং বিশিষ্ট লেখক ও কবি, অধ্যাপক দেবযানী ভৌমিক চক্রবর্তী। রিল লাইফের শবরীর সাথে এক হয়ে গেলেন রিয়েল লাইফের দেবযানী। অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠায় গৃহলক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেছিলেন চক্রবর্তী পরিবারের গৃহলক্ষ্মী দেবযানী। পুজোর যাবতীয় আয়োজন তিনি নিজেই করেছেন।

শীতের মিষ্টি রহস্য

রবীন্দ্রনাথের লেখায় কেন অনুপস্থিত নলেন গুড় ?

খেজুর গুড়ের পাটালি ঘিরে ফিরে দেখা বাঙালির ঐতিহ্য

কল্যাণ দত্ত, পূর্ব বর্ধমান

শীত এলেই বাঙালির ঘরে ঘরে খেজুর গুড় আর পিঠে-পুলির রমরমা। পৌষ-পার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নলেন গুড়ের মিষ্টি গন্ধ, পিঠের ধোঁয়া আর উষ্ণ আনন্দ। ঠিক এই সময়েই আবার আলোচনায় ফিরে আসে প্রয়াত লেখক নবনীতা দেব সেনের সরস স্মৃতি ও ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর সেই বিখ্যাত মন্তব্য ; 'কংক্রিটের ঝালাপালা'য় নাকি শীত নামে না।

অথচ এরই মাঝে এক কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যিক প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে যেখানে অসংখ্য মিষ্টান্নের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে নলেন গুড়ের নাম কেন নেই? রসিক কবিগুরু কি ইচ্ছাকৃতভাবেই শীতের এই মিষ্টি মহারথীকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন? আশ্চর্যের বিষয়, 'রবিজীবনী'-সহ বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থেও এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর মেলে না। আজও তা এক ধরনের শীতকালীন সাহিত্য-রহস্য হয়ে রয়ে গেছে। তবু বাস্তব জীবনে শীত মানেই বাঙালির ঘরে খেজুর গুড়ের পাটালির বিশেষ আমেজ। এই পাটালি শুধু এক টুকরো মিষ্টান্ন নয়, এটি বাঙালির শীতকালীন জীবনযাপন, স্মৃতি ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন গুড় এলেই শুরু হয় পিঠে-পুলির উৎসব;পুলি পিঠে, পাটিসাপটা, ভাপা পিঠে, দুধ চিতই; সবকিছুর প্রাণই এই নলেন গুড়। খেজুর গুড় তৈরির প্রক্রিয়াটিও কম রোমাঞ্চকর নয়। শীতের ভোরে সর্বপ্রথম খেজুর গাছে হাড়ি ঝুলিয়ে সংগ্রহ করা হয় টাটকা খেজুর রস। সেই রস ঢালা হয় বড় পাত্রে। এরপর মাটির উনুনে দীর্ঘক্ষণ জ্বাল দিয়ে ফোটানো হয় সেই রস। প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে ফুটতে ফুটতে রস যখন ঘন ও গাঢ় রং ধারণ করে, তখন পাত্র নামানো হয় উনুন থেকে। এরপর পাত্রের এক দিক কিছুটা উঁচু করে রেখে গাঢ় রস ঢালা হয় মাটির ভাঁড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তরল গুড় জমাট বেঁধে তৈরি হয় পাটালি।

এই পাটালির গন্ধেই বোঝা যায়;শীত সত্যিই এসে গেছে। বাজার, গ্রাম, শহর;সর্বত্র এই গুড় ঘিরেই যেন শীতের উৎসব। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বহু কিছু বদলে গেলেও খেজুর গুড়ের স্বাদ, তার ঐতিহ্য আর আবেগ আজও বাঙালির হৃদয়ে অটুট। রবীন্দ্রনাথের লেখায় নলেন গুড়ের অনুপস্থিতির রহস্য হয়তো কোনওদিনই পুরোপুরি উন্মোচিত হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে শীত এলেই নলেন গুড়ের মিষ্টতায় যে বাঙালির মন বারবার উষ্ণ হয়ে ওঠে;সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

শীত এলেই বাঙালির ঘরে ঘরে খেজুর গুড় আর পিঠে-পুলির রমরমা। পৌষ-পার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নলেন গুড়ের মিষ্টি গন্ধ, পিঠের ধোঁয়া আর উষ্ণ আনন্দ। ঠিক এই সময়েই আবার আলোচনায় ফিরে আসে প্রয়াত লেখক নবনীতা দেব সেনের সরস স্মৃতি ও ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর সেই বিখ্যাত মন্তব্য ; 'কংক্রিটের ঝালাপালা'য় নাকি শীত নামে না। অথচ এরই মাঝে এক কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যিক প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে যেখানে অসংখ্য মিষ্টান্নের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে নলেন গুড়ের নাম কেন নেই?

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 3

হুংকার অমিত শাহের

প্রথম পাতার পর

গান্ধীর নেতৃত্বকে আর গ্রহণ করছে না। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি এবং বিহারে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। কিন্তু রাহুল গান্ধী এখনও ইভিএমকে দোষ দিচ্ছেন। দেশের মানুষ কংগ্রেস বা এর নেতৃত্ব, রাহুল গান্ধীকে গ্রহণ করছে না। বিহারের পর, ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাতেও নির্বাচন জিতবে এবং সরকার গঠন করবে।' প্রসঙ্গত, বাংলায় ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পিছনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের চক্রান্ত রয়েছে বলে ৩ দিন আগেই মালদহ সফরে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'নির্বাচনের ঠিক আগে বাংলায় এসআইআর বাস্তবায়নের এই ছকের পেছনে অমিত শাহই আছেন। তিনি যে কোনও মূল্যে বাংলা দখল করতে চান, কিন্তু তাঁকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। বাংলায় এসআইআর কার্যকরের মাধ্যমে বিজেপি নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ছে। বাংলা এবং বিহার এক নয়।এটি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাড়াহুড়ো করা যাবে না।'

গোয়ার নাইটক্লাবে আগুন

প্রথম পাতার পর

২৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি ও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও গোয়ার নাইটক্লাবের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে, ঝলসে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শোকপ্রকাশ করেছেন এই ঘটনায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ করে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পিএমও-র তরফে গোয়ার নাইটক্লাবে মৃতদের পরিবার পিছু দু'লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবার পিছু ৫০ হাজার টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে।

সকালে রাস্তায় পার্কিং বন্ধে পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রতিদিন সকালে কলকাতার রাস্তা সাফাইয়ের কাজে বাধা আসছে, এই অভিযোগ উঠছিলো বেশ কিছুদিন ধরেই। এবারে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে সরাসরি অভিযোগ পেয়ে অবশেষে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এ বার সেই ঘোষণা কার্যকর করতে পদক্ষেপ শুরু হল। জানা গিয়েছে, কলকাতার রাস্তায় সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শহরের রাস্তায় কোনও গাড়িই পার্ক করে রাখা যাবে না। বিশেষ করে যে সব গাড়ি দিনের পর দিন রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, সেগুলি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিছু দিন আগে পুরসভার মাসিক অধিবেশনে রাস্তা সাফাই নিয়ে একই সমস্যা তুলে ধরেছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। পুরসভা সূত্রে জানা যায়, সেই আলোচনা থেকেই বিষয়টি গুরুত্ব পায়। তবে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে অভিযোগ ওঠার পরেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং পুরসভা বাস্তব পদক্ষেপ শুরু করে। মেয়রের নির্দেশে পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা পুরো প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নতুন নিয়ম কার্যকর করতে লালবাজারের সহযোগিতা চেয়ে পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে চিঠি দিয়েছে পুরসভা। চিঠি পাঠানোর পর মেয়র ও পুলিশ কমিশনারের মধ্যে ফোনে কথা হয়। ঠিক হয়, কলকাতা পুলিশ থানাভিত্তিক বৈঠকের মাধ্যমে পুরসভাকে পুরো প্রক্রিয়া ও সহযোগিতার বিষয়টি জানিয়ে দেবে। পাশাপাশি, পুরসভা আইনি ভাবে কী ব্যবস্থা নিতে পারে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।শহরে বহু জায়গায় রাস্তার ধারে মাসের পর মাস পরিত্যক্ত গাড়ি পড়ে থাকে; অনেক ক্ষেত্রে তা থানার সামনেও দেখা যায়। এ সব গাড়ির নীচে ময়লা জমে, ফলে রাস্তা পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বহু এলাকায় ফ্ল্যাট বা বাড়ির সামনে সারা বছর গাড়ি পার্কিংয়ের কারণেও ঝাড়ুদারেরা কাজে নামতে পারেন না। ফলে নিয়মিত সাফাই কার্যত বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতি বদলাতে পুরসভা কড়া অবস্থান নিয়েছে। পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, তপুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যে সব গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে আছে, সেগুলি সরাতে নির্দেশ দেওয়া হবে। এ ছাড়া খুব শিগগিরই প্রচারও শুরু করবে পুরসভা। প্রচারের মাধ্যমে শহরবাসীকে জানানো হবে;

সকালে ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত সাফাই চলবে, তাই ওই সময় রাস্তা ফাঁকা রাখতে হবে। নগরজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখতে ও পরিচ্ছন্ন কলকাতা গড়তে পুরসভার এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আগামী সাত দিনে রাজ্যে পারদ ওঠানামা করবে, জানালো হাওয়া অফিস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

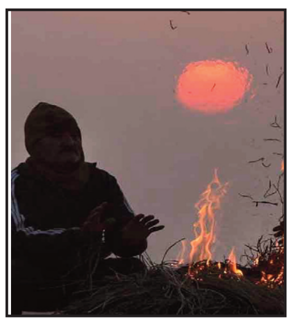

শনিবার ছিল চলতি মরসুমের শীতলতম দিন। এক ধাক্কায় তিন ডিগ্রি কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। রবিবার তাপমাত্রা সামান্য বাড়ল। সেই সঙ্গে আগামী সাত দিনে রাজ্যে পারদ ওঠানামার পূর্বাভাসও দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি কম। রবিবার তা বেড়ে হয়েছে ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি কম। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও ২৫.৩ ডিগ্রির (স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৮ ডিগ্রি নীচে) উপরে ওঠেনি। রবিবার শহরের আকাশ মূলত পরিষ্কার, মেঘমুক্ত থাকবে। সকালের দিকে কোথাও কোথাও কুয়াশা থাকতে পারে। তবে বেলা বাড়লে আর সেই সমস্যা থাকবে না। রাজ্যের সর্বত্র আপাতত শুকনো আবহাওয়াই থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর। বঙ্গোপসাগরের কোথাও এই মুহূর্তে কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ অঞ্চল নেই। ফলে উত্তুরে হাওয়া অবাধে প্রবেশ করতে পারছে রাজ্যে। কোথাও তা বাধা পাচ্ছে না। সেই কারণেই পারদ নেমে গিয়েছে স্বাভাবিকের নীচে। আগামী সাত দিন উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না। সর্বত্রই পারদ মোটের উপর অপরিবর্তিত থাকবে। নতুন করে তাপমাত্রা না কমলে জাঁকিয়ে শীত এখনই অনুভব করা যাচ্ছে না। তবে উত্তুরে হাওয়ার কারণে কুয়াশার সমস্যা দেখা দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। রবিবার এবং সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ধর্মতলা থেকে এবার সরে যাচ্ছে 'এল ২০' বাসস্ট্যান্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে সরে যাচ্ছে খোদ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার শতাব্দীপ্রাচীন 'এল ২০ বাসস্ট্যান্ড'। জানা গিয়েছে, জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোপথে এসপ্ল্যানেড স্টেশন তৈরির জন্য এই বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাত্রীরা ধর্মতলার এই বাসস্ট্যান্ড থেকে আর বাস ধরতে পারবেন না। তাঁদের যেতে হবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাছে। এল ২০' স্ট্যান্ডের নাম হয়েছে 'এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ড অফ স্টেট গভর্নমেন্ট বাস'। আলোয় সেজে উঠেছে নয়া স্ট্যান্ড। আগামী ১০ তারিখ প্রথম ধাপে ডব্লুবিটিসি, এনবিএসটিসি-র বাসগুলো সরে যাবে এখান থেকে। দ্বিতীয় ধাপে সরানো হবে এসবিএসটিসির বাসগুলো। ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে নতুন বাসস্ট্যান্ড। যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম থেকে ফুড কোর্ট, শৌচাগার, শেড, এসি কাউন্টার সবই তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু 'এল ২০' স্থানান্তরিত হওয়ার অপেক্ষা। তার তোড়জোড়ও চলছে জোরকদমে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের গেটের কিছুটা দূরে স্থানান্তরিত হতে চলেছে ১০০ বছরের বেশি পুরনো এই স্ট্যান্ড। প্রশাসন সূত্রে খবর, ৪ হাজার বর্গমিটার জায়গায় নতুন স্ট্যান্ড তৈরি হচ্ছে। ডব্লুবিটিসি, এসবিএসটিসি, এনবিএসটিসি মিলিয়ে দিনে ৩০০-৩৫০টি বাস চলাচল করে এই টার্মিনাস থেকে। রোজ হাজার হাজার মানুষ আসেন বাস ধরতে। তাঁদের আগামী দিনে নয়া স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরতে হবে। বিধান মার্কেট এবং 'এল-২০' বাসস্ট্যান্ডের এলাকায় মেট্রোর কাজ চলবে। সেই কারণেই এই দুই জায়গা স্থানান্তর করা হবে। এই এলাকায় নিউ গড়িয়া-দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া ময়দান-সেক্টর ফাইভ এবং জোকা-এসপ্ল্যানেড তিন মেট্রো মিলিত হবে। তিন তলা স্টেশন হবে। যাত্রীরা এক মেট্রো থেকে নেমে অন্য মেট্রোয় উঠতে পারবেন। ফলে চলবে বিরাট কর্মকাণ্ড। আর সে কারণেই সরে যাচ্ছে এই বাসস্ট্যান্ড। তবে এই এলাকা থেকে বেসরকারি বাসের স্ট্যান্ড কবে সরবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, তইতিমধ্যেই নতুন বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে। নতুন নামকরণও হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে বাসগুলো স্থানান্তরের অপেক্ষা।দ শুধু এই বাসস্ট্যান্ডই নয়, সরিয়ে ফেলা হবে বিধান মার্কেটও। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ ও সিধু কানহু ডহরের মাঝামাঝি জায়গায় নির্মাণ হচ্ছে বিধান মার্কেটের দোকানঘর। দোতলা বিল্ডিং তৈরি করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সেখানে শুধু দোকানঘর নয়, ফুড কোর্ট, পার্কিং লট, শৌচাগারও থাকবে বলে জানানো হয়েছে। নয়া বাসস্ট্যান্ড তৈরির যাবতীয় খরচ বহন করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

ইন্ডিগো পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় কলকাতা থেকে দিল্লি-মুম্বই বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গত চারদিন ধরে ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা। আজ শনিবারও দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বিমানসংস্থার একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। যার ক্ষোভ এবার আছড়ে পড়ছে দেশের একাধিক বিমানবন্দরে। এই অবস্থায় মুশকিল আসান হয়ে ময়দানে নামতে চলেছে রেল। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। হাওড়া-নয়াদিল্লি এবং শিয়ালদহ এবং মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলকের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। রেলের দাবি, এতে বহু যাত্রীর সুবিধা হবে। রেলের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৮ ডিসেম্বর ০৩০০৯ হাওড়া-নয়াদিল্লি স্পেশাল হাওড়া থেকে ১১টায় ছাড়বে। তৃতীয়দিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ট্রেনটি দিল্লি পৌঁছাবে। অন্যদিকে ১০ তারিখ ০৩০১০ নয়াদিল্লি-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি নয়াদিল্লি থেকে সকাল ৭৩০ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন দুপুর ১৩০ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে। রেলের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আপ এবং ডাউন অর্থাৎ উভয়দিকেই ট্রেনটি বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোলে স্টপেজ দেবে। অন্যদিকে ০৩১২৭ শিয়ালদহ-লোকমান্যতিলক স্পেশাল ট্রেনটি আগামী ৮ ডিসেম্বর ১১ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে। সেটি তৃতীয় দিনে দুপুর ৩৩০ মিনিটে লোকমান্য তিলক পৌঁছবে। একইভাবে আগামী ১১ ডিসেম্বর ০৩১২৮ লোকমান্য তিলক-শিয়ালদহ স্পেশাল ট্রেনটি ৬৩০ মিনিটে লোকমান্যতিলক থেকে ছেড়ে পরের দিন সন্ধ্যা ৭৩০ মিনিটে শিয়ালদহে পৌঁছবে। উভয়পথেই ট্রেনটি নৈহাটি, ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর এবং আসানসোল স্টেশনে স্টপেজ দেবে। শুধু তাই নয়, যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে দুটি স্পেশাল ট্রেনেই জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার কার্ড এবং এসির সুবিধা থাকবে বলে পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনলাইন এবং অফলাইনের মাধ্যমে স্পেশাল ট্রেনগুলির টিকিট পাওয়া সম্ভব হবে বলেও রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বউবাজারে বাড়ির চাঙড় ভেঙে জখম এক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

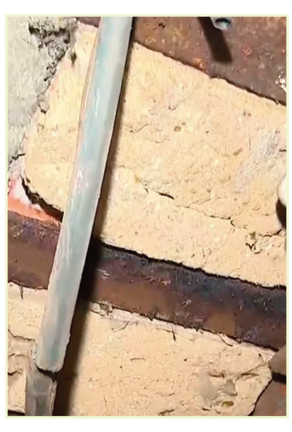

বউবাজারে ফের বাড়ি বিপর্যয়। ছুটির বিকেলে আচমকা ভেঙে পড়ল মদন দত্ত লেনের একটি পুরনো বাড়ির চাঙড়। গুরুতর জখম এক ব্যক্তি। খবর পেয়েই ছুটে যান কাউন্সিলর নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। বাসিন্দাদের দাবি, মেট্রো চলাচলের কারণেই এই বিপত্তি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, মেট্রোর ইঞ্জিনিয়ার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মেট্রোর কাজের জন্য ২০১৯ সাল থেকে একাধিকবার একাধিকবার বউবাজারে বাড়ি বিপর্যয় হয়েছে। বাড়িতে ফাটল দেখা দেওয়ায় দুর্গা পিতুরি লেন, মদন দত্ত লেন ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা মাসের পর মাস ঘরছাড়া ছিলেন বাসিন্দারা। গতবছরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফলে বহু পরিবারকে অন্যত্র সংসার পাততে হয়েছিল। পরবর্তীতে মাস আটেক আগে ফের পুরনো বাড়িতে ফেরেন তাঁরা। সেই তালিকায় ছিলেন মদন দত্ত লেনের এই বাড়ির বাসিন্দারাও। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মেট্রো চলাচলে তাঁদের বাড়িতে কম্পন অনুভূত হত। দিন দশেক আগে তাঁরা বিষয়টা মেট্রো কর্তৃপক্ষকে জানিয়েওছিল। তারই মাঝে এদিনের বিপর্যয়।রবিবার দুপুরের দিকে আচমকা ভেঙে পড়ে বাড়ির চাঙড়। জখম হন ১ জন। ওই প্রাচীন বাড়িতে প্রায় ১৫ টি পরিবারের বাস। ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলেই দাবি। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কাউন্সিলর নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি কাজ শুরু করেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, মেট্রোর ইঞ্জিনিয়ার। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে মেট্রোর ভূমিকা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন নয়না। তিনি বলেন, তএরা তো বলেছে জানিয়েছিল যে ভাইব্রেশন হচ্ছে, তারপরও কেন কোনও পদক্ষেপ করল না মেট্রো।

মহাকুম্ভের আবহ তৈরি হয়েছে

প্রথম পাতার পর

হয়েছে; উদ্যোক্তারা এটিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কেবল একটি ধর্মীয় আয়োজন বলে দাবি করলেও, বাংলায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই বিশাল সমাবেশ রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে।

ভক্তদের ভিড় সামলাতে হাওড়া স্টেশন থেকে গঙ্গা ফেরিঘাট পর্যন্ত বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা ছিল। সকালে হাওড়া স্টেশন চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে, যেখানে গীতার ছোট বই বিলি করা হয় এবং খোল-করতাল সহযোগে নামসংকীর্তন করতে করতে বহু মানুষ ব্রিগেডের দিকে এগিয়ে যান। রাজ্যের বাইরে থেকেও আসা এই ভক্তরা জানান যে, সামাজিক শান্তি, সাম্য এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই তাঁরা এই গীতাপাঠের আয়োজনে সামিল হয়েছেন। আজকের অনুষ্ঠানে গীতার প্রথম, নবম ও অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। আজ গীতাপাঠ শুরুর আগে ব্রিগেডে বেজে উঠেছিল বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। রবিবার দুপুরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের আয়োজনে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বেলডাঙা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মহারাজ প্রদীপ্তানন্দ অর্থাৎ কার্তিক মহারাজ। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে একই সংগঠনের উদ্যোগে ব্রিগেডেই হয়েছিল গীতাপাঠ। এদিকে এবারের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত থাকলেও দেখা যায়নি রামদেবকে। এছাড়া আমন্ত্রণ গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। তবে বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পালরা গিয়েছিলেন। আজকের অনুষ্ঠানে গিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আমরা গতকাল যা দেখেছি, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হিন্দু ভোটকে ভাগ করা এবং মুসলিম ভোটকে এক করার চক্রান্ত চলছে। যা হচ্ছে তার জন্য দায়ী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বারবর তোল্লা দিয়ে উপরে তুলেছে।

একুশের ভোটে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিংহভাগ হিন্দু ভোট দেয়নি। হিন্দুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে না।' এদিকে আজকে মঞ্চে না বসে মাটিকে বসে গীতাপাঠ করতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। ব্রিগেডে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্য সরকারের অনুমোদনে বাবরি মসজিদ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বাবরের শাসন চলছে, এই সরকার হিন্দু বিরোধী সরকার। এই সরকার ভারতীয় মুসলিমদেরও পক্ষে নয়, মৌলবাদের পক্ষে, বিচ্ছিন্নবাদের পক্ষে। ভারতবর্ষে মাটিতে, শ্রীকৃষ্ণের মাটিতে গীতাপাঠ হবে তা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এর জন্য সংঘবদ্ধ হতে হচ্ছে মানুষকে। আর তার জন্য নানারকম সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। এটাই প্রমাণ করছে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কেমন। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশী হিন্দু, উদ্বাস্তুদের বিরোধী সরকার। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন এটি একটি পৃথক দেশ। আর তিনি সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বাস্তবে তো তা হতে পারে না।' ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের ঐতিহাসিক কর্মসূচিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে তীব্র জল্পনা তৈরি হয়েছে। আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তাঁর যোগ না দেওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তিনি দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আসবেন না তো। মুখ্যমন্ত্রী আসলে ভোট কমে যাবে। কারণ মুসলমানরা এখন যদি ক্ষেপে যায়, তাহলে মমতা ব্যানার্জির সর্বনাশ। অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যদি রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হন, তাহলে তৃণমূলের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।'

ব্রিগেডে গীতাপাঠের দিনেই

প্রথম পাতার পর

দিনে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বিজেপি নতুন করে কিছু করছে না। বরাবরই হিন্দুত্বের তাস খেলে। ওরা রাম মন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। ১৯টা রাজ্য দখল করেছে। বাংলা দখলের জন্য গীতা পাঠ করছে। আমি মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় জেতার জন্য কোরাণ পাঠের আয়োজন করব। লাখো লোক নিয়ে কোরান পাঠ হবে। তাঁদের আরামসে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরাণ পাঠের আয়োজন। আমি ১ লক্ষ হাফেজকে দিয়ে কোরাণ পাঠ করাব। মুর্শিদাবাদের কোনও জায়গায় প্যান্ডাল করব। তারপর কোরাণ পাঠ হবে। আর গীতাপাঠ হতেই পারে, সনাতন ধর্মের কোনও মানুষ গীতাপাঠ করতেই পারেন। আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।'

হুমায়ুনের পাল্টি

তৃণমূল তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করার কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেছিলেন 'আগামীকালই আমি পদত্যাগ করব।' তবে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরের দিন আবার পাল্টি খেললেন হুমায়ুন। আজ অর্থাৎ রবিবার হুময়ুন জানালেন তিনি পদত্যাগ করছেন না। প্রথমে ভেবে থাকলেও এখন পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। বিধায়কের বক্তব্য, শুধুমাত্র ভরতপুরের মানুষের কথা ভেবেই তিনি এই পদত্যাগ করছেন না। সত্যিই কি তাই? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কৌশল আছে? গত বৃহস্পতিবার ফিরহাদ হাকিম তাকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করার পরেই হুমায়ুন ঘোষণা করেন যে তিনি দল ছাড়বেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'বাংলায় ৩৭ শতাংশ সংখ্যালঘু আছে। তাদের সিংহভাগের ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা। খুব অহঙ্কার হয়েছে। চূর্ণ করব আমি। আমি ওঁকে প্রাক্তন করবই।' সেই সময়ই হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, নতুন দল গড়বেন আগামী ২২ তারিখ আর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন আগামী ১২ ডিসেম্বর। শুক্রবার বাবরী মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরের অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ঠিক তার পরের দিন হুমায়ুন জানালেন তিনি পদত্যাগ করবেন না। পাল্টির আগে হুমায়ুন বলেছিলেন, '১৭ তারিখ যাব। স্পিকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। নিজে যাব রাজ্যপালের ঘরে। চার লাইনের পদত্যাগ পত্র দিয়ে চলে আসব। হুমায়ুন কবীরকে এই সব ডাঁট দিয়ে লাভ নেই।' আর আজ রবিবার হুমায়ুন কবীর বলেন, 'আমি পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছিলাম। এখানে যাঁরা ইউসুফকে ভোট দিয়ে সাংসদ করেছেন, তাঁকে খুঁজে পায় না। বহু নথিতে সই করতে হয়। তারা বলছে আমায়, আপনি পদত্যাগ করবেন না। আপনাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছি, প্রতীক কী নেবেন আপনার ব্যাপার। আবার আপনাকে ভোট দিয়ে বিধায়ক বানাব। ভরতপুরের মানুষের জন্য আমি পদত্যাগ করব না।'

তৃণমূল তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করার কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেছিলেন আগামী কালই আমি পদত্যাগ করব।' তবে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরের দিন আবার পাল্টি খেললেন হুমায়ুন। আজ অর্থাৎ রবিবার হুময়ুন জানালেন তিনি পদত্যাগ করছেন না।

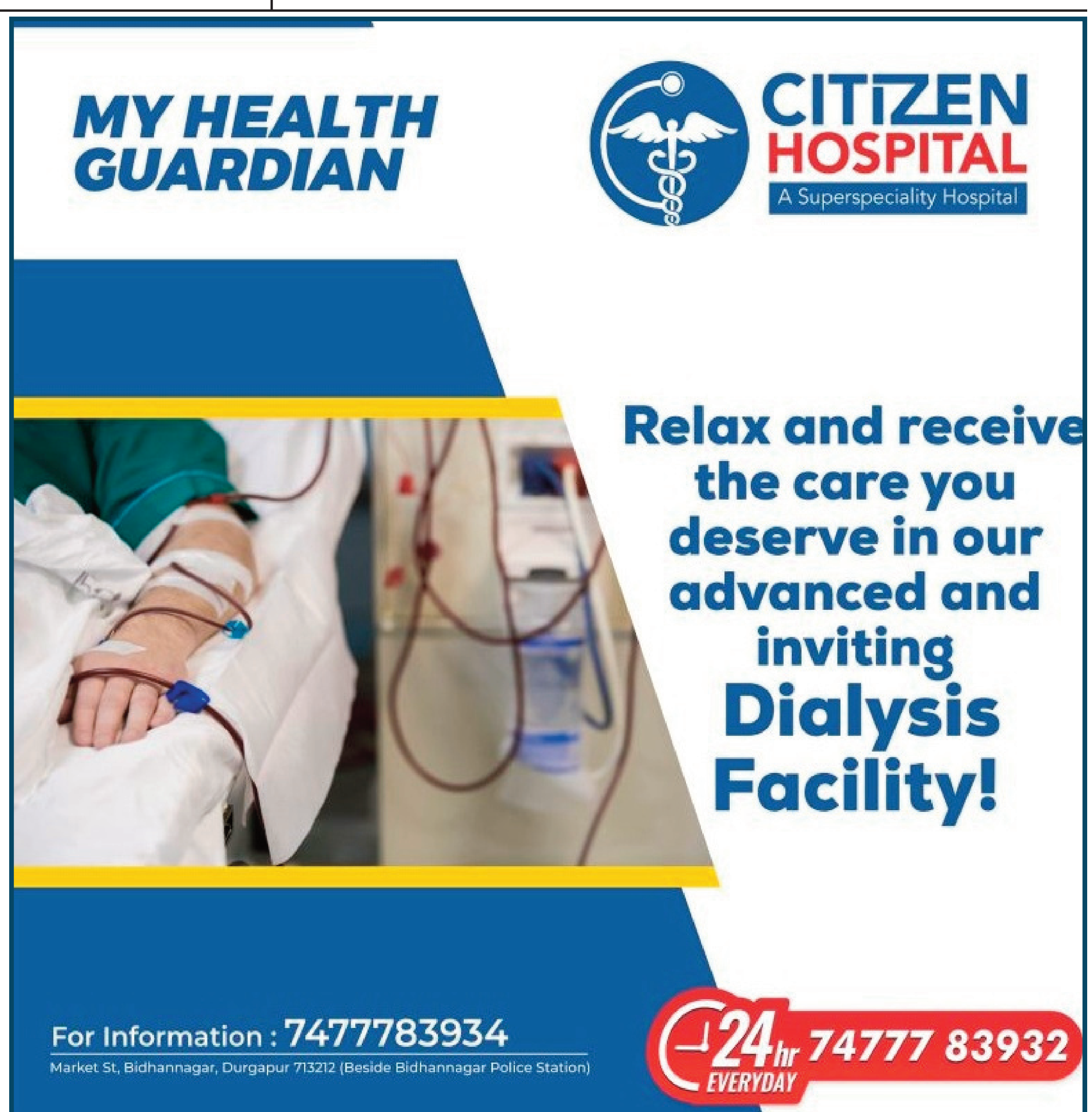

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 4

সিকিমে পাচারকারীর সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশি ! ঘনঘন যাতায়াত উত্তরে, নজর তাই বনাঞ্চলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

সিকিম থেকে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচারকারী গ্রেপ্তার হওয়ার পরই উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিল ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (ডব্লিউসিসিবি)। ধৃত ইয়াংচেন লাচুংপার গ্রেপ্তারির পর থেকে তাঁর সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশিতে আরও জোর দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ একাধিক রাজ্যের বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ডব্লিউসিসিবি। ইয়াংচেনের পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের ছবি প্রতিটি রাজ্যের বন দপ্তরকে পাঠানো হয়েছে। ইয়াংচেন ছিলেন বাঘ, প্যাঙ্গোলিনের অঙ্গ পাচারে সিদ্ধহস্ত। অভিযুক্ত নেপাল, তিব্বত, ভুটান ছাড়াও ভারতের শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, কলকাতা, কানপুর ও হোসাঙ্গাবাদের বিভিন্ন এলাকায় নিজের জাল বিছিয়েছিলেন। সেজন্য উত্তরের বনাঞ্চলে বিশেষ নজর দিতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ইয়াংচেন যে মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাতে এখনও পর্যন্ত ২৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে মধ্যপ্রদেশের নর্মদাপুরমের আদালত। বাকিরা এখনও পলাতক। তাদের খোঁজেই দেশ-বিদেশে তল্লাশি চালাচ্ছে মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। এদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই বিশেষ করে জয়গাঁ, শিলিগুড়ি ও বক্সার বনকর্তাদের সতর্ক করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলছেন, 'নিয়মিত ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর তরফে আমাদের কাছে পাচারকারীদের ছবি পাঠানো হয়। অভিযুক্তদের ধরতে বিভিন্ন নির্দেশিকাও আসে। সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করছি।' ভারতে ইন্টারপোলের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ডব্লিউসিসিবি। তাই এই সংস্থার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স যোগাযোগ করেছিল ইন্টারপোলের সঙ্গে। এর মাধ্যমেই সিবিআইকে দিয়ে ইয়াংচেনের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করায়। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ইয়াংচেন একাধিকবার সিকিম থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা সহ অন্য জায়গায় যাতায়াত করেছেন। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ হয়ে পা রেখেছেন ভুটানে। এই সময়কালে এই অঞ্চলের কার কার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, সেই খোঁজ শুরু হয়েছে। এখানে কোথায় রাত কাটিয়েছেন, কী ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করেছেন- জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, তিব্বতেও আসা-যাওয়া ছিল সিকিমের লাচুংয়ের ওই বাসিন্দার। ধৃতকে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে মধ্যপ্রদেশ নিয়ে গিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে টাইগার স্ট্রাইক ফোর্সের আধিকারিকদের। বাড়ির কাছ থেকেই পাকড়াও করা হয় অভিযুক্তকে, তাই পড়শি রাজ্য সিকিমের বন দপ্তরের কাছে পৌঁছেছে সতর্কবার্তা। সিকিমে আর কোথায় কোথায় শেলটার নিয়েছেন তিনি, কারা অভিযুক্তকে গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করেছেন, পরিবারের আর কেউ জড়িত কি না ইত্যাদি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। এমনকি ইয়াংচেনের সঙ্গে গত কয়েকবছরে কার কার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে, সেই তথ্যেও চোখ বোলাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

দিদাকে লজে ফেলে রেখে উধাও নাতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো মাদার মেরির ছোট্ট মূর্তি এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে অশীতিপর এক মহিলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এনজেপি থানায় ঢুকছিলেন। পাশে হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে হাঁটছিলেন এক তরুণ। থানার গেটের পাশে বানানো টিনের ছাউনি দেওয়া সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর কোনওরকমে বসে সেই বৃদ্ধা হাঁফাতে শুরু করেন। পাশে মেরির মূর্তি রেখে কোনওরকমে চোখের জল মুছছিলেন। কী হয়েছে? বৃদ্ধার সঙ্গে থাকা এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা দেবজিৎ কুণ্ডু বললেন, 'বৃদ্ধার চিকিৎসা করাবেন বলে তাঁকে নিয়ে নাতি সিকিম থেকে এখানে এসেছিলেন। দুজনে এনজেপিতে আমাদের লজে উঠেছিলেন। পরে নাতি বৃদ্ধাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর ২০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে।

ফোন করলেও আসছেন না। ঘরভাড়াও মেটাচ্ছেন না। কী করব বুঝতে না পেরে বৃদ্ধাকে নিয়ে পুলিশের কাছে এসেছি।'

শুনতে শুনতে বছর ৮১-র শোভা রিতা গুরুংয়ের দুই চোখ জলে আরও ভরে ওঠে, 'যে নাতিকে আমার সঙ্গে ছোট থেকে রেখে কোলেপিঠে মানুষ করলাম, সে-ই আমাকে শেষ জীবনে এসে একা ফেলে চলে গেল।

আমার কাছে কিছু খাওয়ার বা কোথাও থাকার টাকাও নেই। তবে মেয়ে বা নাতি কারও কাছেই ফিরে যেতে চাই না।' লজের মালিক ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুও শনিবার বৃদ্ধার সঙ্গে থানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ঘরের ভাড়া, খাওয়ার খরচ মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা বিল হয়েছে। যার মধ্যে চার হাজার টাকায় আমাদের দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধা আমার মায়ের মতো। তাই বাকি টাকা আমার প্রয়োজন নেই। সিকিমের ঠিকানা দিতে বৃদ্ধার নাতিকে বলেছিলাম। তাহলে বৃদ্ধাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু ওই ব্যক্তি সেই ঠিকানা দিতে চায়নি।' ওই বৃদ্ধা জানালেন, কলকাতার তিলজলাতে তিনি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। স্বামী প্রেম গুরুং ৪০ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। নাতি বিশাল ড্যানিয়েল তামাংকে ছোট থেকে ওই বৃদ্ধা মানুষ করেছেন। সঙ্গে ড্যানিয়েলের মা ওই ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু এক বছর হল বৃদ্ধার মেয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছেন। এদিকে, ড্যানিয়েল সিকিমে বিয়ে করেন। তাঁর মা অন্য বাড়িতে চলে যাওয়ার পর কলকাতা থেকে এক বছর আগে তিনি দিদাকে নিয়ে সিকিমে চলে যান। সেখানে পারিবারিক সমস্যা হয়।

সেই সূত্রেই তিনি চিকিৎসার নামে বৃদ্ধাকে শিলিগুড়িতে এনে এনজেপির লজে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। লজ মালিকের ছেলে দেবজিৎ বলেন, 'বৃদ্ধার নাতি ড্যানিয়েল তিনদিনের জন্য যাওয়ার কথা বলে গিয়েছিল। কিন্তু ২০ দিন পার হয়ে গেলেও তিনি ফিরে আসেননি।

ফোন করলেও তিনি আসতে চাননি। আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হতে চলেছি বলে তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি উলটে আমাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করার হুমকি দিয়েছেন।'

ড্যানিয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'দিদাকে পরিবারে রাখার পর থেকে বারেবারে তিনি অন্তর্কলহ তৈরি করেছেন।

আমি নিজে মানসিক রোগী। শিলিগুড়িতে দিদাকে কোনও হোমে রাখার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' এদিকে, গোটা বিষয়টি জানিয়ে লজ কর্তৃপক্ষ শনিবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বৃদ্ধাকে পাকাপাকিভাবে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়। বৃদ্ধাকে একটি হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

একাধিক সমস্যায় জেরবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ইসলামপুর

বহুবার লিখিত নির্দেশ জারি করেও কাজের কাজ হয়নি। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের অন্দরে যেন 'মগের মুলুক'। ট্রমা কেয়ার ইউনিট থেকে শুরু করে সিটি স্ক্যান ইউনিট পর্যন্ত দীর্ঘ করিডর যেন পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। পাশেই থাকা হাসপাতালের লিফট দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিকল। অথচ রোগীদের স্বার্থে লিফট সচল করার কোনও উদ্যোগ নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের বলে অভিযোগ। যা নিয়েও সাধারণ মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। হাসপাতালের অন্দরমহলের এই চিত্র নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে কর্তৃপক্ষ। যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে হাসপাতালকর্মী ও চিকিৎসকদের এই মর্মে সতর্ক করতে পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়। লিফট সচল করতেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ করিডরে বেআইনি পার্কিং নিয়ে ইতিপূর্বেও বারবার বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মূল গেট দিয়ে কর্মীদের বাইক চালিয়ে ঢোকার মতো নজিরবিহীন ঘটনারও নজির এই হাসপাতালে রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সক্রিয়তার পরেও নির্দেশিকা পাত্তা দিতে রাজি নন কর্মী সহ চিকিৎসকদের একাংশ বলে অভিযোগ। ফলে বর্তমানে পরিস্থিতি জটিল আকার নিয়েছে। ট্রমা কেয়ার থেকে রোগী নিয়ে হুইলচেয়ার ঠেলে তাঁকে পরীক্ষার জন্য যাচ্ছিলেন নিকট আত্মীয় নার্গিস বেগম। অভ্যস্ত না হওয়ায় হুইলচেয়ারটি প্রতিবেদকের পায়ের ওপর প্রায় উঠিয়েই দিয়েছিলেন। কারণ অপর পাশে করিডরে স্কুটার রাখা ছিল। পরিস্থিতি সামলে দিয়ে প্রশ্ন করতেই নার্গিস বলেন, 'হুইলচেয়ার ঠেলার লোক নেই। নিজেকেই নিয়ে যেতে হচ্ছে।

ট্রমা কেয়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের পাশে দেখুন বাইকের লাইন। পান থেকে চুন খসলে কর্তৃপক্ষ আমাদের সরকারি নিয়ম দেখাতে শুরু করে। কিন্তু ওঁদের জন্য কি কোনও নিয়ম নেই?' গুরুতর অসুস্থ রোগীদের স্ট্রেচারে টেনে হাসপাতালের দোতলায় তুলতে হয়। লিফট বিকল থাকায় পরিজনদের ভোগান্তির অন্ত থাকে না। সম্প্রতি অসুস্থ বাবাকে হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করিয়েছিলেন সুমন্ত মণ্ডল। সুমন্তর বক্তব্য, 'বছরের পর বছর কেটে গেলেও লিফট সচল হচ্ছে না। মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবায় এই ধরনের উদাসীনতা মানা যায় না। অসুস্থ বাবাকে স্ট্রেচারে দোতলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে ঘাম ঝরে গিয়েছিল। জানি না আমাদের এই ভোগান্তি কবে শেষ হবে।' রোগীকল্যাণ সমিতি সূত্রে খবর, বারবার হাসপাতাল কর্মীদের বাইক ভিতরে না ঢোকানোর জন্য লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এই প্রসঙ্গে সহকারী সুপার বলেন, 'হাসপাতাল কর্মীদের যানবাহন রাখার জন্য আলাদা শেড করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। আমরা অবশ্যই পদক্ষেপ করব। লিফিট সচল করতে দেড় বছর আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্ল্যান এস্টিমেট পাঠানো হয়েছে।' কানাইয়া বলেন, 'হাসপাতালের করিডর দখল করে পার্কিং কখনোই কাম্য নয়। দ্রুত পদক্ষেপ করব।'

রেশন বণ্টনে বিপাকে ডিলার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বিলির অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। এবার দুয়ারে র‍্যাশন বিলি করতে এসে বিপদে পড়লেন ডিলার। ক্ষোভে রেশন নেওয়া বয়কট করলেন পূর্ব তেশিমলার ডুয়ার্স সিটি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তবে এই চিত্র শুধু গ্রামেই নয়, মাল শহরে বিলি করা রেশনও নিম্নমানের বলেই অভিযোগ। অধিকাংশ গ্রাহকই সেই চাল রেশন থেকে সংগ্রহের পর দোকানে গিয়ে বদল করে আনেন। অভিযোগের ব্যাপারে সেই ডিলার শেখরচন্দ্র বসু বলেন, 'সরকারি গোডাউন থেকে যা সামগ্রী আসে, আমরা সেটাই বণ্টন করি। এতে দুর্নীতি বা অনিয়মের কিছু নেই।' সকালে রেশনের . গাড়ি নিয়ে পৌঁছান ডিলার। আটা ও চালের বস্তা খোলার পর সেই খাদ্যসামগ্রী নিতে অস্বীকার করেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, র‍্যাশনের চাল ও আটা অত্যন্ত নিম্নমানের। আটার প্যাকেটের মেয়াদ ছিল ১৫ ডিসেম্বর। তা দেখেই এত স্বল্প মেয়াদের আটা নিতে আপত্তি জানান অনেকে। গ্রামবাসীর দাবি, আতপ চালের পরিবর্তে সেদ্ধ চাল দেওয়া হলে সেটা সবাই মুখে তুলতে পারে। সরকার রেশনে প্রতি মাসে আতপ চাল পাঠালেও সেটা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট নন গ্রাহকরা। এদিকে, দুটো বৈদ্যুতিক ওজন যন্ত্র ব্যবহার করেন ডিলার। এই বিষয় নিয়েও আপত্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মহিলারা। মেরুনা বেগম, ফিরোজা বেগম নামে স্থানীয়রা বলেন, 'আমরা পড়াশোনা জানি না, তাই র‍্যাশন যা দেয়, তাই নিয়ে নেই। তবে খাদ্যসামগ্রীর গুণমান অত্যন্ত খারাপ। এর প্রতিবাদে আমরা কেউ র‍্যাশন নিইনি। পরে সেখানে রাজ্য খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের এক আধিকারিক এসে গ্রামবাসীদের শান্ত

কালা কারবারে ঘুচেছে রংয়ের 'বিভেদ', বালি পাচারের সুবিধায় বাঁধে কোপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

ভোট আসছে। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে কোমর বেঁধে নামতে চলেছে ডান-বাম সবপক্ষ। শুরু হবে রাজনৈতিক আকচাআকচি। তোপ, পালটা তোপ। কিন্তু বালি পাচার এবং এই কারবার থেকে বখরা আদায়ে যেন কোনও বিরোধ নেই। বরং সব রং মিলেমিশে একাকার। পাচারে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য মিলিজুলিভাবে কালজানি নদীর বাঁধ কেটে রীতিমতো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ চ্যাংপাড়ার। বিষয়টি নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একদিকে বালি মাফিয়া, অন্যদিকে রাজনৈতিক দাদাদের 'কোপে' পড়ার ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম- তিন দলের স্থানীয় নেতারাই একে অপরকে দোষারোপ করে দায় সেরেছেন। অন্যদিকে, দিনেদুপুরে অবাধে বালি পাচার চললেও বিষয়টি নাকি জানা নেই ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মনোরা তাসো লেপচার। তিনি বলছেন, 'এমন কোনও অভিযোগ এখনও পাইনি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। তবে ওখানে বালি তোলার অনুমতি নেই।' সেচ দপ্তরের এক কর্তাও জানিয়েছেন, বাঁধ কাটার বিষয়ে কোনও অভিযোগ পাননি। কর্তারা এমন দাবি করলেও শনিবার দক্ষিণ চ্যাংপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, কালজানিতে তিনটি ট্র্যাক্টর নামিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। বর্ষায় যাতে আশপাশের এলাকা প্লাবিত না হয় সেকারণে সেচ দপ্তরের তরফে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু মাফিয়া এবং একাংশ নেতার মদতে সেই বাঁধে 'কোপ' পড়েছে। বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর চলাচলে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য বাঁধ কেটে তার মাঝ দিয়ে রাস্তা করে নেওয়া হয়েছে। আর অক্টোবরের বিপর্যয়ে বাঁধের সেই অংশ দিয়ে জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছিল আশপাশের এলাকা। কিন্তু তারপরও প্রশাসন নিরুত্তাপ। অভিযোগ, দুই বছর আগে দক্ষিণ চ্যাংপাড়ায় নেতাদের একাংশের মদতে বালি মাফিয়ারা কালজানির বাঁধ কেটে ফেলে। সেই কাটা অংশ দিয়ে ট্র্যাক্টর ঢুকছে নদীর চরে। এরপর বালি বোঝাই করে সেই পথে ফিরছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবাধে পাচার চললেও, প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বললেন, 'প্রতিবাদ করতে আমাদের ভয় হয়। কী করব বলুন, তিন দলের নেতাদের একাংশের মদতে এসব চলছে। ট্র্যাক্টরের দাপটে গ্রামের রাস্তায় চলাই দায়। প্রশাসনও কোনও পদক্ষেপ করছে না।' প্রকাশ্যে বালি তোলা হলেও চাপরেরপার-১'এর প্রধান মাধবী রায়ের বক্তব্য, 'কালজানির চর থেকে বালি পাচার হলে তো জানতে পারতাম। এ বিষয়ে কিছু জানা নেই।' এদিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ভোর থেকে নদীতে ট্র্যাক্টর ঢুকছে। এরপর থেকে অবাধে চলছে বালি তোলা। দুপুরবেলা কিছুটা বিরতি। বিকেল হতেই ফের শুরু। যেভাবে নদীর উপর 'অত্যাচার' চলছে, তাতে পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। অন্যদিকে, কালা কারবারে মদতের দায় ঝেরে ফেলেছে সব দলই। উলটে তারা একে অপরের ঘাড়ে দায় ঠেলাঠেলি করছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর দাস যেমন বলেছেন, 'শাসকদলের নেতারাই যুক্ত রয়েছেন এতে। তাঁদের ভয়ে সাধারণ মানুষ ও আমাদের দলের কর্মীরা কিছু বলার সাহস পান না। বিষয়টিতে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' বিজেপির আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রঞ্জিত সরকার আবার তৃণমূল, সিপিএমকে দুষেছেন। তাঁর কথায়, 'শাসকদলের মদতে বালি পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সিপিএমেরও যোগসাজশ রয়েছে। এসবে বিজেপি যুক্ত নয়।' তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নারায়ণ রায় সরকার যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর সাফাই, 'এলাকায় ট্র্যাক্টর চলতে দেখা যায় ঠিকই। তবে কে বা কারা এই কারবার চালাচ্ছেন, তা জানা নেই।' সবাই দায় এড়ালে নদী রক্ষা করবে কে?

মামাশ্বশুরকে বাবা বানিয়ে নথি !

বছরসাতেক আগে বিকাশ দাসের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই বিকাশ তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশরাজা এলাকায় ঘরজামাই হিসেবে থাকতেন। অমল দাস সম্পর্কে বিকাশের মামাশ্বশুর। অন্তত এতদিন অমল তেমনটাই জানতেন। কিন্তু রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই অমল জানতে পারেন, তিনি নাকি বিকাশের বাবা। অন্তত বিভিন্ন সরকারি নথিতে। অভিযোগ, বছরতিনেক আগে মামাশ্বশুর অমলকে বাবা বানিয়ে বিকাশ বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র বানান। এতদিন তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই এই ঘটনার কথা জানাজানি হয়। অমল শুক্রবার বক্সিরহাট থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তুফানগঞ্জের এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে।' অমল বলেন, 'আমার পাঁচ মেয়ে। কোনও ছেলে নেই। এসআইআর-এর কাজ শুরু হতেই জানতে পারি আমাকে বাবা বানিয়ে ভাগ্নিজামাই বিকাশ ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য নথি তৈরি করে ফেলেছে।

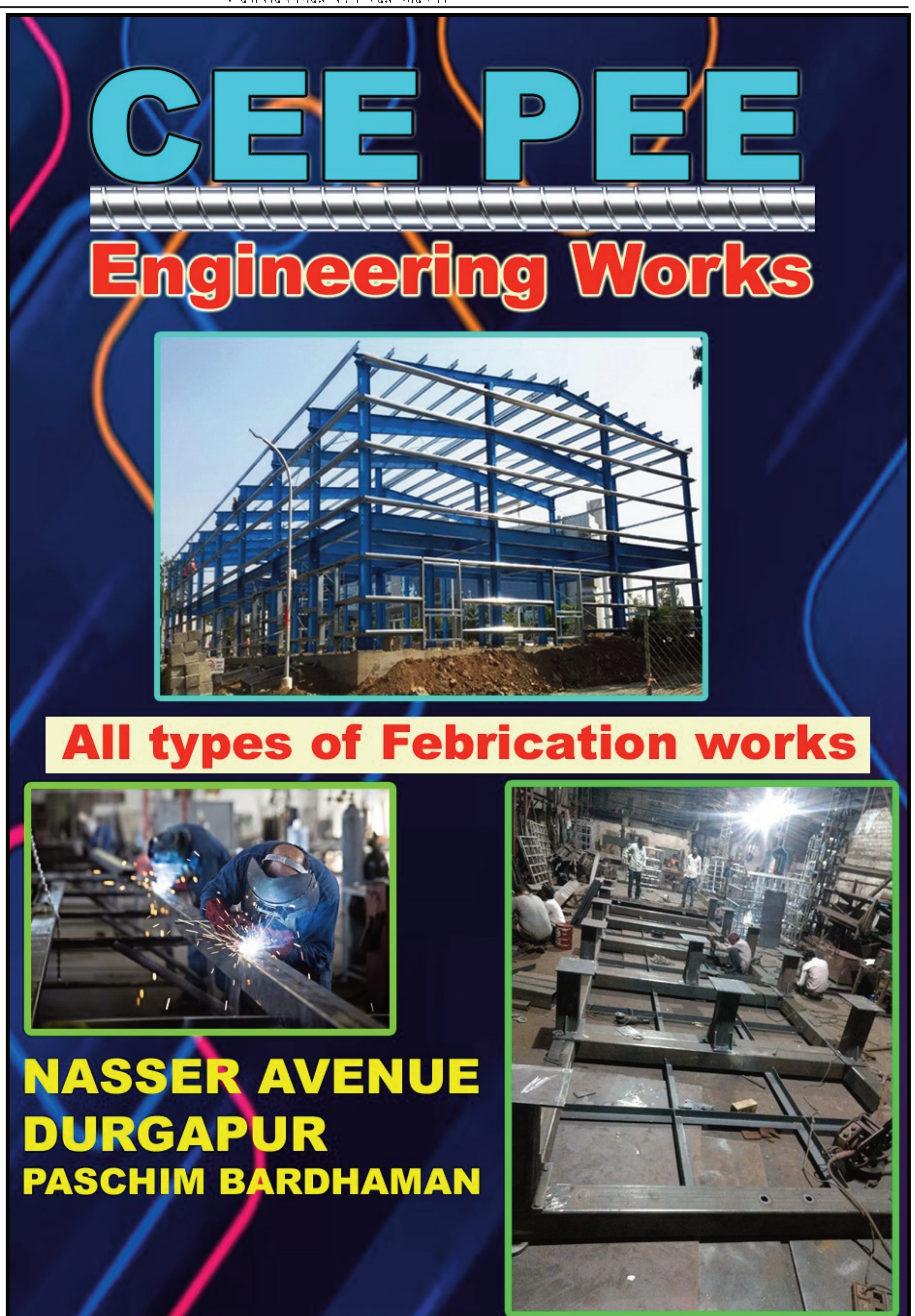

সংহতি সভা থেকে বিস্ফোরক মন্তব্য আব্দুর রহিম বক্সির

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

মালদার ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি মোড়ে সংহতি দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভায় ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। তার বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে আব্দুর রহিম বক্সি অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারে বিরোধীরা একাধিক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তিনি বলেন, তযে মাথা দিয়ে এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সেই মাথার খুলি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেস রাখে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করছে;ও একজন নির্লজ্জ বেহায়া। তৃণমূল চাইলে মালদায় এলে ওকে গাড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা ফেলতে দেব না।দকেন এমন মন্তব্য করলেন;এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা সভাপতির দাবি, বিজেপি রাজ্যে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। বিরোধী দলের নেতা যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন, তার জবাবেই তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তার কথায়, ত্গণতান্ত্রিক হাতুড়ি দিয়ে চুরমার করে দেব সেই সব শক্তিকে যারা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইছে। এই রাজ্যে এমন কোনও শক্তি জন্মায়নি যে তৃণমূলকে ভয় দেখাতে পারে।দ তৃণমূল সভাপতির এই তীব্র মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন মালদা জেলা বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুড়ী। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তত্ণমূল শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে আতঙ্কিত। তাই আব্দুর রহিম বক্সি অযথা গরম কথা বলছেন। তার যদি ক্ষমতা থাকে, তবে কিছু করে দেখান। কথা দিয়ে রাজনীতি হয় না। বিজেপি নেতার অভিযোগ, তৃণমূল বারবার ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু বাস্তবে কাউকেই আটকাতে পারেনি। তার কথায়, আব্দুর রহিম বক্সি বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবে কিছু করতে পারবেন না;সেই কারণেই তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেন।দসংহতি দিবসের এই পথসভাকে কেন্দ্র করে জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। তৃণমূল ও বিজেপির পারস্পরিক তীব্র আক্রমণ,পাল্টা আক্রমণে মালদার রাজনৈতিক অঙ্গন আরও সরগরম হয়ে উঠেছে।

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 5

ফ্ল্যাটে হোটেল করায় প্রতিবাদ

নরসিংহদিঘির উত্তর পাড়ে একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে হোটেল খোলা নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানালেন এলাকার বাসিন্দারা।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

নরসিংহদিঘির উত্তর পাড়ে একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে হোটেল খোলা নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, ওই জমিটি প্রথম থেকেই বাস্তু হিসাবে দেখানো ছিল। হঠাৎ করে কীভাবে সেটি বাস্তু থেকে কমার্সিয়াল হোটেলে পরিবর্তিত (কনভার্সন) হয়ে গেল তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। যদিও ফ্ল্যাটের মালিকের দাবি, তাঁরা আইন মেনেই সমস্তরকম কাজ করেছেন এবং তাঁদের কাছে তার সমস্ত বৈধ নথি রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, ওই এলাকাটি সম্পূর্ণ রেসিডেন্সিয়াল এলাকা। হঠাৎ করেই সেখানে একটি হোটেল খোলা হচ্ছে। প্রথম যখন ফ্ল্যাটটি তৈরি হয় সে সময় এরকম কোনও কথা ছিল না। ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় তলা যাঁরা কিনেছেন ষাটোর্ধ্ব সেই দম্পতিরও এতে আপত্তি রয়েছে। কারণ সেখানে হোটেল হলে একটি মাত্র সিঁড়ি দিয়েই সকলের যাওয়া আসা করতে হবে, সেখানে কোনও নিজস্বতা থাকবে না। এছাড়াও হোটেল এবং ব্যাংকোয়েট হলে মাঝেমধ্যেই নানা ধরনের অনুষ্ঠান হবে। এতে সকলের নানা ধরনের সমস্যা হবে। শুক্রবার ওই এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গেলে এলাকার বাসিন্দারা তাঁর কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ জানান। এলাকার রাজীব সরকার, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় বলেন, এর আগেও এখানে একটি হোটেল খোলার কথা হয়েছিল। তখন আমরা সমবেতভাবে বাধা দেওয়ায় সেটি আর হয়নি। কিন্তু আবার এই ফ্ল্যাটটিতে হোটেল খোলার প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে। তাঁরা জানান, 'আমরা এসডিও, ডিএলআরও, পুরসভার চেয়ারম্যান সকলকে গণদরখাস্ত দিয়েছি। দু'বছর ধরে আমরা নানা জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসন থেকে কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যে ফ্ল্যাটটিকে হোটেল করে দেওয়া হচ্ছে সেখানে দ্বিতীয় তলায় পঙ্কজ বোস সস্ত্রীক বসবাস করেন। তাঁর কথায়, 'আমার ওপরতলা, নীচতলা সবটাই যদি হোটেল হয়ে যায় তাতে আমাদের নিজস্বতা রেখে পরিবার নিয়ে বসবাস করা দায় হয়ে যাবে। এছাড়াও যখন ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল তখন কথা ছিল ফ্ল্যাটের মালিকও এখানেই পরবর্তীতে থাকবেন। কিন্তু ওঁরা এটা কী করলেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' যাঁর বিরুদ্ধে ফ্ল্যাটকে হোটেল করার অভিযোগ সেই সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা কোনওরকম বেআইনি কাজ করছি না। এখন পর্যন্ত যা কাজ করেছি সবটা আইন মেনেই করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাটের সমস্ত প্রামাণ্য নথি, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, কমার্সিয়াল জলের লাইন থেকে শুরু করে ফায়ার লাইসেন্স সমস্তরকম কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে।' তিনি বলেন, 'যে বা যারা বাধা দিচ্ছেন, কেন করছেন সেটা বুঝতে পারছি না।' এই বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত জেলা শাসক তথা জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক হিমাদ্রি সরকার বলেন, 'ব্যাপারটি আমার কানে এসেছে। কিন্তু কাগজপত্র না দেখে কোনও মন্তব্য করব না।' পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, 'আজ সকালে কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা আমাকে বিষয়টি জানিয়েছেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ১২ তারিখ পুরসভায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে এই বিষয়ে একটি হিয়ারিং হবে।' সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

প্রফুল্লর মন্দিরে নমোই নমস্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পারডুবি

বাড়িতে শিব, কালী, মনসার মতো নানা দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে নজর কাড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি। দেবতা হিসেবে তাঁকেই পুজো করেন মাথাভাঙ্গা,২ ব্লকের পারডুবির প্রফুল্ল বর্মন। নৈবেদ্য হিসেবে এই বিজেপি সমর্থক নমোকে ফলমূল, লুচি, সুজি দেন। আর পরে সেসব খান। ভাত, রুটি বা বিরিয়ানি? মোদিপুজো শুরুর পর থেকে প্রফুল্ল সেসব হেলায় ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন। দেশজুড়ে বহু মোদিভক্ত রয়েছেন। কিন্তু এভাবে তাঁর মূর্তি বানিয়ে আরাধনা? হয়তো এমন নজির নেই। গত ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির ৭৫তম জন্মদিন ছিল। প্রফুল্ল সেদিন ৭৫ কেজি ওজনের কেক বানিয়ে প্রিয় মানুষটির জন্মদিন পালন করেছিলেন। মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন ও শীতলকুচির বিধায়ক বরেন বর্মনের উপস্থিতিতে সেই উদযাপনপর্ব ছিল রীতিমতো জমকালো। 'অপারেশন সিঁদুর',এর জন্য সেনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারডুবি বাজার সহ বেশকিছু এলাকায় মোদির মূর্তি নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা করা হয়েছিল। প্রফুল্লর বাড়িতে নবনির্মিত পাকা দেওয়াল ও টিনের চালার মন্দিরে সেদিনই মোদির মূর্তি বসানো হয়েছিল। আর তারপর থেকেই তাঁর অভিনব মোদিপুজো শুরু। যা নিয়ে এলাকায় তো বটেই, আশপাশেও ব্যাপক চর্চা রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রফুল্লর বাড়িতে রোজ শিব, কালী, মনসা, চণ্ডীবুড়ির মতো নানা দেবদেবীর পুজো হয়। পাশাপাশি, প্রদীপ, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ফুল, ফল, লুচি, সুজি নিবেদন করে প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা মোদিপুজোও চলে। শুরুর দিন থেকে একদিনও এই নিয়মের অন্যথা হয়নি। প্রফুল্লর কথায়, 'আমার কাছে নরেন্দ্র মোদি শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী নন, বরং ঈশ্বরের প্রতিরূপ।' আরাধ্য এই দেবতাকে খাবার হিসেবে প্রফুল্ল যা নিবেদন করেন সেটাই নিজে সকাল,সন্ধ্যায় খান। ভাত, রুটি খান না। প্রধানমন্ত্রী যেদিন তাঁর বাড়িতে আসবেন সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি ভাত ও রুটি খাওয়া শুরু করবেন বলে প্রফুল্ল ঠিক করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এলাকার উন্নয়নের দাবিও জানাবেন। মাথাভাঙ্গা,ফালাকাটা রাজ্য সড়ক থেকে প্রফুল্লর বাড়ির দূরত্ব ৯০ মিটার। মোদি পারডুবিতে এলে এই রাস্তায় লাল গোলাপ পেতে তিনি নিজের আরাধ্য দেবতাকে স্বাগত জানাবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কোনও সভায় এলে সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লকে দেখা করানোর চেষ্টা করানো হবে বলে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি প্রতাপ সরকার, নিশিগঞ্জের বিজেপি নেতা তথা জেলা কমিটির সদস্য উত্তম শীল তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রফুল্ল ২০০৫ সালে ভোটাধিকার পান। সেই সময় থেকেই তিনি বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করেন। ৪৬ বছর বয়সি মানুষটি রাঁধুনি হিসেবে কাজ করেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সংসার। মোদিপুজোয় পরিবার সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্ত্রী জিরোবালা বর্মনের কথায়, 'এই পুজো করবেন বলে স্বামীর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। সেটা পূরণ হওয়ায় ভালো লাগছে।' মা টুনটুনি বর্মনের অবশ্য আশঙ্কা, 'ও পুজো করছে করুক। কিন্তু ভাত,রুটি খাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়।' পারডুবি নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মহেশ রায়ও একই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। মন্দির চত্বরে কোনও প্রণামি বাক্স না রাখা হলেও স্থানীয়রা মোদির মূর্তি ও মন্দির দর্শনে এসে তাঁর পুজো করার জন্য আর্থিক সহায়তা ও পুজোর উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেন। সুজিত বর্মন, জ্যোৎস্না বর্মনরা এই পুজোর বিষয়ে তাঁদের উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়েছেন। প্রফুল্ল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'যতদিন বাঁচব, প্রতিদিন মোদিকে পুজো ও প্রণাম করে দিন শুরু করব।'

ইন্ডিগো বিভ্রাটের জের, বাতিল তীর্থযাত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাগডোগরা

ইন্ডিগোর বিভ্রাট শনিবারও জারি রয়েছে। এদিনও দেশজুড়ে প্রচুর বিমান বাতিল হয়েছে। বাগডোগরা থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ইন্ডিগোর পাঁচটি বিমান বাতিল হয়েছে। যার জেরে সমস্যার মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। এদিকে, ইন্ডিগোর বিমান বাতিলের ফলে শনিবার শ-খানেক তীর্থযাত্রী সৌদি আরবের জেড্ডায় যাওয়া বাতিল হয়ে যায়। বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ায় নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হল সকলে। বাগডোগরা থেকে মুম্বই যার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বিহার থেকে প্রায় শ-খানেক ইসলামী তীর্থযাত্রী সকালে বিমানবন্দরে আসেন। বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে ইন্ডিগোর বিমানে মুম্বই পৌঁছে রবিবার সকালে সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে সৌদি আরবের যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। এদিকে, বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন মুম্বই যাওয়ার জন্য ইন্ডিগোর যে বিমানটি ছিল সেটি বাতিল হয়েছে। বিষয়টি জানার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন কয়েকজন। ইসলামপুরের বাসিন্দা শহিদুর রহমান বললেন, 'ওমরাহ করার জন্য সৌদি আরবের জেড্ডায় যাচ্ছিলাম। বাগডোগরা থেকে আজকে মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল। রবিবার সকালে মুম্বই থেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে জেড্ডায় যাওয়ার টিকিট ছিল। এর জন্য সবমিলিয়ে ৯৬ হাজার টাকা লেগেছিল। কিন্তু যেতে পারলাম না।' ইন্ডিগো টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু সৌদি এয়ারলাইন্স টাকা ফেরত দেবে না বলে জানান তিনি। তবে শুধু যে তীর্থযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন এমনটা নয়। একই সমস্যায় পড়েছেন আরও অনেক যাত্রী। এই যেমন পুনে থেকে রবীন্দ্র গোখলে ও পদ্মজা রানধে নামে এক দম্পতি সিকিম ও দার্জিলিংয়ে ঘুরতে এসেছিলেন। শনিবার ইন্ডিগোর বিমানে মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে বিমান বাতিল হওয়ায় এদিন আর ফেরা হয়নি। এই অবস্থায় কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না ওই দম্পতি। এদিকে, ইন্ডিগো বিভ্রাটের মধ্যে অন্য বিমান সংস্থাগুলি যাতে টিকিটের বেশি দাম নিতে না পারে তার জন্য বিমানভাড়া বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, ইন্ডিগোর টিকিট কাউন্টারের সামনে যাত্রীরা ভিড় করে রয়েছেন। কেউ বিমান বাতিল বা দেরিতে চলা নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন, কেউ আবার টিকিট বাতিল করতে ব্যস্ত। এদিন দুপুর পর্যন্ত যে পাঁচটি বিমান বাতিল হয়েছে তার মধ্যে বাগডোগরা-হায়দরাবাদ দুটি, বাগডোগরা-কলকাতা দুটি এবং বাগডোগরা-মুম্বই একটি বিমান রয়েছে।

ধার করা শিক্ষকে চলছে চা বাগানের স্কুল

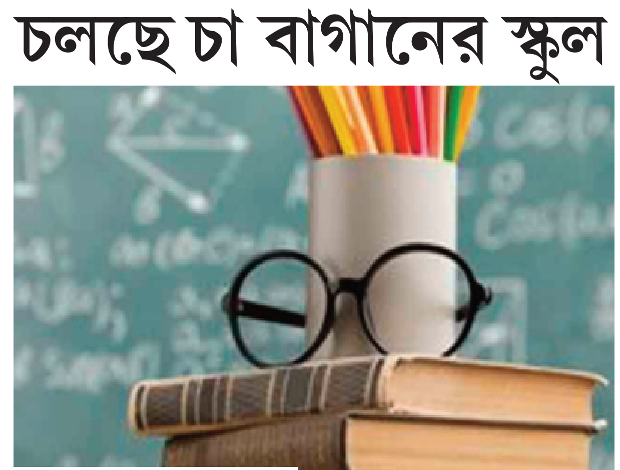

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জটেশ্বর

আপাতত সবেধন নীলমণি এক শিক্ষকই ভরসা। তবে সেই শিক্ষক তো 'ধার করা!' ধার ফেরত দিলে কী হবে তা কারও জানা নেই। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি দীর্ঘদিন ধরেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষকের অভাবে ভুগছে। স্কুলে শিক্ষকদের ঘাটতি মেটাতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি বহুদিন ধরে আন্দোলন করলেও সমস্যা যে তিমিরে ছিল প্রায় সেখানেই রয়ে গিয়েছে। কিছু স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে বটে কিন্তু সহকারী শিক্ষক মোটেও সেভাবে নিয়োগ হয়নি। ফালাকাটা উত্তর মণ্ডলের দলগাঁও চা বাগানে থাকা দলগাঁও টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছবিটা খুবই করুণ। এই স্কুলে ৮৮ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্থায়ী শিক্ষিকা দুজন। টিচার ইনচার্জ হিসেবে যিনি স্কুলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি ছয় মাস হল মাতৃত্বকালীন ছুটিতে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সহকারী শিক্ষিকার পাশাপাশি এক পার্শ্বশিক্ষিকার ওপর স্কুলের দায়িত্ব বর্তায়। তাঁরা কাজ চালানো শুরু করলেও পার্শ্বশিক্ষিকা বিএলও হিসেবে এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতি ফের প্রতিকূল হওয়া শুরু করে। সহকারী শিক্ষিকা অসুস্থতার কারণে ছুটিতে গেলে পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আরেক স্কুল থেকে এক শিক্ষককে এই স্কুলে অস্থায়ীভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনিই এখানে এবারে পড়ুয়াদের পরীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র ওই শিক্ষকের পক্ষে স্কুলের প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া ও পরীক্ষার দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি মিড,ডে মিল চালানো নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এনিয়ে অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন। অভিভাবকদের দাবি, পড়ুয়াদের সংখ্যার নিরিখে এই স্কুলে অন্তত তিনজন স্থায়ী শিক্ষক প্রয়োজন।

দীপিকা কুজুর নামে এক অভিভাবক বলেন, 'আমরা চা বাগানের শ্রমিক। সন্তানদের অন্য স্কুলে ভর্তি করব সেই সামর্থ্য নেই। আমাদের কাছে বাগানের স্কুলই একমাত্র ভরসা। কিন্তু স্কুলটিতে শিক্ষকের অভাব খুবই সমস্যার সৃষ্টি করেছে।' আরেক অভিভাবক শীর্ষা ওরাওঁ বললেন, 'আমাদের দাবি, দ্রুত এই সমস্যা মেটানো হোক।' সমস্যা মেটানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ফালাকাটা উত্তর মণ্ডল পরিদর্শক (প্রাথমিক) পিউ দে বলেন, 'ওই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

স্বপ্ন দেখাচ্ছে মণীশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফালাকাটা

বাবা, বিধান রায় পরিযায়ী শ্রমিক। বছরভর কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। মা, পিংকি রায় বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। ফালাকাটা খগেনহাটের এই অভাবী পরিবারের সন্তান, বছর তেরোর মণীশ রায় অংশ নেবে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়। চলতি মাসে স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে মধ্যপ্রদেশে। তার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত খগেনহাটের চাঁদনিকুড়া জুনিয়ার হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মণীশ। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় ভীষণ আগ্রহী এই কিশোর। পরিবারের আর্থিক সংগতি ছিল না খেলার সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার। তবু হাল ছাড়েনি মণীশ। স্থানীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষক সাগর রায় তাকে বক্সিং প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। পাশাপাশি, অংশগ্রহণ করতে থাকে স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায়। সেপ্টেম্বরে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয়। আর তাতেই খুলে যায় জাতীয় স্তরের ছাড়পত্র।

বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হল কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

নদিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২১তম রাজ্য সম্মেলন। অবিলম্বে সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, সপ্তম পে-কমিশন কার্যকর, শূন্য পদে স্বচ্ছ নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হবে রাজ্য সম্মেলনে। এই সম্মেলনকে সফল করতে রবিবার বালুরঘাটে আয়োজিত হল কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্মেলন। সম্মেলন শুরুর আগে বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মীদের নিয়ে একটি মিছিল হয় শহরে।

'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' শহরে বিপদ বহুতলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

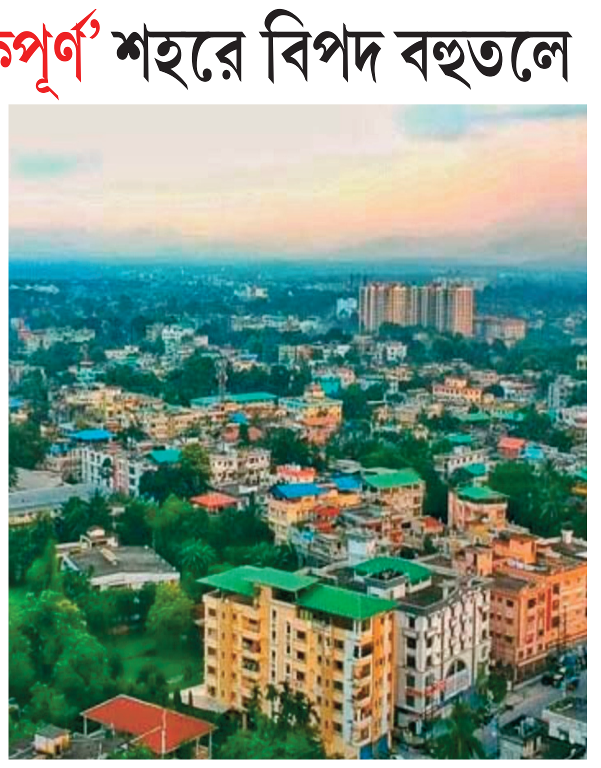

ভারতীয় মান নির্ণায়ক সূচকের (বিআইএস) নতুন প্রকাশিত ম্যাপে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সকে জোন ৬ অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিখটার স্কেলে আট বা তার বেশি মাত্রায় ভূমিকম্প হলে পাহাড়-সমতলে বিরাট মাপের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। শিলিগুড়ির আকাশেও আসন্ন বিপদের কালো ঘনঘটা। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের পরামর্শ, এখন থেকেই শহরে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নয়তো অদূরভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শহরের আনাচে-কানাচে ছেয়ে যাওয়া কংক্রিটের জঙ্গলে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা। প্রশাসনের কাছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নতুন গাইডলাইন প্রকাশের দাবি তুলেছেন। শিলিগুড়ি আগে সিসমিক জোন ৪-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে এতদিন নির্মাণের ক্ষেত্রে জোন ৪ এবং কিছুক্ষেত্রে জোন ৫-এর জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন মেনে কাজ হত। নয়া সিসমিক ম্যাপে জোন ৬ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর এই এলাকায় নির্মাণের জন্য 'ডাকটাইল ডিটেলিং কোড'-এরও বদল আনার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সিসমিক জোন ৪-এ ডাকটাইল ডিটেলিং কোড ১৩৯২০ মেনে কাজ করা হত। এখন সেই অনুযায়ী কাজ করা চলবে না বলেই স্পষ্ট করছেন ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, নতুন করে মাটির ধারণক্ষমতা মেপে কোড তৈরির প্রয়োজন। এদিকে, পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু পালের কথায়, 'এখনও আমাদের কাছে সরকারি তরফে নতুন গাইডলাইন আসেনি। আমরা সিসমিক ৫ হিসেবেই কাজ করছি। পুরোনো বিল্ডিংয়ের কিছু অংশের ভূমিকম্পের মাত্রা সহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। শহরে নতুন করে ২০তলা ভবনও নির্মাণ করা যাবে, তবে সেজন্য উন্নতমানের প্রযুক্তি দরকার।' পুরনিগম কী ভাবছে? শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দাবি, 'এটা তো আমি জানি। সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা হচ্ছে। রাজ্য যেমন গাইডলাইন তৈরি করবে, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করব।' ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায়, শিলিগুড়ির আশপাশেই রয়েছে তিস্তা ফল্ট জোন। হিমালয় পর্বতমালায় যে তিনটি ফল্ট জোন রয়েছে, তার একটি এটা। শিলিগুড়ি শহরের মাটি খুব একটা পাথুরে নয়। সিসমিক জোন ৪ থাকাকালীন র‍্যাফ্ট কিংবা আইসোলেটেড ফাউন্ডেশন করে বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এবার সেই পদ্ধতিরও পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়া, পুরোনো প্রতিটি বহুতল ও সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী ছাড়াও দীর্ঘদিন এই অঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি পদে থাকা বাস্তুকারদের একাংশ শিলিগুড়ির 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' তকমায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর অন্যতম কারণ, ব্যাংয়ের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বহুতলের একটা বড় অংশের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী, সমাজবিরোধীদের মদতেই চলছে কর্মকাণ্ড। এধরনের প্রবণতা বিপদ আরও বাড়াচ্ছে। বাস্তুকারদের পরামর্শ, বহুতল নির্মাণের আগে মাটির শক্তি পরীক্ষা কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিল্ডিংয়ের পিলার তুলতে হবে মাটির আরও গভীরতা থেকে। পিলার শক্তিশালী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গাঁথনির ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহার কমিয়ে আরসিসি (অর্থাৎ লোহার কাঠামো বানিয়ে কংক্রিটের ঢালাই) পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করতে হবে। পুরোনো বিল্ডিংয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর 'জ্যাকেটিং' করে পিলারের পরিধি বাড়িয়ে বিল্ডিংয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে বলেও মনে করেন তাঁরা। গুজরাটের ভূজে ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি ভূমিকম্পের পর আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শহর পুনর্গঠনের ছক তৈরি হয়েছিল। ওইসময় ভূজ সিসমিক জোন ৫-এর তালিকাভুক্ত ছিল। বর্তমানে দার্জিলিং পাহাড় ও সমতলের শিলিগুড়ি সিসমিক জোন ৬-এ রয়েছে। তাই এখানেও আইআইটি খড়্গপুর কিংবা কানপুরের বিশেষজ্ঞদের এনে সমীক্ষা চালানোর দাবি উঠছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বর্তমানে আসানসোলে কর্মরত এক মুখ্য বাস্তুকার আগে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি বললেন, 'আমি এই বিষয়টি সরকারকে অনেক আগেই বলেছিলাম। সিসমিক জোন ৬-এর তালিকায় আসার সম্ভাবনা প্রবল ছিল তখন থেকে। আইআইটি কানপুরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করানোর পরামর্শও দিয়েছি সেসময়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত বহুতলের কাজ বন্ধ রেখে সমীক্ষা চালিয়ে গাইডলাইন সহ সব নিয়মনীতি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির অধ্যাপক কৌশিক সাহার গলাতেও শঙ্কার সুর, 'শিলিগুড়িতে যথেচ্ছ অবৈধ নির্মাণ চলছে। জলাভূমি বুজিয়ে বিল্ডিং উঠছে। অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে সমূহ বিপদ।' তাঁর সঙ্গে হয়তো সহমত হবেন শহরের প্রতিটি সচেতন নাগরিক।

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 6

স্বামীর পরকীয়া, মোদির কাছে বিচার চাইছেন পাক-যুবতী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আজকাল ডট ইন। তবে ওই ভিডিওতে, পাকিস্তানি যুবতী যে কাতর অনুনয় করেছেন, বিচার চেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে, তা ছড়িয়েছে বহু মানুষের মধ্যে। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, যে যুবতীর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর নাম নিকিতা নাগদেব। অভিযোগ, স্বামী তাঁকে বিয়ের পরেই ত্যাগ করেন, এখন লিপ্ত পরকীয়ায়, দ্বিতীয় বিয়ের পরিকল্পনাও করে ফেলেছেন, দিল্লিতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবার বিচার চাইছেন পাকিস্তানের নিকিতা। নিকিতা নাগদেব , ভিডিওতে ন্যায় বিচারের কাতর আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বিক্রম নাগদেব, যিনি দীর্ঘমেয়াদী ভিসায় ইন্দোরে থাকেন, তাঁর সঙ্গে ২০২০ সালে বিয়ে হয় নিকিতার। বিয়ের পর, বিক্রম তাঁকে ভারতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু করোনাকালের মাঝেই, জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তখন আসল কারণ বুঝতে পারেনি যুবতী। ভেবেছিলেন অল্প সময়ের জন্য যাচ্ছেন। তবে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছেই ভুল ভাঙে। একদিকে পরিবারীর সদস্যদের দুর্ব্যবহার অন্যদিকে স্বামীর লাগাতার প্রত্যাখ্যান। তারপর থেকে বহুবার স্বামীর কাছে ফিরতে চাইলেও, স্বামী রাজি হননি বলে অভিযোগ। নিকিতা দাবি করেছেন যে তিনি ২৬ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে করাচিতে হিন্দু রীতিনীতি মেনে বিক্রমকে বিয়ে করেছিলেন। এক মাস পরে, ২৬ ফেব্রুয়ারি, বিক্রম তাঁকে ভারতে নিয়ে আসেন। কিন্তু ৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে, তাঁকে জোর করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। ভিসার সমসয়ার অজুহাতে তাঁকে আটারি বর্ডারে ছেড়ে আসা হয় বলে অভিযোগ করেন। ভারত থেকে পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার পরে, তাঁর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সকলের আচরণও বদলে যায় বলে অভিযোগ করেছেন। একইসঙ্গে যুবতীর অভিযোগ, বিয়ের পরে পরেই তিনি জানতে পারেন, স্বামী অন্য যুবতীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত। শ্বশুরবাড়িতে সেকথা জানালে, উত্তরে শুনতে হয়েছিল, 'ছেলেরা পরকীয়া করেই থাকে।' তেমনটাই অভিযোগ যুবতীর। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিক্রম দিল্লির অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে তিনি জানতে পেরেছিলেন। বৈধভাবে বিবাহিত থাকাকালীন পুনরায় বিয়ের পরিকল্পনা শুনে, ২৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত সিন্ধি পঞ্চ মধ্যস্থতা এবং আইনী পরামর্শ কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত হয় বলে তথ্য। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ যুবতীর। এর পরেই তিনি ভিডিওতে নিজের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। বলেন, 'আজ যদি ন্যায়বিচার না পাওয়া যায়, তাহলে নারীরা ন্যায়বিচারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে।' ভারতের প্রতিটি মহিলা ন্যায় বিচার আশা করেন বলেও ভিডিওতে বলেন তিনি।

পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি রাজনাথের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা চাইলে আরও অনেক কিছুই করতে পারত। কিন্তু তারা সংযত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রবিবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়ে এ কথা বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সদ্য কাজ শেষ হওয়া ১২৫টি পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন রাজনাথ। সেই অনুষ্ঠান থেকে রাজনাথ জানান, অপারেশন সিঁদুর অভিযানের সময় সেনাবাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যে সমন্বয় দেখা গিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। এই সমন্বয়ই ভারতের পরিচিতি বলেও মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর পরেই রাজনাথ বলেন, আমরা চাইলে আরও অনেক কিছুই করতে পারতাম। আমাদের বাহিনী শুধু বীরত্বই দেখায়নি, সংযমও দেখিয়েছে। যা প্রয়োজন ছিল, তা-ই করেছে। রাজনাথ জানান, সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত হওয়ার কারণেই সফল হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। ভাল রাস্তাঘাটের কারণেই সীমান্তে তৎক্ষণাৎ সমস্ত রকমের 'লজিস্টিক সাপোর্ট' দিয়ে বাহিনীকে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল অপারেশনের সময়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, শুধু রাস্তাঘাটই নয়, রিয়েল-টাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট সহায়তারও সুবিধা রয়েছে। সীমান্তে মোতায়েন

থাকা সেনাদের কাছে প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থাই হল তাঁদের নিরাপত্তার মেরুদণ্ড।দ রাজনাথের সংযোজন, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হিসাবে দেখ। উচিত নয়। এটা অনেক বড় বিষয়। সমাজে শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ভীষণ ভাবে জরুরি।প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানায় ২৬ জনের প্রাণ গিয়েছিল।

ওই ঘটনার পরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে মোট ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। এই অভিযানের নামই অপারেশন সিঁদুর। ভারতীয় সেনার এই অভিযানের পরেই ভারতে হামলা চালায় পাক সেনা। ভারতীয় সেনাও প্রত্যাঘাত করে। প্রায় তিন দিন ধরে সীমান্তে এই টানাপড়েনের পর সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দু'দেশ। এখনও সেই অবস্থাই জারি রয়েছে।

শিল্পপতিদের নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ নীতীশ সরকারের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনী 'সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স' -এর ধাঁচে নয়া নিরাপত্তাবাহিনী গড়তে চলেছে বিহারের এনডিএ সরকার। যার নাম হতে চলেছে 'বিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স' । বিনিয়োগ টানতে এবং শিল্পপতিদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই উদ্যোগ নিচ্ছে নীতীশ সরকার। সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল। রবিবার পাটনায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বলেন, রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা যাতে নির্ভয়ে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করব আমরা। সেই লক্ষ্যেই নয়া নিরাপত্তাবাহিনী তৈরি করা হচ্ছে। যার নাম হবে বিআইএসএফ। নয়া এই নিরাপত্তাবাহিনীর কাজ হবে শিল্পপতি ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠানো হবে সরকারের কাছে। উল্লেখ্য, বিহারের মতো রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চিরকালই প্রশ্নের মুখে। দিন দুপুরে খুন, ডাকাতির মতো ঘটনা আকছার ঘটে এই রাজ্যে। মাফিয়ারাজ, তোলাবাজি এমনকী ব্যবসায়ীদের অপহরণের মতো ঘটনাও নেহাত কম নয়। যার ফল, দেশের বড় শিল্পপতিরা খুব একটা ধার মাড়ান না বিহারের। চির চেনা বিহারের সেই রূপ বদলে ফেলতেই এবার কোমর বেঁধে নামতে চলেছে নীতীশ সরকার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আগামী ৫ বছরে ৫০ লক্ষ কোটির বিনিয়োগ আনা হবে বিহারে। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। সে কথা মাথায় রেখেই এবার মাঠে নামল নীতীশের সরকার। শুধু তাই নয়, রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে নিয়ম কানুনে পরিবর্তন এনে বাণিজ্যকে আরও সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে আধুনিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ সুবিধা-সহ ৫টি নতুন মেগা ফুড পার্ক, ১০টি শিল্প পার্ক এবং ১০০টি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে ৭ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সমস্ত জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তর শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করবে নীতীশ সরকার।

কেন্দ্রের নির্দেশে টিকিটের দাম ফেরাল বিমানসংস্থা ইন্ডিগো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বিমান বিভ্রাটের মধ্যেই ভাড়া বাবদ যাত্রীদের টাকা ফেরানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছিল ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় শনিবার কেন্দ্র একটি নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে বলা হয় রবিবার রাত ৮টার মধ্যে বিমানের যাত্রীদের টাকা ফেরাতে হবে। সেই নির্দেশ মানল বিমানসংস্থাটি। ছয় দিনের বিশৃঙ্খলার পর রবিবার যাত্রীদের টিকিট বাবদ ৬১০ কোটি টাকা ফেরাল ইন্ডিগো। এইসঙ্গে ৩ হাজার ব্যাগ ফেরত দিয়েছে বিমানসংস্থাটি। পরিষেবার দিক থেকে ভারতে অন্যতম বৃহৎ বিমানসংস্থা ইন্ডিগো।

প্রতিদিন উড়ানের সংখ্যা ২৩০০টি। শনিবার ১৫০০ এবং রবিবার ১৬৫০টি উড়ান চলে থাকে। গন্তব্যের সংখ্যা ১৩৮। ফিরতি গন্তব্যের সংখ্যা ১৩৫। সব মিলিয়ে দেশে ও বিদেশে যাতায়াতের জন্য ভরসা যোগ্য একটি বিমানসংস্থা হয়ে উঠছিল ইন্ডিগো। সেই পরিষেবাই সম্পূর্ণরূপে মুখ থুবড়ে পড়েছে গত ছ'দিন ধরে। নেপথ্যে বিমানসংস্থার অপ্রতুল কর্মী সংখ্যা। ডিজিসিএ-র নির্দেশ মেনে পাইলটদের পর্যাপ্ত ছুটি দিতে গিয়েই বেহাল অবস্থা হয় ইন্ডিগোর। এদিকে ইন্ডিগোর অব্যবস্থা নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, মোটা অঙ্কের নির্বাচনী চাঁদা পেয়েই ইন্ডিগো নিয়ে নীরব ছিল কেন্দ্র। শুধু চাঁদার জন্য যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে আপস করতেও পিছপা হয়নি মোদি সরকার।

শনিবার কংগ্রেস সাংসদ শক্তিকান্ত সেন্থিল দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন, নির্বাচনী বন্ডের তথ্যে দেখা গিয়েছে, বিজেপির সঙ্গে ইন্ডিগোর পরিচালন সংস্থা ইন্টারগ্লোব গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ আর্থিক লেনদেন ছিল।

সে কারণেই কি যাত্রী সুরক্ষার সঙ্গে আপস করে এতদিন ধরে ইন্ডিগো নিয়ে নীরব কেন্দ্র? কংগ্রেসের অভিযোগ, ইন্ডিগোর মালিক রাহুল ভাটিয়া এবং তাঁর সংস্থা ইন্টারগ্লোব বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিল বিজেপিকে।

সেকারণেই অব্যবস্থা এতদিন ধরে উপেক্ষা করা হচ্ছে। নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য বলছে, রাহুল ভাটিয়া এবং তাঁর সংস্থা ইন্টার গ্লোব মোট ৫৬ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছিল নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে। এর মধ্যে বিজেপি একাই ৩১ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। কংগ্রেস মাত্র ৫ কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছিল। এমনকী বিমান সংস্থাগুলি যে সময়ে কোভিড-লকডাউনের জন্য আর্থিক সমস্যায় ভুগছিল, তখনও ইন্ডিগো চারটি রাজনৈতিক দলকে মোট ৫৬ কোটি টাকা চাঁদা দেয়। কংগ্রেসের এই অভিযোগ রীতিমতো গুরুতর। প্রসঙ্গত, ইন্ডিগোর এই বিপর্যয়ের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার যাত্রী। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ামক সংস্থা (ডিজিসিএ) নোটিস পাঠিয়েছে বিমান সংস্থার সিইও পিটার এলবার্সকে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে এলবার্সের কাছে জবাব তলব করেছে ডিজিসিএ। তারা প্রাথমিকভাবে মনে করছে, কেন্দ্রের নতুন বিধি আগে থেকেই সংস্থাকে জানানো হয়েছিল। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ইন্ডিগোর। কিন্তু সংস্থা সেটা করেনি। সেকারণেই এই অব্যবস্থা এবং মানুষের ভোগান্তি। কেন আগে থেকে পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করা হল না? প্রশ্ন তুলে ইন্ডিগোকে নোটিস দিয়েছে ডিজিসিএ।

নৈশক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে মুখ খুললেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গোয়ার জনপ্রিয় নৈশক্লাবে পার্টি চলাকালীন অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যুতে তোলপাড় গোটা দেশ। মর্মান্তিক ওই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সওয়ান্ত। তিনি দাবি করলেন, উত্তর গোয়ার নৈশক্লাবটিতে ভয়াবহ আগুন লাগার কারণ আতশবাজি পোড়ানো। পাশাপাশি হাতে গোনা প্রবেশপথ থাকায় মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। যদিও গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্টের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। উত্তর গোয়ার আরপোরায় বাগা সুমদ্র সৈকতের কাছে অবস্থিত জনপ্রিয় নৈশক্লাবটির নাম বির্চ। শনিবার পার্টি চলাকালীন আচমকাই আগুন ধরে যায় সেখানে। এখনও পর্যন্ত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে। এই ঘটনার পর থেকে বিরোধী দলের তোপের মুখে পড়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সওয়ান্ত। ইতিমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। তারা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেবে। পাশাপাশি মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন সওয়ান্ত। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নৈশক্লাবের ভিতরে আতশবাজি পোড়ানোয় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রবেশপথ কম থাকায় আগুন লাগার পর দ্রুত পালাতে পারেননি অনেকে। এই কারণেই মৃতের সংখ্যা বেড়েছে। তিনি জানান, মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার সম্পূর্ণ সাহায্য করবে। রাজ্যের পুলিশ এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনরাত কাজ করছেন। সমস্ত কিছু তদারকি করছেন মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি। প্রমোদ সওয়ান্ত আরও জানান যে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়া পুলিশ। বর্তমানে নৈশক্লাবের দুই মালিক সৌরভ এবং গৌরব লুথরিয়াকেও খুঁজছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা বর্তমানে দিল্লিতে আছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তার করতে গোয়া পুলিশের একটি দল রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

ফ্রান্সে বড়দিনের অনুষ্ঠানে পিষ্ট হয়ে মৃত ১০

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

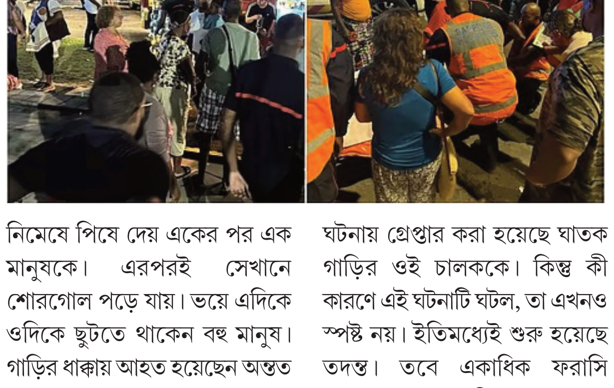

ফ্রান্সে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গাড়ি। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৯ জন। তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়ির ওই চালককে গ্রেপ্তার করেছে সেখানকার পুলিশ।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের সেন্ট-অ্যানের শোয়েলচার স্কোয়ারের উল্টোদিকে বড়দিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। চলছিল নাচ-গান। আচমকা সেই রাস্তায় ভিড়ের উপর উঠে পড়ে বেপরোয়া একটি চারচাকা গাড়ি। চোখের নিমেষে পিষে দেয় একের পর এক মানুষকে। এরপরই সেখানে শোরগোল পড়ে যায়। ভয়ে এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকেন বহু মানুষ। গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘাতক গাড়ির ওই চালককে। কিন্তু কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে একাধিক ফরাসি সংবাদমাধ্যমের দাবি, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

এর জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি। যদিও পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।

ভারতে ট্রাম্পের দূত, বাণিজ্যচুক্তি-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আমেরিকা- ভারত-রাশিয়া ত্রিকোণমিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া, বারবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মধ্যস্থতার দাবি এবং কঠোর অভিবাসী নীতি ভারতকে বেশি করে রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গত বৃহস্পতি-শুক্রে ভারত সফর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এতেই কী কাজ হল? পাঁচ দিনের সফরে রবিবার ভারতে আসছেন আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ের আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ভারতীয় আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

মার্কিন দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার অবধি ভারতে থাকবেন অ্যালিসন হুকার। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবেন তিনি।

দিল্লির পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতেও যাওয়ার কথা রয়েছে অ্যালিসনের। তখনই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র দপ্তরে যাবেন তিনি। বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরির সঙ্গে বৈঠক করবেন। কথা হবে কৃত্রিম মেধা (এআই) এবং মহাকাশ গবেষণায় দুই দেশের সহযোগিতার বিষয়ে।

উল্লেখ্য, এই সপ্তাহেই আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইজারের ভারতে আসার কথা রয়েছে। তখনই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।

১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিনের আলোচনায় বাণিজ্যচুক্তির প্রথম ধাপ চূড়ান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

হিজাব না পরেই ম্যারাথনে মেয়েরা, গ্রেপ্তার আয়োজকেরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

২০২২ সালের ঘটনা। হিজাব নিয়ম লঙ্ঘন করায় নীতি পুলিশের অত্যাচারে ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যু হয়েছিল। শিয়া প্রধান রাষ্ট্র সেই ইরানে এবার ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজকদের গ্রেপ্তার করা হল। হিজাব না-পরা মহিলারদের ম্যারাথনে অংশ নিতে দেওয়ার অপরাধে শাসকের রোষে আয়োজকরা।

বিবিসি সূত্রে খবর, ইরানের দক্ষিণ উপকূলের কিশ দ্বীপে একটি ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ২০০০ মহিলা এবং ৩০০০ হাজার পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এরপরেও ইরানের বিচার বিভাগের চক্ষুশূল হন আয়োজকরা। যেহেতু দৌড় প্রতিযোগিতায় হিজাব না পরেও মহিলারা অংশ নেন। বিবিসির খবর অনুযায়ী, হিজাব পরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার নিয়ম ছিল। সেখানে ম্যারাথনের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই দেখা যায়, হিজাব নেই তো বটেই, এমনকী মাথায় কোনও আবরণ ছিল না মহিলাদের। বলা বাহুল্য এই কাণ্ড ইরানের কঠোর পোশাকবিধির বিরোধী! সে দেশের আইন অনুযায়ী, মহিলাদের সর্বত্র হিজাব পরে থাকতে হয়। না-মানলে কড়া শাস্তির নিদানও রয়েছে। এই পোশাকবিধির আওতায় সে দেশের বিচারবিভাগের নির্দেশে ম্যারাথনের দুই আয়োজককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে গলা তুলেছেন উদারপন্থীরা।

রাজস্থান থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার পথে ধৃত অন্ধ্রের তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রেমের টানে পাকিস্তান থেকে বেআইনিভাবে ভারতে ঢুকেছিলেন সীমা হায়দার। এবার উলটো ছবি ধরা পড়ল রাজস্থান সীমান্তে! ধরা পড়লেন অন্ধ্রপ্রদেশের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। প্রাথমিকভাবে তাঁর দাবি, রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সীমান্ত পেরনোর চেষ্টা করছিলেন। তবে আপাতত তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ব্যাপারটা ঠিক কী? গত শুক্রবার রাজস্থানের বিকানেরে খাজুওয়ালা সেক্টরে সীমান্ত পেরতে গিয়ে ধরা পড়েন প্রশান্ত বেদম নামে এক ব্যক্তি। বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা প্রশান্ত খাজুওয়ালায় পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে সীমান্ত পেরনোর চেষ্টা করছিলেন। সেখানেই সেনা ছাউনির কাছে ধরা পড়ে যান। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর সেনা আধিকারিকরা প্রশান্তকে তুলে দেন খাজুওয়ালা পুলিশের হাতে। তারপরেই প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক তথ্য।

প্রশান্তের দাবি, রাওয়ালপিণ্ডির বাসিন্দা প্রতিভার সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় তাঁর আলাপ।

বছর দশেক ধরে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক এবং সেকারণেই সীমান্ত পেরতে চেষ্টা করেছেন বলে প্রশান্তের দাবি।

ডোমজুড়ে ‘কন্যাশ্রী স্বরক্ষা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি’র উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
ডোমজুড়

হাওড়ার ডোমজুড়ে ‘কন্যাশ্রী স্বরক্ষা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি’র শুভ সূচনা হল। শনিবার এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে অ্যাকাডেমির সূচনা করেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সৌরভ চ্যাটার্জি, বালি-জাগাছা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস আইনে, ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নুরাজ মোল্লা, বালি-জাগাছা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ সাহা সহ হাওড়া জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এবং সকলেই আশা প্রকাশ করেন যে অচিরেই ডোমজুড়ের প্রতিটি মেয়ে আত্মরক্ষায় সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

সিআইডি’র অভিযান

ভূটান লটারির জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার এক

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের পর এবার বাঁকুড়ায় অভিযান চালালো সিআইডি। অভিযান চালিয়ে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের হলদবুনি গ্রাম থেকে ভুটান লটারির জাল টিকিট ব্যবসার সাথে যুক্ত এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। ধৃতের কাছ থেকে লটারির বেশ কিছু জাল টিকিট উদ্ধার করেছে সিআইডি। রাজ্যজুড়ে লটারির জাল টিকিটের কারবারে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। সেই বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে এ রাজ্যের সিআইডি। সম্প্রতি লটারির এই জাল টিকিটের রমরমা ব্যবসা রুখতে কোমর বেঁধে অভিযানেও নামে সিআইডি। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম জেলায় অভিযান চালিয়ে এই জাল টিকিটের ব্যবসা রুখে দেয় রাজ্যের তদন্তকারী এই সংস্থা। এরপর বাঁকুড়ায় এই জাল টিকিট ব্যবসার তদন্তে নামে সিআইডি। তদন্তে নেমে সিআইডি বিশেষ সূত্রে জানতে পারে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ডান্না গ্রামের বিনোদ বাগদী নামের এক লটারি বিক্রেতা পার্শ্ববর্তী বাজার হলদবুনিতে ভূটান লটারির জাল টিকিট বিক্রি করছে। খবর পেতেই অভিযান চালিয়ে ওই টিকিট ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে সিআইডি। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ভূটান লটারির বেশ কিছু জাল টিকিট। ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে ৩ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেয় সিআইডি। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই জাল টিকিট কারবারের মূল চক্রীদের সন্ধান চালানো হবে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গেছে। যদিও ধৃত লটারি ব্যবসায়ীর দাবি, এই লটারির টিকিট জাল তা তাঁর জানা ছিল না। তিনি পাইকারি দরে টিকিট কিনে এনে খুচরো বিক্রি করতেন।

মৃত ভোটার চিহ্নিতকরণে কড়াকড়ি

রাজ্যে বাড়ছে আনকালেক্টেড ভোটারের সংখ্যা

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত

রাজ্যে আনকালেক্টেড ভোটারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। শনিবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আনকালেক্টেড অবস্থায় রয়েছেন মোট ৫৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৬৭ জন ভোটার। এই সকল নামই এখনও পর্যন্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার সম্ভাবনায় রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংখ্যার মধ্যে মৃত ভোটার ২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০৭ জন, খোঁজ পাওয়া যায়নি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৭৩ জনের, অন্যত্র চলে গিয়েছেন ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৭৬ জন, ডুপ্লিকেট এন্ট্রি রয়েছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৯৪ জনের এবং অন্যান্য কারণে ৪৫ হাজার ৭১৭ জনের নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকার ডিজিটাইজেশনের কাজও পুরোদমে চলছে। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পূর্ব বর্ধমানে ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সামগ্রিকভাবে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে আর কয়েক দিনের অপেক্ষা বলেই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মৃত ভোটারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এখনও পর্যন্ত সাত দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে যাতে কোনওরকম ভুলত্রুটি না থাকে, তার জন্য আলাদাভাবে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এদিকে, কয়েকদিন আগেই ১২টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর ফলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে গিয়েছে। আগের নির্ধারিত ৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। পাশাপাশি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ১৪ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১২ রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৯.৬৯ কোটির বেশি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে, যা শতাংশের বিচারে ৯৭.৫ শতাংশ। পাশাপাশি, ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৫০.৯৩ কোটি ভোটার অর্থাৎ ৯৯.৯৩ শতাংশ ভোটার এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের গণনা ফর্ম পেয়েছেন। ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ ও ডিজিটাইজেশনের এই প্রক্রিয়া রাজ্যে অব্যাহত থাকছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রবিবারের ব্রিগেডে ‘গীতাপাঠ’ অনুষ্ঠানে হাওড়া থেকে গেলেন বহু মানুষ

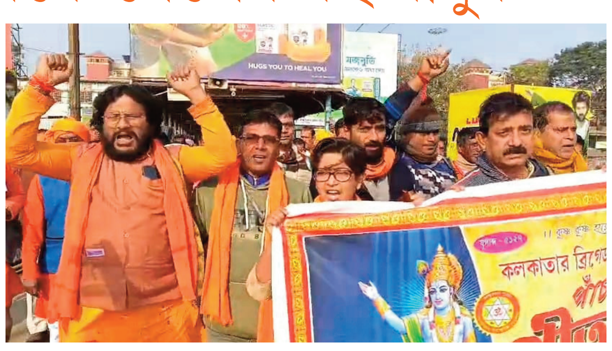

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

রবিবার ব্রিগেডে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয় ‘সনাতন সংস্কৃতি সংসদে’র উদ্যোগে। এদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ব্রিগেডে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়। এদিনের গীতাপাঠে যোগ দেন অনেক বিশিষ্টরা। এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নানা প্রান্ত থেকে সনাতন ধর্মাবলী মানুষজন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সকাল থেকে হাওড়া স্টেশনে এদিন আগত মানুষের সহায়তায় ‘সরকারী কর্মচারী পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ’ ইউনিটের তরফ থেকে একটি ক্যাম্প করা হয়। কলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সকাল ন’টায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাওড়া থেকে অনেকে মিছিল করে পায়ে হেঁটে আবার অনেকে লঞ্চে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিন হাওড়া স্টেশনের ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা বরুণ কুমার বারিকা বলেন, ‘আজকের ক্যাম্প খোলা হয়েছিল আগত মানুষের সাহায্যার্থে। তাঁদের দিকনির্দেশ দেওয়ার জন্য। গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে বহুদূর দূরান্ত থেকে মানুষজন এসে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে নেমেছেন। বাইরের জেলা থেকেও বহু মানুষ আসেন। আমরা মানুষকে সহায়তা দিতে শনিবার বিকেল থেকে শুরু করে সারারাত এবং রবিবার সকাল পর্যন্ত সহায়তা দিয়েছি। এই কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। প্রচুর মানুষ গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। মানুষ এসেছেন নিজের উদ্যোগে। পুরো পরিবার নিয়ে মানুষ এসেছেন।’

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

তিন জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কার্যালয়ে তিনটি জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি(শিক্ষা) বিনোদ কুমার। তাঁর নেতৃত্বেই মূলত শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি আরও দুটি জেলার শিক্ষা পরিকাঠামো, বিদ্যালয় পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, মিড-ডে মিল, ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষার ফলাফলের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত ঘাটতি, ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে দ্রুত সমাধানের জন্য প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির কাছে একাধিক সুপারিশও পেশ করা হয়। শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বৈঠক শেষে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বিনোদ কুমার আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথকভাবে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই বৈঠকের ফলস্বরূপ আগামী দিনে তিন জেলার শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতে চলেছে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

মেমারিতে শুরু ‘বিবেক চ্যালেঞ্জ ট্রফি’ নকআউট ফুটবল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

মেমারি পৌরসভা পরিচালিত ‘বিবেক চ্যালেঞ্জ ট্রফি’ নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল মেমারি স্টেডিয়ামে। ১৬ দলীয় এই প্রতিযোগিতা প্রতি শনিবার ও রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ফাইনাল খেলার মাধ্যমে পর্দা নামবে এই টুর্নামেন্টের।

উদ্বোধনী দিনে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বৈদ্যবাটি বি এস পার্ক ও মেমারি ফুটবল একাডেমি। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে ৪-২ গোলে মেমারি ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নেয় বৈদ্যবাটি বি এস পার্ক। খেলা শুরুর আগে উপস্থিত ছিলেন মেমারি পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন বিষয়ী-সহ পৌরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলর ও ক্রীড়া অনুরাগীরা। টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহগুলিতেও ধারাবাহিকভাবে নকআউট পর্বের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

একই মন্দিরে এক মাসে দু’বার চুরি

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুরের এমএএমসি কালী মন্দিরে ফের তালা ভাঙচুর, তবে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ। দুর্গাপুরের এমএএমসি এলাকার কালী মন্দিরে শনিবার রাতে ফের চুরির চেষ্টা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, চলতি মাসের ২ তারিখে একবার দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ক্যাশবাক্স খোলার চেষ্টা করেছিল। তবে সেবারও কিছু হাতাতে পারেনি তারা। শনিবার রাতে আবারও একই কায়দায় মন্দিরের পাঁচটি তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরা। তবুও কিছু নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। পরপর দু’বার এমন ঘটনার জেরে আতঙ্কে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী। মন্দিরের পুরোহিত জগন্নাথ পাঠক জানান, ‘পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। ফলে দুষ্কৃতীরা বারবার সুযোগ পাচ্ছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রেপ্তার সিভিক ভলান্টিয়ার

বিয়ের টোপে শারীরিক সম্পর্ক, পুলিশ সেজে প্রতারণা!

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

ভুয়ো পরিচয়ে সমাজমাধ্যমে বন্ধুত্ব, পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক;এই গুরুতর অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান মহিলা থানা। ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। অভিযুক্তের বাড়ি কেতুগ্রাম এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারিণী পশ্চিম বর্ধমানের একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। তিনি বর্ধমান মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, সমাজমাধ্যমে পরিচয়ের পরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই সময় অভিযুক্ত নিজেকে রাজ্য পুলিশের ‘স্পেশাল কনস্টেবল’ বলে পরিচয় দেয় এবং নিজের বাড়ি কলকাতা বলে জানায়। আসল পরিচয় ও পেশা গোপন রেখে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সে, এমনই অভিযোগ মহিলার।

শুধু প্রতারণাই নয়, অভিযুক্ত ওই যুবক তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিতেন বলেও অভিযোগ। এমনকী থানায় বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন ও মোটরবাইক ব্যবহার করার অভিযোগও উঠেছে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। জেলা পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত ১৪ অক্টোবর ওই মহিলা ই-মেইলের মাধ্যমে জেলা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠান। সেখানে তিনি দাবি করেন, অভিযুক্ত থানায় বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং বাজেয়াপ্ত মোটরবাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। পাশাপাশি পুলিশ পোর্টাল ব্যবহার করে তাঁর মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে তিনি কোথায় যাচ্ছেন,

কী করছেন;সেসব নজরে রেখে হুমকি দিত বলেও অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা পুলিশ। তদন্তের পর অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার জন্য মহিলাকে বর্ধমান মহিলা থানায় যেতে বলা হয়। তিনি থানায় পৌঁছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন। তার পরে দ্রুত তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, থানার বাজেয়াপ্ত সামগ্রী কীভাবে তার হাতে এল! সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাড়ির দেওয়ালের একাংশ ধসে মৃত্যু ৩ বছরের শিশুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জয়পুর, বাঁকুড়া

নির্মীয়মান পাকা বাড়ির দেওয়ালের একাংশ ধসে মৃত্যু হল ৩ বছরের ফুটফুটে এক শিশুর। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার গড় গ্রামে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম কান্নায় ভেঙে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জয়পুর থানার গড় গ্রামের বাসিন্দা ঝন্টু লোহারের বাড়ির পাশে প্রায় এক বছর ধরে ধীরে-ধীরে একটি পাকা বাড়ি তৈরীর কাজ করছিলেন প্রতিবেশী জগন্নাথ কোটাল। নির্মীয়মান সেই বাড়ির দুই দেওয়ালের মাঝে বাঁশ টাঙিয়ে অন্যান্য দিনের মতো কাঁথা শুকোতে দিয়েছিলেন স্থানীয় অপর এক বাসিন্দা। শনিবার বিকালে সেই কাঁথা ঘরে তোলার জন্য ঝন্টু লোহারের স্ত্রী কাঁথা ধরে টান দেয়। নিচেই খেলছিল ঝন্টু লোহারের বছর তিনেকের ছেলে রোহন লোহার। কাঁথা টানতেই হুর মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মান বাড়ির দেওয়ালের একাংশ। দেওয়ালের তলায় চাপা পড়ে ওই তিন বছরের শিশু রোহন। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে ঘটনাস্থলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে শিশুটি। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়ে। জয়পুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নাব্যতা কম থাকায় সংস্কারের কাজ আপাতত স্থগিত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটের পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিল হুগলি নদী জলপথ সমবায় সমিতি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। রবিবার এই বিষয়ে হুগলি নদী জলপথ সমবায় সমিতি লিমিটেডের ডিরেক্টর অজয় দে বলেন, ‘হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের গ্যাংওয়ের রিপেয়ারিং-এর কাজ এদিন শুরু হওয়ার সময় গঙ্গা নদীর জলের নব্যতা কম থাকায় নির্দিষ্ট সেই কাজ করতে সমস্যা দেখা দেয়। এর দরুণ রাজ্য ভূ-তল পরিবহন নিগম এই কাজ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সোমবার ৮ ডিসেম্বর থেকে রামকৃষ্ণপুর ফেরি ঘাটের যাত্রী পরিষেবা সম্পূর্ণ চালু থাকবে’।

বিবেক সংহতি পদযাত্রা উপলক্ষে দেওয়াল লিখন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আহবানে ‘বিবেক সংহতি পদযাত্রা-২০২৬’ উপলক্ষে রবিবার সকালে এক দেওয়াল লিখন কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সকল নেতৃবৃন্দ সহ মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও যুব কর্মীরা। মধ্য হাওড়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চ্যাটার্জি বলেন, ‘স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শকে নিবিড়ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মাননীয় মন্ত্রী অরূপ রায়ের নির্দেশে প্রতিবছর মধ্য হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস ১২ জানুয়ারিতে এই ‘বিবেক সংহতি পদযাত্রা’র আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানের দেওয়াল লিখন মধ্য হওড়ার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেই পালন করা হয়’। মধ্য হাওড়ার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সেই কর্মসূচির এদিন শুভ সূচনা করেন মাননীয় মন্ত্রী।

সেহারাবাজারে নজর কাড়ছে

হাজার-হাজার পেঁয়াজে মোড়া অনন্য দোকান!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

পেঁয়াজ দিয়েই যে এমন শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পূর্ব বর্ধমানের সেহারাবাজারে কয়েক হাজার পেঁয়াজে সুতোয় গাঁথা ও টুনি লাইটে সাজানো এক অভিনব দোকান এখন এলাকায় চর্চার শীর্ষে। এই ব্যতিক্রমী সাজে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন পথচলতি মানুষজন। দোকানের সামনে দিয়ে যাঁরাই যাচ্ছেন, একবার হলেও থেমে যাচ্ছেন এই অদ্ভুত অথচ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে। বহু মানুষ আবার মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করছেন এই অনন্য দৃশ্য। কারণ সচরাচর এভাবে পেঁয়াজ দিয়ে দোকান সাজানোর নজির খুব একটা দেখা যায় না। বর্ধমান,আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত ‘চৌধুরী আলু সাপ্লায়ার্স’ দোকানটির এই সাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দোকানের কর্ণধার মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী প্রায় তিন কুইন্টাল পেঁয়াজ সুতোয় বেঁধে ধৈর্য ও নিখুঁত পরিকল্পনায় সাজিয়েছেন গোটা দোকানটি। প্রায় তিন মাস আগেই নিজের শখের বশে এই উদ্যোগ শুরু করেন তিনি। মিনহাজবাবু জানান, আরও অন্তত পাঁচ মাস এইভাবেই সাজিয়ে রাখা হবে পেঁয়াজগুলো। হাসিমুখে তিনি বলেন, ‘শখের বসেই সাজিয়েছিলাম। কিন্তু অবাক করার বিষয়, এতে দোকানের সৌন্দর্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে ব্যবসাও ভালো হয়েছে। তাই এই পেঁয়াজগুলো এখন আর বিক্রি করব না’। পথচারীদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি দোকানের পরিচ্ছন্নতা ও মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরীর রুচিশীল উদ্যোগের প্রশংসা করছেন সকলে।

বিক্রির জন্য নয়, শুধুমাত্র সৌন্দর্যের অংশ হিসেবেই পেঁয়াজ রাখার এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের কাছেও প্রশংসিত হচ্ছে।

বয়সকে হার মানিয়ে শিল্পীর শিল্পকর্ম অব্যাহত

বাড়ি যেন হয়ে উঠেছে এক টুকরো মিউজিয়াম

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী

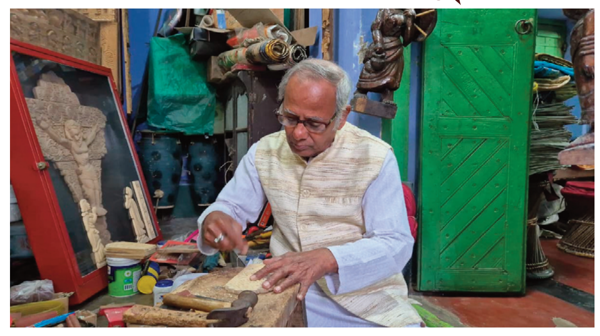

বয়স একটা সংখ্যা মাত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌর শহর সোনামুখী পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নীলবাড়ি এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিকাশ রায়ের বাড়িতে এলে। তার শিক্ষকতা জীবনের অবসর ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে। বর্তমান বয়স ৭৫ ছুঁইছুঁই, এই বয়সেও তাকে হার মানাতে পারেনি তাঁর শিল্পকর্ম তৈরিতে। তিনি অবসর সময়ে শিল্পকর্ম তৈরি করে চলেছেন। সকাল থেকেই ছেনি, হাতুড়ি, বাটালি ও কাঠের টুকরো নিয়ে বসে পড়েন নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে।

প্রায় ৫০ বছর ধরে মাটির পুতুল গড়া থেকে শুরু করে কাঠ ও স্লেট পাথরের নানান শিল্পকর্ম তৈরি করে জেলার সোনামুখী শহরের নাম উজ্জ্বল করেছেন। তার হাতের ছোঁয়ায় মাদুর্গা, কালী, শিব, লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী থেকে শুরু করে গ্রামীণ চালচিত্র, হাটবাজার, ধান চাষ, ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রস্তুতি সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলেছেন রাজ রাজারা, কি নেই তার মিউজিয়ামে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি একটু একটু করে শিল্পকর্ম তৈরি করে সোনামুখীর নীলবাড়ি এলাকায় তার নিজস্ব বাড়িতে বানিয়ে তুলেছেন একটি শিল্পকর্মের মিউজিয়াম। তার এই মিউজিয়াম দেখতে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্প-প্রেমীরা ভিড় জমান। এই মিউজিয়াম গড়ে তোলার পিছনে তিনি বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই যখন দেখতাম শিল্পীরা মাটির নানান পুতুল তৈরি করতেন, তাছাড়া কুমোরটুলিতে মূর্তি তৈরি করতে দেখে নিজের মধ্যে এই শিল্পকর্ম তৈরি করার উৎসাহ জাগে, সেই থেকে শুরু আজও সে কাজ করে চলেছি। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার কারণে কাজে কিছুটা ভাটা ছিল, অবসর সময়ে করতাম, বাকি সময় শিক্ষকতার কাজে প্রাণ দিয়েছি। ছোট-ছোট শিশুদের হাতে খাতা কলমে শিল্পকর্ম তুলে ধরেছি, - অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আবার একে চন্দ্র দুইয়ে পক্ষ, বাংলা ও ইংরেজি অক্ষর গুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ছবি ফুটিয়ে তুলেছি, যা দেখে শিশুরা আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরত। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে সরকারের শিক্ষাবিভাগ যখন টিএলএম নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন, তার অনেক আগে থেকেই আমি নিজে নিজেই টিএলএম তৈরি করেছি এবং তা শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছি’। তিনি বলেন আমৃত্যু আমি এই শিল্পকর্ম তৈরি করে যাব। তবে আমার তৈরি করা জিনিসগুলো কখনোই বিক্রি করব না। যদি সুযোগ পাই তাহলে আমার মিউজিয়ামকে আরো বড় করে তুলবো, তা সকলের দেখার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তার এই কাঠের কাজগুলি বেশীর ভাগ গামার কাঠের তৈরি। তাছাড়া রয়েছে স্লেট পাথরের কাজ। বিকাশবাবুর হাতে তৈরি ‘মা দুর্গার সপরিবারের’ একটি ছবি তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান সোনামুখী বিজে হাই স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসে সেই মূর্তি দেখে খুশি হয়ে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। নিজের বাড়ির একটি ঘরে দীর্ঘ ৪৫ বছরের চেষ্টায় গড়ে তুলেছেন শিল্প নৈপুণ্যের এক আশ্চর্য নিদর্শন। কাঠের মূর্তি গড়া তার দীর্ঘদিনের নেশা, শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়ে আজও তিনি সেই নেশাতেই মজে রয়েছেন তার নীলবাড়ি এলাকার বাড়িতে। এই শিল্পকর্মর সাথে-সাথে তার আরও একটি নেশা রয়েছে সেটি হল সংগীত চর্চা। তিনি গিটার, বেহালা, মাউথ অরগান ও অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে বাকি অবসর সময় কাটান এবং এই সমস্ত যন্ত্র নিয়ে এলাকার উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের যন্ত্রচর্যা করতে শেখান। তবে তার আক্ষেপ, কাঠের শিল্পকর্ম তৈরিতে বর্তমান যুবসমাজের সেরকম কোন আগ্রহ নেই। হারিয়ে যেতে বসেছে এই সমস্ত শিল্পকর্ম ও শ্রদ্ধাবোধ। শিক্ষক হিসেবে খুব দুঃখ পাই, যখন দেখি গুরুজনদের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শ্রদ্ধা বোধ হারিয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত মা-বাবাদের বলবো, তারা যেন পড়াশুনার সাথে সাথে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন। এখন এই যুবসমাজ মোবাইলে ব্যস্ত। বিকাশবাবুর বাড়ির অন্দরমহলের শিল্পকলা সোনামুখীর মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে তার এই শিল্পসত্তা বিভিন্ন জায়গাতে প্রশংসিত হয়েছে।

লাল ঝাণ্ডায় ঢাকলো শিল্পাঞ্চল

জামুড়িয়ায় ‘বাংলা বাঁচাও যাত্রা’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

শিল্প বাঁচাও, কাজ বাঁচাও, জেলা বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও এমনই বার্তা সম্বলিত ব্যানার হাতে সিটু পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায়। রবিবার এই পদযাত্রা জামুড়িয়া পনিআটি ওয়ার্কসপ থেকে শুরু হয় এবং জামুড়িয়া বাজার হয়ে জামুড়িয়া গ্রাম, আখলপুর ব্রিজ হয়ে শিবডাঙ্গা ও চাঁদা মোড় পরিক্রমা করে। বাংলা বাঁচাও পদযাত্রায় সামনের সারিতে অংশগ্রহন করেন, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী, পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, তাপস কবি, মনোজ দত্ত সহ আরো অনেকে। লাল ঝান্ডা হাতে বহু বাম কর্মী সমর্থক এদিন পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং সকলের মুখ থেকে উঠে আসে বাংলা বাঁচানোর ডাক। এ বিষয়ে মীনাক্ষী মুখার্জী জানান, গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে ধর্মের রাজনীতি। নির্বাচনের আগে যেসব দল, যেসব দলের প্রতিনিধিরা বেকার যুবকদের কাছে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সংবিধান রক্ষার কথা বলেছিল, সেইসব জনপ্রতিনিধিরা আজ মন্দির আর মসজিদ নিয়ে রাজনীতিতে ব্যাস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির কথা আজ আর মনে নেই সেইসব রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিদের। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে পথে নামে বামফ্রন্ট।

সে কারণেই কর্মসংস্থান থেকে ছাটাই এমনকি শহীদ হতে হয় বাম সমর্থকদের। তাই আজ আমরা সিটু পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে কৃষক, খেতমজুর, মহিলা, যুব ও বস্তি সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলা বাঁচানোর জন্য জেলা জুড়ে পদযাত্রায় নেমেছি। পাশাপাশি পদযাত্রায় উপস্থিত পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি জানান, আমাদের জেলায় কর্মসংস্থানের বড়ই অভাব। দিন দিন শিক্ষিত যুব সমাজকে বেকারত্ব সমস্যা গ্রাস করছে। এছাড়াও নারী নির্যাতন, কয়লা চুরি, বালিচুরির মতো ঘটনা দিনের পর দিন বাড়ছে। আর এই সমস্ত ঘটনার জন্য পুরোপুরি দায়ী বিজেপি এবং টিএমসি। সব মিলিয়ে বলায় চলে এদিনের পদযাত্রায় বহু সংখ্যক কর্মী সমর্থকের উপস্থিতি এবং হাতে লাল ঝান্ডা এবং বাংলা বাঁচানোর ডাকে মুখরিত হয়ে উঠল শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়া।

খাড়বান্ধি এসসিউচ্চ বিদ্যালয়ের নজরকাড়া সাফল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার খাড়বান্ধি এস সি উচ্চ বিদ্যালয় দেশের সর্বভারতীয় বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নজর কাড়ল। প্রায় আট হাজার স্কুলকে পিছনে ফেলে এ বছরের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় বিদ্যালয়ে এখন উৎসবের আমেজ। এটিএল টিঙ্কারিং ল্যাবের অনুদান পাওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অগ্নি সতর্ককারী ব্যবস্থা, ধোঁয়া শনাক্তকারী ডিভাইস, স্বয়ংক্রিয় পথবাতি-সহ মোট ১৪১টি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি ছিল। তার মধ্যে ৭০টি সেন্সরনির্ভর উদ্ভাবনী পরীক্ষা মূল্যায়নের গুরুত্ব পায়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণও এই স্কোরিংয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত আগস্ট থেকে বিদ্যালয়টি ‘আটালআপ’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাঠ্যসম্ভার, ভিডিও উপস্থাপনা ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন জমা দিয়ে প্রতিযোগিতার সমস্ত ধাপ সম্পন্ন করে। ব্যক্তিগত র‍্যাংকিংয়েও উজ্জ্বল সাফল্য তুলে ধরেছে খাড়বান্ধি বিদ্যালয়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র স্বপন মহাপাত্র সর্বভারতীয়ভাবে তৃতীয় স্থান, শিক্ষিকা সুদীপ্তা মাইতি দ্বিতীয়, শিক্ষক বিশ্বজিৎ ঘোষ তৃতীয় এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চঞ্চল পাল সর্বভারতীয়ভাবে ১৬তম স্থান অর্জন করেন।

পাশাপাশি অভিভাবক বিভাগেও একাধিক অংশগ্রহণকারী পাঁচ থেকে দশের মধ্যে স্থান পেয়ে বিদ্যালয়ের সাফল্যকে আরও উল্লেখযোগ্য করে তোলে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যে আনন্দে মুখরিত গোটা এলাকা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চঞ্চল পাল বলেন, ‘ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তি শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী প্রকল্পের প্রসার আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি।’ শিক্ষা মহলের মতে, গ্রামীণ জঙ্গলমহল থেকে উঠে আসা বিজ্ঞানচর্চার এই স্বীকৃতি প্রমাণ করল যে সঠিক দিশা ও সুযোগ পেলে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনে গ্রামীণ শিক্ষারও সামিল হওয়া সম্ভব। দেশের বিজ্ঞান শিক্ষায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল খাড়বান্ধি এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ের এই সাফল্য।

প্রয়াত সুশীল কুমার দাসের স্মরণে শীতবস্ত্র বিতরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালবনি

বিশিষ্ট শিক্ষক সুশীল কুমার দাস গতবছর এই দিনে প্রয়াত হন। শিক্ষাদানের পাশাপাশি মানুষের কল্যাণমূলক কাজ করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। প্রয়াণের পর তাঁর পরিবারের বিশেষত তার স্ত্রী কৃষ্ণা দাস এবং কন্যাদ্বয় এবং নাতি-নাতনীর উদ্দেশ্য সুশীলবাবুকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো। সুশীলবাবু বেঁচে থাকবেন তাঁর দেখানো পথে। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পরের জন্মদিন উপলক্ষে এবং দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে তাঁরা মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর জন্মদিনে তাঁরা শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী এবং খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। এবার তারা দুঃস্থ সহ নাগরিকদের কম্বল বিতরণ করলেন।

তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনির মৌপাল গ্রামের একটি পাড়ায় এই কম্বল প্রদান কর্মসূচি হয়। এলাকার ৬৭টি পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দেন তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা বনানী ভৌমিক, কনিষ্ঠা কন্যা বনশ্রী পড়িয়া সহ নাতি নাতনিরা। এই মহতী কাজে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রিঙ্কু চক্রবর্তী, আল্পনা দেবনাথ বোস, সুভাষ জানা, অরিন্দম দাস এবং মৃন্ময়ী খাঁড়া। বড় নাতনি অদ্রিজা ভৌমিক জানান, ‘গ্রামে এত দারিদ্র আছে এবং মানুষের অভাব ও চাহিদা আছে সেটা আমি জানতাম না। দাদুন-এর স্মৃতিতে আর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মানুষের পাশে থাকতে পেরে খুব আনন্দ হচ্ছে।

মেজ নাতনি সূতশ্রী, ছোট নাতনি শ্বেতাশ্রী এবং একমাত্র নাতি অর্পণ সহমত পোষণ করেন। কনিষ্ঠ জামাতা প্রসূনকুমার পড়িয়া এই কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের গ্রন্থাগার শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার জেলা গ্রন্থাগার ভবনের সভাকক্ষে। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন রাজ্যের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের পাশে রয়েছে আগামী দিনেও থাকবে। সম্মেলনে রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো সহ উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা, কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সভাপতি শীতল বিদ, গ্রন্থাগার শাখার সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, প্রদ্যত মাসন্ত, কর্মচারী ফেডারেশনের নেতা অঙ্কুর নন্দী, অভিজিৎ চৌধুরী সহ আরো অনেকে। সংগঠনের জেলা সভাপতি শীতল বিদ বলেন, ‘রাজ্যে বর্তমান সরকারের সময় থেকেই গ্রন্থাগার কর্মীদের উন্নয়ন ঘটেছে। আগে গ্রামীণ ও জেলা গ্রন্থাগারগুলি রুগ্ন হয়েছিল। এখন সরকারের বিশেষ নজরদারির মধ্যে উন্নয়ন হচ্ছে। স্বাস্থ্য স্কীমের আওতায় আনা, বেতন কাঠামো বৃদ্ধি সহ কিছু ক্ষেত্রে এখনকার কর্মীদের ঘাটতি রয়েছে। তা অবিলম্বে পূরণ করা হবে’। এদিন সম্মেলনের পর পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

জেলা ও ইএসআই হাসপাতালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল জেলা হাসপাতাল ও আসানসোল ইএসআই হাসপাতালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা(সেফটি এন্ড সিকিউরিটি) নিয়ে শনিবার আসানসোলে মহকুমাশাসকের (সদর) অফিসের কনফারেন্স হলে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে আসানসোলের মহকুমাশাসক (সদর) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ছাড়াও দুটি হাসপাতালের সুপার, ডেপুটি সুপার, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি (সেন্ট্রাল ১), আসানসোল দক্ষিণ ও উত্তর থানার আইসি এবং ওসি উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে ছিলো, ১) দুই হাসপাতালের সব নিরাপত্তা কর্মীদের পুলিশ যাচাইকরণ বা ভ্যারিফিকেশন বাধ্যতামুলক, ২) পুলিশ যাচাইকরণের পর তাদেরকে পুলিশ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে, ৩) দুই হাসপাতাল চত্বর বা ক্যাম্পাস এলাকায় বিশেষ করে রাতের বেলায় পুলিশ টহল বাধ্যতামুলক, ৪) বাড়তি কিছু কর্মী নিয়োগ করে সব সময়ের জন্য সিসিটিভি ও মনিটরিং নজরদারি করতে হবে, ৫) দুই হাসপাতালের নির্দিষ্ট স্থানে আলো এবং আরো সিসিটিভি কভারেজ করতে হবে এবং ৬) হাসপাতালের গেট এলাকায় তদারকি বা নজরদারি করতে হবে। যাতে কোন অপ্রয়োজনীয় গাড়ি দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে না থাকে। বৈঠক নিয়ে পরে মহকুমাশাসক (সদর) বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো এদিন দুই হাসপাতাল ও পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গোটা বিষয় নিয়ে জেলাশাসক ইতিমধ্যেই মিটিং করছেন।

রোগী কল্যান সমিতির বৈঠকেও মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। বাকি যা আছে, তা দুই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় করে দেখে নেবেন। আমরা পরে আবারও পর্যালোচনা করে দেখবো।

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 9

বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঐতিহ্য নেই ঃ অপার্থিব ইসলাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

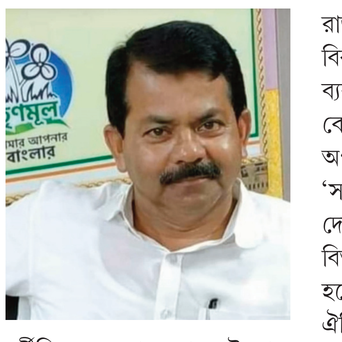

ভোটের আগে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা মোহাম্মদ অপার্থিব ইসলাম। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনও ঐতিহ্য নেই। অথচ বিজেপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এই বিভাজনের রাজনীতি চালাচ্ছে। অপার্থিব ইসলাম বলেন, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি যে 'না খাওয়াবো, না খেতে দেব' স্লোগান দিয়েছিল, বাস্তবে তার সম্পূর্ণ উল্টো ছবি আজ দেশের মানুষের সামনে। কালো টাকা ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে দুর্নীতিমুক্ত দেশের স্বপ্ন;সবই আজ প্রশ্নের মুখে। গত এক দশকের বেশি সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি বলেই তাঁর দাবি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানকে ক্রমশ দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। সংবিধানকে উপেক্ষা করে একের পর এক নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিরোধী কণ্ঠরোধ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মাধ্যমে দেশ শাসন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে চাপ তৈরির ঘটনাও বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। অপার্থিব ইসলামের বক্তব্য, 'সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন ও হিংসার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। অথচ বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বাংলার মানুষ ধর্মের রাজনীতির পরিবর্তে মানুষের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে'। তিনি বলেন, বাংলার ভোট মানেই উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও সহাবস্থানের পক্ষে রায়। ঘৃণা, বিভাজন ও প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে বারবার রায় দিয়েছে এই রাজ্য। তাই আসন্ন ভোটেও বাংলা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে ঐতিহ্য, মানবিকতা ও গণতন্ত্রের পক্ষেই রায় দেবে।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে নৃশংস খুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট থানার নিমদারিয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতুরাটি এলাকায় রাতের অন্ধকারে খুন হলেন এক গৃহস্থালী শ্রমিক। মৃতের নাম আসাদুল মন্ডল(২৮)। পেশায় তিনি মধ্যমগ্রাম কর্মরত একজন গৃহস্থালী শ্রমিক।

কয়েকদিন আগে বাড়ি ফিরেছিলেন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন গভীর রাতে আমির মন্ডল নামে এলাকারই এক ব্যক্তি আসাদুলকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় বকেয়া টাকা দেওয়ার নাম করে। এরপর তাকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। পরে পাশের গ্রাম ফতুরাটি গ্রামের একটি ঝোপের কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় আসাদুলের দেহ। স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্ত আমির মন্ডলের বিরুদ্ধে এর আগে থেকেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বসিরহাট পুলিশ মর্গে। পরিবার শোকস্তব্ধ, এলাকায় নেমেছে আতঙ্কের ছায়া। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা আমির মন্ডলের দোকান ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে আমির হোসেন মন্ডল ও রাজ্জাক গাজী কে গ্রেফতার করে।

পারিবারিক বিবাদ

আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুর পেটে লাথি মেরে গহনা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ৮ জনের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাসপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ফরিদপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দাসপুর থানার ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ হাজরা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে ছিলেন তার ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা হাজরা। অভিযোগ, বিশ্বজিৎ হাজরা দাদা সঞ্জয় হাজরা, বৌদি অনিতা হাজরা, ভাইপো সুজয় হাজরা ও ভাইজি সুস্মিতা হাজরা সহ মোট আটজন প্রিয়াঙ্কা হাজরা কে একা পেয়ে তার পেটে লাথি মারে এবং তার গায়ে থাকা সমস্ত সোনার গহনা হাতিয়ে নেয়। পারিবারিক বিভাগের জেরে এই ঘটনা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

পরে বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানতে পরে বিশ্বজিৎ হাজরা। তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে সোনাখালী হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। পাশাপাশি দাসপুর থানায় আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিশ্বজিৎ হাজরা। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিশ্বজিৎ হাজরা জানায়, তার দাদা প্রায় তাদের উপর অত্যাচার চালায়। বাড়িতে একা পেয়ে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে লাথি মেরেছে এবং তার গায়ে থাকা সোনার গহনাগুলি হাতিয়ে নিয়েছে। তিনি পুলিশকে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। স্ত্রীর গায়ে থাকা সোনার গহনাগুলি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করারও দাবি জানিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

মান্দারে অশান্তির জেরে খুন যুবক! অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
রামনগর

অশান্তির জেরে খুন হতে হল যুবককে, অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানা এলাকার পালধূই পঞ্চায়েতের মান্দার গ্রামে শুক্রবার রাত্রে খুন হতে হলো ৪১ বছরের যুবক দীপক খাটুয়াকে। পরিবারের পক্ষ থেকে দীপক খাটুয়ার স্ত্রী মামনি খাটুয়া বলেন, প্রত্যেকবারের মতো এবারও মদ্যপান অবস্থায় বাড়িতে এসেছিল দীপক। আসার পর বাড়ির পাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আমার স্বামীকে মারধর করে এবং তার পেটের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে। এরপর পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় রাত্রিবেলায় মারা গেছে। তিনি বলেন, মদ্যপ অবস্থায় আসার জন্য এর আগেও প্রতিবেশীর তিন-চার জন মারার চেষ্টা করেছিল। এই বিষয়ে একটা মামলা হয়েছিল। সেই কারণে প্রতিবেশীদের ক্ষোভ ছিল। ওই ক্ষোভের কারণে শুক্রবার রাত্রে মেরে ফেলেছে বলে মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ। মৃত যুবকের এক ছেলে এক মেয়ে, রয়েছে। ছেলের বয়স ১৭ বছর মেয়ের বয়স আট বছর চারজনের সংসার, মা-বাবা মারা গেছেন। মান্দার সংসদের প্রাক্তন সদস্য প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ মামনি খাটুয়া জানান, আমরা খবর পেয়ে এসে দেখলাম যুবকটি মারা গেছে। যুবকটির প্রায় মদ্যপান করে আসতো।, কালকেও মদ্যপান অবস্থায় এসেছিল ওটা প্রত্যেকদিনের ঘটনা। যারা ছেলেটিকে মেরেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া সঠিকটি বলা যাবে না। উপস্থিত হয়ে প্রতিবেশী পালধুই পঞ্চায়েতের সদস্যা প্রতিনিধি আশুতোষ মাইতি জানান, গতকালকে মদ্যপ অবস্থায় উনি বাড়ি ফিরেছিলেন, ঘটনা আজকের নয় বিগত কয়েক বছর ধরে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরছেন। গালিগালাজ করছে। সেগুলো মেনে নেওয়া যায় না। গতকাল রাত্রি দুটো নাগাদ বচসা হয়েছে হাতাহাতি হয়েছে, রাত দুটো নাগাদ বমি করেন আর মারা যান। এত সময় ধরে কেন ডাক্তার দেখানো হয়নি পরিবারের পক্ষ থেকে তাও একটি প্রশ্ন তুললেন। যদি পরিবারের কাছে কোন অন্যায় হয়ে থাকে আমরা তার পাশে আছি। পরিবারের পাশে থাকবো, অন্যায় যে করেছে তার শাস্তি হোক। পরিবারের অন্যান্যরাও অভিযোগ করেন যে যুবকটিকে প্রতিবেশীর কয়েকজন মিলে মেরে ফেলেছে। ঘটনাস্থলে রামনগর থানার পুলিশ এসে পৌঁছয় এবং মৃতদেহটিকে রামনগর থানায় নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। রামনগর থানা সূত্রে জানা যায়, এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। গণপিটুনিতে খুনের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল চারজন প্রতিবেশীকে। ধৃতরা হল মান্দার গ্রামের সঞ্জয় সাউ, ঝর্না সাউ, রুনু গিরি, সন্ধা গিরি ওরফে ঝাঁপড়ি। কাঁথি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছে।

বিরিয়ানিকাণ্ডে নয়া মোড়

বিএলআরও অফিসের কর্মী মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

পুজোর ছুটির প্রাক্কালে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী,১ নম্বর ব্লক অফিস চত্বরে অবস্থিত বিএলআরও অফিসে আয়োজিত বিরিয়ানি পার্টি থেকেই যে মর্মান্তিক ঘটনার সূত্রপাত, তা এখন প্রায় স্পষ্ট। সেই বিরিয়ানি খেয়েই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় মুহুরী সুমন্ত মন্ডলের। একই বিরিয়ানি খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি। ঘটনার পর থেকেই সুমন্ত মন্ডলের স্ত্রী অভিযোগ তোলেন, বিরিয়ানির মধ্যেই বিষ মিশিয়ে পরিকল্পিতভাবে তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ এবার গ্রেপ্তার করল দু'জনকে। ধৃতদের মধ্যে একজন দীপঙ্কর মল্লিক। তাঁর বাড়ি নাদনঘাট থানার মালতিপুর এলাকায়। অন্যজন মৃত্যুঞ্জয় রায়, যাঁর বাড়ি দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় মৃত্যুঞ্জয় রায়ের একটি জেরক্স ও অনলাইন পরিষেবা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যদিকে দীপঙ্কর মল্লিক মৃত মুহুরী সুমন্ত মন্ডলের সহযোগী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শনিবার ধৃত দুই অভিযুক্তকেই কালনা আদালতে পেশ করা হয়। তবে নির্ধারিত সময়ে আসামিদের আদালতের এজলাসে হাজির করানো সম্ভব না হওয়ায় ওই দিন বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। রবিবার পুনরায় তাঁদের কালনা আদালতে পেশ করা হয়। বিরিয়ানি পার্টিকে কেন্দ্র করে সরকারি অফিসে ঘটে যাওয়া এই রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে এখনও ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে রয়েছে এলাকাজুড়ে। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে।

দেড় বছরের বন্দিদশার অবসান

স্বপন রানার নিথর দেহ বাড়ি ফিরল

সকালের শিরোনাম
রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র
কাঁথি

মাছ ধরতে গিয়ে পাকিস্তানের জলপুলিশের হাতে আটক। তারপর দীর্ঘ দেড় বছরের বন্দিদশা। শেষ পর্যন্ত আর লড়াইয়ের ফল পেলেন না ভারতীয় মৎস্যজীবী তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের পাইকবার গ্রামের বাসিন্দা স্বপন রানা। অসুস্থ অবস্থায় পাকিস্তানেই মৃত্যু হয় তাঁর। বহু প্রতীক্ষার পর গত ৪ তারিখ দেশে ফেরে তাঁর মৃতদেহ। রবিবার সকালে পরিবারের সম্মতিতে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য কাঁথি শহরের খড়্গাচন্ডী মহাশ্মশানে।

পরিবারকে যেন কোনও ধাক্কা একা সামলাতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই মৃতদেহ আনা থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সহযোগিতা করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও কাঁথি মহকুমা প্রশাসন। শেষকৃত্য সম্পন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা শাসক প্রতীক অশোক ধুমাল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান আমিন সোহেল, কাঁথি ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিতাভ বিশ্বাস, কাঁথি থানার আইসি প্রদীপ কুমার দাঁ। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসন পাশে থাকার ফলে শেষ বিদায়ের পথটি অনেকটাই সহজ হয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, সীমান্তবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের জীবন কতটা অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ, স্বপন রানার মৃত্যু সেই বাস্তবতাকেই আরও একবার স্পষ্ট করে দিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিবারের পাশে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি তথা কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আমিন সোহেল। তিনি মৃত মৎস্যজীবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। পাশাপাশি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। একইভাবে অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন।

ভগবৎ গীতা পাঠ উপলক্ষে মহাধুমধামে কলসযাত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা পাঠের পুজো উপলক্ষে রবিবার বর্ধমানের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মহাধুমধাম সহ কলসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোক ডিজেল সেট থেকে শুরু হওয়া এই শোভা যাত্রায় মহিলারা মাথায় জল ভরে নিয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গেই ওয়ার্ড পরিক্রমা করে লোকেশ্বর নাথ মহাদেব মন্দির পর্যন্ত পা মেলান। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিমরান বাল্মিকী এবং সমাজসেবী যোগেশ্বর দাস বৈরাগ্য। লোকেশ্বর নাথ মহাদেব মন্দিরের পুরোহিত আদিত্য পাণ্ডে জানান, মন্দিরটি ছয় বছর পুরনো প্রাচীন স্থাপনা। মহানন্দপূর্ণ এই অনুষ্ঠানের পর সোমবার থেকে ৭ দিনব্যাপী লোকেশ্বর নাথ মহাদেব মন্দিরে ভগবৎ গীতা পাঠের পুজো অনুষ্ঠিত হবে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সিমরান বাল্মিকী জানান, এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তা উৎসাহের সঞ্চার করছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-১ নম্বর ব্লকের রায়না-২ চক্রের হাকৃষ্ণপুর গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হল। রায়নার বিধায়ক শম্পা ধারা,

বিধায়ক তহবিল থেকে হরেকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ৮,৭৯,৯৯৮ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

বিধায়ক তহবিল অর্থে তৈরি নতুন স্কুল ভবন এদিন উদ্বোধন করেন বিধায়ক শম্পা ধারা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়না-১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশীষ রায়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল উৎসাহ এবং আনন্দের পরিবেশ। বিধায়ক শম্পা ধারা জানান, নতুন ভবন চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা আরও আরামদায়ক ও মানসম্মত পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারবে। তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন,

খুব শীঘ্রই শিক্ষার্থীরা প্রকল্পের সুবিধা নিতে শুরু করবে।

'উনি কী করবেন সেই দায়িত্ব দল নেবে না'

সাসপেন্ড হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গে মন্তব্য শশী পাঁজার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালি

উনি কী করবেন সেই দায়িত্ব দল নেবে না, দলে 'সাসপেন্ড' হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন ডাঃ শশী পাঁজা। রবিবার দুপুরে হাওড়ার বালি রবীন্দ্র ভবনে প্রোগ্রেসিভ হেলথ এস্যোশিয়েশনের আয়োজনে 'কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট' ক্যাডারের এক ক্যাডার ভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রেসিভ হেলথ এস্যোশিয়েশনের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, বালির বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। এদিন হুমায়ুন কবির সম্পর্কে ডাঃ মন্ত্রী শশী পাঁজাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উনি বহু বছরে বহু দল করে এসেছেন।'

যা বলার গতকাল দলের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলা হয়েছে। নতুন করে বলার কিছু নেই। তৃণমূল কংগ্রেস থেকেও ওনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সুতরাং উনি কি বললেন বা কি কাজ করবেন তার দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেস নেবে না'। হুমায়ুন কবির যদি আলাদা দল করেন সেক্ষেত্রে কি হবে এই প্রশ্নের উত্তরে শশী পাঁজা বলেন, 'তাতে কিছু এসে যায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কান্ডারী, উন্নয়নের কান্ডারী। উনি কি কাজ করেছেন মুর্শিদাবাদের মানুষ তা দেখেছেন'। প্রসঙ্গতঃ সংগঠনের সভানেত্রী ডাঃ শশী পাঁজার নির্দেশে 'সিএইচএ ক্যাডার'-এর ইতিহাসে এই প্রথমবার হাওড়ার বালি রবীন্দ্র ভবনে প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাস্যোশিয়েশন 'কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট' ক্যাডার ভিত্তিক কনভেনশনের আয়োজন করে। রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের আট হাজারেরও বেশি 'সিএইচএ' মেম্বার রয়েছেন। তাঁদের কাজ, অ্যাচিভমেন্ট, চাওয়া-পাওয়া, দাবি সবনিয়ে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বড়হাট অঞ্চল নবনিযুক্ত তৃণমূল সভাপতিকে সম্মাননা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পটাশপুর

রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে কাঁথি সাংগঠনিক জেলার পটাশপুর-১ ব্লকের বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে চন্দন কুমার পাত্রের নাম ঘোষণা হয়েছে। শনিবার বড়হাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে তাঁকে সম্মাননা জানানো হয়। পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানিত করার মধ্য দিয়ে বড়হাট পঞ্চায়েত প্রধান দীপক মহাপাত্র ও দলের ব্লক সভাপতি বিনয় পট্টনায়ক বলেন, নতুন নেতৃত্ব নতুন পথ ও দিশা দেখায়। আশা করি চন্দন বাবুর নেতৃত্বে সংগঠন আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে, মানুষের কাছে আরও দৃঢ়ভাবে পৌঁছাবে দলের কাজ ও ভাবনা। উপস্থিত থেকে আনন্দ ভাগ করে নিতে পেরে সত্যিই ভালো লাগলো। সম্মান, আস্থা আর দায়িত্বের এই মিলনই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য। সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলাই হোক আগামী দিনের লক্ষ্য।

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 10

বিধায়ক তরুণ মাইতির 'উন্নয়ন পাঁচালী' পর্যবেক্ষণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

মুখ্যমন্ত্রী সদ্য প্রকাশিত 'উন্নয়নের পাঁচালি'-তে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের খতিয়ানে সার্বিক অগ্রগতির রিপোর্ট কার্ডের উপর ভিত্তি করে সরকারি কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে নামলেন এগরা বিধানসভার বিধায়ক তরুণ কুমার মাইতি।

শনিবার তিনি তার এলাকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের সাহাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখেন। তিনি মূলত এলাকার মানুষের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত সহ অন্যান্য সরকারি কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষিত 'উন্নয়নের পাঁচালি'-তে উল্লেখিত জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজগুলি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা দেখেন। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ এবং সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, তা জানেন। রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক পরিষেবাগুলির মান ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার পাশাপাশি জনসংযোগে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন বার্তা তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হন। সঙ্গে ছিলেন দলের অঞ্চল সভাপতি স্বপন সিনহা, যুব নেতা সুদীপ্ত বাগ, প্রাক্তন উপপ্রধান মিলনদে সহ শাখা সংগঠনের নেতৃত্বগণ।

বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাঁশকুড়া

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া শহরের বালিডাংরি এলাকায় শুক্রবার গভীর রাতে বিজেপি কর্মীদের গাড়ি ভাঙচুর সহ মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদে এবং দুস্কৃতীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার বিকেলে বালিডাংরি এলাকায় রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভ ও অবরোধ করে বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মীরা। আক্রান্ত এক বিজেপির সমর্থক জানান, গত শুক্রবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে, বালিডাংরি এলাকায় রাস্তার পাশে চারচাকা গাড়িটি পার্কিং করার সময় প্রথমে তিন জন ছেলে এসে যাও যাও বচসা শুরু করে। বলে তোরা বিজেপি করিস বলেই চড়াও হয় তাদের উপর। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই অতর্কিত হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় আহত হয় চার পাঁচ জন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করা হয়। আহতরা বর্তমানে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পাঁশকুড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ সমীরুদ্দিন জানান এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। প্রশাসন দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা না করলে আন্দোলন চলবে।

কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক ও জেলা কমিটি ঘোষণা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটি ও ব্লক কমিটির সভাপতিদের নামের তালিকা শুক্রবার রাতে প্রকাশ করেন জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ আনোয়ার উদ্দিন। ওই তালিকায় কন্টাই-১ ব্লকের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ সুজাত হোসেন, দেশপ্রাণ ব্লকে শেখ রাহেদ উদ্দিন, কাঁথি-৩ ব্লকে খাজা আমিনুল হোসেন, কন্টাই টাউন সেখ জাহাঙ্গীর মহম্মদ।

রামনগর-১ শেখ সাবির। রামনগর-২ শেখ ওয়াসিম রহমান।এগরা-১ ব্লক আইয়ুব খাঁন। এগরা-২ আইজাদ হোসেন। পটাশপুর-১ শেখ জিয়াউল হক। পটাশপুর-২ আবজল খাঁন। খেজুরি-১ ব্লক মতিলাল খাঁন। খেজুরী-২ সেখ আনোয়ার। ভগবানপুর-১ শেখ আসফর রহমান।

ভগবানপুর-২ সৈয়দ সিদ্দিক আলম। চন্ডিপুর-শেখ সাফিউল। পাশাপাশি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মুস্তাক আলী খান ও শেখ হারেশ। এই কমিটিতে ৬ জন জেনারেল সেক্রেটারি ও আটজন সম্পাদকের নাম ঘোষণা হয়েছে।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁকসা

প্রতি বছরের মত এবছরও কাঁকসায় জাঁকিয়ে শীত অনুভূত হচ্ছে। ইতিমধ্যে কাকসায় তাপমাত্রার পারদ ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছুঁয়েছে। যার কারণে শীতের হাত থেকে বাঁচতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন। তবে কাঁকসার রাজবাঁধচটি সংলগ্ন রাজবাঁধ শিশু সদনে দুস্থ পড়ুয়াদের তেমনভাবে কেউ সাহায্য না করলেও এই সমস্ত দুস্থ পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিধাননগর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ কর্মীরা।

এদিন ৫০ জন দুস্থ পড়ুয়ার হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি সদনে বেশ কয়েকটি বৃক্ষরোপণ করা হয়। এবং পড়ুয়াদের হাতে ফুটবল তুলে দেওয়া হয় ফাঁড়ির পক্ষ থেকে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর ফাঁড়ির আইসি মিহির দে সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা এবং সদনের দায়িত্বে থাকা পার্থ রায়। পার্থ রায় জানিয়েছেন, পুলিশের মানবিক রূপ দেখে তিনি অভিভূত। আবাসনে ৫০ জন পড়ুয়ার হাতে পুলিশের পক্ষ থেকে ৫০টি শীতের কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী দেন পুলিশ আধিকারিকরা। পড়ুয়ারা যাতে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শরীর সুস্থ রাখে, সেই বিষয়ে তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে তাদের হাতে ফুটবল তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকরা।

জলা জমি থেকে পানিফল তুলতে ব্যস্ত চাষীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নদীয়া

শীতকালে জিভে জল ও মুখের স্বাদ মানেই পানি ফল, যার জুড়ি মেলা ভার। তাই শীতকাল পড়তেই পানি ফলের চাষে ঝুকছে বেশিরভাগ চাষিরা। নদীয়া জেলার বেশিরভাগ অংশই কৃষি প্রধান। নদীয়ার কালীনারায়ণপুর থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ জায়গার জলা জমিতে চাষ হয়ে থাকে এই পানি ফল। অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষ করে থাকেন চাষিরা।

গতবছর আবহাওয়ার খামখেয়ালির কারণে এই পানি ফল চাষে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু এবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেও শীতের মরশুমে আবহাওয়া অনেকটাই সঙ্গ দিচ্ছে চাষীদের। তাই এ বছর পানি ফলের ফলন অনেকটাই বেশি বলে জানাচ্ছেন নদীয়ার চাষীরা।

সপরিবারে জলা জমি গুলি থেকে পানিফল তুলতে ব্যস্ত চাষীরা। এরপর রাস্তাতেই দোকান পেতে প্রতি কেজি ৩০ টাকা দরে দেদার বিক্রি হচ্ছে এই পানি ফল। ছোটবেলায় অনেকেই হয়তো এই ফলের নাম বলে থাকতো জল সিঙ্গারা, মোটা খোসা ছাড়িয়ে এই ফলের স্বাদ যেন প্রত্যেকেরই মুখে লেগে থাকে আজও। পুজো পার্বণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেলাতেও এই পানি ফল নিয়ে পসরা বসায় চাষী বাড়ির মহিলারা। নদীয়ার কালীনারায়ণপুর স্টেশন সংলগ্ন বেশকিছু জায়গা জুড়ে রয়েছে জলা জমি। প্রত্যেক বছরই এই জলাশয় জায়গাগুলিতে বিপুল পরিমাণে পানিফলের চাষ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, শান্তিপুর ঘোড়ালিয়া বাইপাস সংলগ্ন জলাশয় থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ জায়গায় এই চাষের এখন যথেষ্টই বৃদ্ধি হয়েছে। ক্রেতাদেরও এই ফল কেনার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় অনেকটাই, কারণ সস্তায় এই ফলের জুড়ি মেলা ভার। এক প্রকার বলা যেতেই পারে পানিফল চাষ করে এখন অনেকটাই আশার আলো দেখছে একাংশ চাষীরা।

নদিয়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রস্তুতি জোরকদমে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নদীয়া

নদিয়া জেলা সফরে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিরাপত্তা জোরদার করতে চলছে পুলিশ প্রশাসনের অতি সক্রিয়তা। আগামী ১১ তারিখ নদিয়া জেলা সফরে আসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে জোরকদমে প্রস্তুতি। প্রশাসনিক ব্যস্ততাও বেড়েছে। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। নদীয়ার কৃষ্ণনগর গর্ভমেন্ট কলেজের মাঠে জনসভা করতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করবেন একাধিক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন, পাশাপাশি ২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে দিতে পারেন একাধিক বার্তা। এখন সেই দিকেই পাখির চোখ রয়েছে কর্মী-সমর্থকদের। রবিবার কৃষ্ণনগর গর্ভমেন্ট কলেজ মাঠ পরিদর্শন করতে গেলেন জেলা পুলিশ প্রশাসন, সাথে ছিলেন নদীয়া জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কিভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা যায় এবং গোটা মাঠ পরিদর্শন করা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে।

আম্বেদকর স্মরণে চিত্তরঞ্জনে রক্তদান শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চিত্তরঞ্জন

ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের ৭০-তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে অল ইন্ডিয়া এসসিএসটি রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের চিত্তরঞ্জন আঞ্চলিক শাখা। এই উপলক্ষে ৬ ডিসেম্বর অ্যাসোসিয়েশনের মূল কার্যালয়ে আমন্ত্রিত ছিলেন সিএলডব্লুর বরিষ্ঠ আধিকারিক এ কে মেসরাম, কেজি হাসপাতালের সিএমও ডাক্তার অজয় কুমার, এ সি এম এস ডাঃ অশোক কুমার চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন থানার আইসি মহঃ ইসমাইল আলি, এপিও হেডকোয়ার্টার্স বি পি নায়েক এবং সিএল ডব্লু স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের আইসি মহেন্দ্র প্রসাদ। এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন অবিনাশ কুমার, প্রমেশ রাম, কাঞ্চন রজক, মোনালি মুরমু, গোপাল টুডু, প্রীতিশ তেওয়ারি, তাপস বিশ্বাস, দীনেশ কুমার হেমব্রম, অজয় পাশোয়ান, অবধেশ কুমার পাশোয়ান, সুশান্ত মন্ডল, সঞ্জিত কুমার, চন্দন মান্ডি, সুনির্মল বালা, রাজকুমার বাউরি, আর কে রঞ্জন, অমর ডেওগাম, সুনীল কুমার রাম, বিক্রম হাঁসদা, অক্ষয় টুডু, সোমনাথ দাস, পল্টু মন্ডল, বারলাভ সোরেন, শ্যামল বিশ্বাস, মুন্না প্রসাদ সাউ, সুবীর কুমার সাহা, অয়ন দাস, সুভাষচন্দ্র ব্রহ্ম, মন্টু কুমার দাস এবং সম্পদ বিশ্বাস। সংগৃহীত ৩০ ইউনিট রক্ত আসানসোল জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কে দান করা হয়।

দিনের আলোয় কাপড় ব্যবসায়ীর উপর চাকুর আঘাত

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
নলহাটি

বীরভূমের নলহাটিতে রবিবার ৭ ডিসেম্বর সকালে দিনের আলোয় ঘটে গেল দুঃসাহসিক খুনের চেষ্টা। শনিবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ এক কাপড় ব্যবসায়ীর উপর ধারালো চাকু নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তারই পরিচিত আরও এক কাপড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই দুই ব্যবসায়ীর মধ্যে তুমুল বচসা বাঁধে।

পরে আবারও ঝামেলা বাধলে অভিযুক্ত রকি আনসারি হঠাৎই চাকু নিয়ে নীলু দত্তের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।

গুরুতর আহত নীলু দত্ত নলহাটির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নাপিতপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

অভিযুক্ত রকি আনসারীর বাড়ি নলহাটির ২ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকপল্লীতে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নলহাটি থানার পুলিশ। আহত নীলুকে তড়িঘড়ি রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। এদিকে অভিযুক্ত রকি আনসারি ঘটনার পরেই এলাকা থেকে পলাতক হয়ে যায়।

পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

রবিবার বার্ষিক সম্মেলনে মূলত আগামী দিনের সংগঠনের নানান রকম কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি সংগঠনের সাথে যুক্ত সদস্যদের নানান রকম সমস্যার কথা শুনে সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক অধ্যাপক ডঃ শংকর চক্রবর্তী, অতিথি প্রাক্তন অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল, ইউনিয়নের সভাপতি সৌমেন ব্যানার্জী, সম্পাদক মুন্সী মোশারফ হোসেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিনোদ চৌধুরী, সিপিআইএম পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশেষ কোনার, এরিয়া কমিটির সম্পাদক এরফান শেখ সহ অন্যান্যরা। সম্মেলন উপলক্ষে এদিন সকালে গুসকরা বিদ্যাসাগর হল থেকে প্রয়াস লজ পর্যন্ত একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রা শেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা পতাকা উত্তোলন এবং শহীদবাদীতে মাল্যদান করে শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। এদিন সম্মেলন একটি সারণিকা প্রকাশ করা হয়।

ঝাড়গ্রামে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের অগ্রসেন ধর্মশালায় ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এসআইআর সংক্রান্ত বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, ঝাড়গ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবু গোয়ালা, পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন কবিতা ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো সহ তৃণমূল কংগ্রেসের শহর ও জেলা কমিটির নেতৃত্বরা। এদিন ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বুথের ভোটারদের এসআইআর ফর্ম পূরণ ও জমাদান প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, কাউন্সিলর ও বিএলএ,রা এদিনের বৈঠকে অংশ নেন। মন্ত্রী এদিন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বুথভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দলীয় সূত্রের খবর, ভোটারসংক্রান্ত তথ্যের নির্ভুল নথিভুক্তকরণ এবং সংগঠনকে আরও সুসংহত করতেই এই বিশেষ বৈঠকের আয়োজন।

অঙ্গীকার যাত্রার সমর্থনে সাইকেল মিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেচেদা

রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্দ্ধমান নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশিষ্ট মহিলাদের আহ্বানে আগামী ৯ থেকে ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে(ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-কোচবিহার-কাকদ্বীপ) অঙ্গীকার অভিযাত্রীরা ১৬ই ডিসেম্বর 'নির্ভয়া দিবসে' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হবেন।

ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অভিযাত্রীরা আগামী ১৩ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক তমলুক শহরের মানিকতলার মাতঙ্গিনী মূর্তির সামনে উপস্থিত হয়ে শহর পরিক্রমা করে হাসপাতাল মোড়ে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ হয়ে মেচেদার বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে চারটে ত্রিশ মিনিটে আসবে। এই অঙ্গীকার যাত্রার সমর্থনে রবিবার শতাধিক

ছাত্র-যুবক-স্বাস্থ্যকর্মী-শিক্ষকেরা পুর্ব মেদিনীপুর জেলার নোনাকুড়ির বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান করে রামতারক-বুড়ারী হয়ে মেচেদা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হন। অন্যদিকে অঙ্গীকার যাত্রার ঐ কর্মসূচি সমর্থনে কোলাঘাটের ঝোকুড়কুলে মহিলাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ডাঃ শ্রাবন্তী মন্ডল।

Sakaler Shironam...... Print......11 november 2025_Layout 1 07-12-2025 21:00 Page 11

এমএলএ কাপ,২০২৫

উদ্বোধনী খেলায় জয় জেলা পুলিশ একাদশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এমএলএ কাপ,২০২৫ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। কাটোয়ার মেঝিয়ারী সতীশচন্দ্র স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাঁইহাট পৌরসভার পৌরপ্রধান সমর সাহা, কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিণ্টু মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুভ্রা বর্মন, সহ-সভাপতি রাজীব চ্যাটার্জ্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সাগর মণ্ডল-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, দলীয় নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট অতিথিগণ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলাই এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ একাদশ ও পশ্চিম বর্ধমানের উখড়া পুজারী ফুটবল একাডেমি। প্রথমার্ধে জেলা পুলিশ একাদশ ৩,১ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে তারা গোলের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ৫,১ গোলে জয়লাভ করে। কাটোয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিণ্টু মণ্ডল জানান, এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নিয়মিত শরীরচর্চা ও ক্রীড়াচর্চা যুবসমাজকে সুস্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গঠনে সহায়তা করে।

মাঠে দর্শকদের চোখে পড়ার মতো উপস্থিতি ছিল। টুর্নামেন্টকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

বোলপুরে কেপমারির অভিযোগ!

টোটো থেকে এক বৃদ্ধের ৪০ হাজার টাকা উদ্ধাও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

টোটোতে চড়ে বাড়ি ফেরা শেষ পর্যন্ত বিপদ ডেকে আনল বোলপুরের বাসিন্দা ক্ষমাপতি মুখার্জির জন্য। শান্তিনিকেতন স্টেট ব্যাংক শাখা থেকে টাকা তোলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল চুরির ঘটনা।

রবিবার আনুমানিক বেলা ১ টা নাগাদ চল্লিশ হাজার টাকা খোয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ৮৫ বছরের বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটে গত ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালের দিকে। ব্যাংক থেকে ৪০ হাজার টাকা তোলার পর পাসবুক আপডেট করে বাড়ি ফেরার জন্য একটি টোটো ধরেন ক্ষমাপতি বাবু।

অভিযোগ, টোটো ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেগুনি রঙের চাদর জড়ানো এক মহিলা তাঁর ঠিক পাশে এসে বসেন।

বৃদ্ধ তাঁকে উল্টোদিকে সিটে বসতে অনুরোধ করলেও সে কথা শোনেননি ওই মহিলা। কিছুদূর যাওয়ার পর, বিচিত্রা সিনেমা হলের কাছে গাড়ি থেকে নেমে যান মহিলা। বাড়ি পৌঁছে ব্যাগ খোলার পরই চমকে ওঠেন ক্ষমাপতি মুখার্জি। ব্যাগটি ব্লেডের মতো ধারালো কিছু দিয়ে কেটে ভিতরে রাখা ৪০ হাজার টাকা উধাও।

ঘটনার পেছনে ওই মহিলা ছাড়াও টোটো চালক জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। পরে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ক্ষমাপতি বাবু। থানার পক্ষ থেকে টাকা উদ্ধারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। টোটোযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

আক্রমণে মলয় ঘটক

কেন্দ্র সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য গত ২৯ নভেম্বর আসানসোলের জিটি রোডে গীর্জা মোড়ে সভা করেছিলেন। ঠিক আটদিনের মাথায় রবিবার বিকেলে ঐ একই জায়গায় এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন আবহে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সেই সভায় রাজ্যের শ্রম ও আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন। এছাড়াও আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় , দুই ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, অভিজিৎ ঘটক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায় , পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি , জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং সহ একাধিক তৃণমূল নেতা এবং বিপুল সংখ্যায় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মলয় ঘটক বলেন, যখনই বাংলায় নির্বাচন হয়, তখনই দিল্লি থেকে বিজেপি নেতারা বাংলায় আসেন। তারা মিথ্যা কথা বলে বাংলার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন। বারবার ধাক্কা খেয়ে যখন বিজেপি নেতারা বুঝতে পারেন যে এভাবে বাংলার জনগণকে বোকা বানানো যাবে না। তখন তারা ভোটার তালিকা কারচুপির জন্য নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এসআইআর শুরু করিয়েছেন। তিনি বলেন, আগামী বছর বাংলা সহ অনেক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। কিন্তু এসআইআর শুধুমাত্র সেই রাজ্যগুলিতেই করা হচ্ছে যেখানে বিজেপি সরকার নেই। যেখানে বিজেপি ইতিমধ্যেই ক্ষমতায় আছে সেখানে এই এসআইআর করা হচ্ছে না। এটা করে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছয়টিতে জয়লাভ করেছে। তিনি বলেন, আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দল এই জেলার সবকটি আসনই জিতবে। কুলটি, আসানসোল দক্ষিণ এবং দুর্গাপুরেও বিজেপি পরাজিত হবে। তিনি বলেন, এই জেলার পাশাপাশি, সমগ্র রাজ্যের মানুষ নিশ্চিত থাকতে পারেন যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা তাদের পাশে আছে ও থাকবেন।

ঝাড়গ্রামের হৃদয় রবীন্দ্র পার্কে জমজমাট লাল মাটির হাটের উদ্বোধনে মন্ত্রী বীরবাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শীতের শুরুতেই রবিবার ঝাড়গ্রামের হৃদয়ে, রবীন্দ্র পার্কে খুলে গেল লালমাটির হাট ; জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি, শিল্প ও লোকজ ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই হাট এবছর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। ২০২১ সালে সূচিত এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতিকে নতুন গতি দিয়েছে।

পার্কের সবুজ পরিবেশ ও খোলা বাতাসে সাজানো স্টলগুলিতে চোখ ফেরানোর উপায় নেই ; স্থানীয় হস্তশিল্প, টোকরি ও দস্তার কাজ, আঁদরাকাঠের অলংকার, কাঠের নকশা, সাঁওতালি সাংস্কৃতিক উপকরণ থেকে শুরু করে জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যরসনার আয়োজন। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের অনুকরণে হলেও ঝাড়গ্রামের এই হাট ক্রমেই তৈরি করেছে নিজস্ব পরিচিতি এবং শিল্পীদের হাতের কাজে ফুটে উঠছে লালমাটির অঞ্চলের রঙিন স্বর ও সংস্কৃতি। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ‘লালমাটির হাট’ ইতিমধ্যেই স্থানীয় নারী-উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভরতার পরিধি বাড়িয়েছে। পর্যটন মরসুমে বর্ধিত জমায়েত, বিক্রিবাটা ও পরিচিতির জেরে তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষাও নিশ্চিত হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। শীতের হিমেল ছোঁয়া নামতেই জঙ্গলমহলে বেড়েছে পর্যটক আনাগোনা। সেই আবহেই রবিবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। লাল মাটির হাটের উদ্বোধন করে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখে শিল্পীদের উৎসাহ দেন তিনি।লালরঙা মাটির গন্ধ, আদিবাসী শিল্পের স্পর্শ, লোকজ গান ও পিঠেপুলির স্বাদ ; সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রামের লালমাটির হাট এবারও শীতের পর্যটন-নগরীর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠল।

কোমর বেঁধে মাঠে নামছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পুরুলিয়া

২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কোমর বেঁধে মাঠে নামছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা। সংগঠনের জেলা কমিটি গঠন হওয়ার পরেই আজ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস জেলা কার্যালয়ে পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা বান্দোয়ানের বিধায়ক রাজীব লোচন সরেনের উপস্থিতিতে সংগঠনের নেতা কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বৈঠক। তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষা কমিটির সদ্য পুরুলিয়া জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন ডঃ সোমনাথ কুইরি। আজকের বৈঠক থেকে তিনি আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে টার্গেট করে দলের জন্য শিক্ষকদের এক হয়ে লড়াই করার বার্তা দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি সত্যকিঙ্কর মাহাতো। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান যেভাবে জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নকে হাতিয়ার করে তারা দলের জন্য তারা লড়াই করবেন। লক্ষ্য একটাই পুরুলিয়া জেলার ৯টি বিধানসভা আসনে বিপুল মার্জিনে জয়লাভ করা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি রাজিব লোচন সরেনও সংগঠনের কর্মী তথা শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে ভোট ময়দানে এক হয়ে লড়াই করার আবেদন জানান। এদিন সাংবাদিকদের রাজিব লোচন সরেন জানান, পুরুলিয়া জেলায় এবার মজবুত লড়াই হবে, ফলাফল হবে নয় - শূন্য।

ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে উদ্ধার বিষধর সাপ!

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম

ফের চন্দ্রবোড়া সাপের আতঙ্ক ছড়ালো জামবুনির দক্ষিণ ক্যানালপাড় এলাকায়। রবিবার, আনুমানিক বেলা ১২টা নাগাদ ওই এলাকার বাসিন্দা ছিদামদাসের বাড়ির ভিতরে সিলিং ফ্যানে জড়িয়ে বিশাল আকারের একটি চন্দ্রবোড়া সাপ থাকতে দেখা যায়। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ছোট থেকে বড়, কেউই ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে সাহস পাননি। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এর আগেও একাধিকবার এই এলাকায় রাসেল ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া সাপ দেখা গিয়েছে। বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হলেও দীর্ঘ সময় ধরে কেউ ঘটনাস্থলে আসেনি। অগত্যা, সেই ফাঁকে স্থানীয় কয়েকজন যুবক সাহস করে বাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালান। এবং আলমারির নিচে লুকিয়ে থাকা ওই সাপটিকে দেখতে পান। বনদপ্তরের সাহায্য না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্থানীয়রাই সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন।

এলাকাবাসীর দাবি, ওই বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা থাকায় নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সাপটিকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তবে একটি সাপ মারা গেলেও আতঙ্ক কাটেনি। বাসিন্দাদের দাবি, ওই বাড়িতে আরো বহু সাপ লুকিয়ে রয়েছে। দ্রুত প্রশাসন ও বনদপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন আতঙ্কগ্রস্থ এলাকাবাসী।

কালা দিবস পালনে বামপন্থীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সালানপুর

৬ ডিসেম্বর দিনটিকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বামপন্থিরা কালা দিবস হিসেবে পালন করছে। এই দিনটি পালন করা হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস হিসেবেও।এই উপলক্ষ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী সালানপুর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে জেমারি বাসস্ট্যান্ডের সামনে পথসভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা সুনীল মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন দলের এরিয়া কমিটির অন্যতম নেতা গণেশ পন্ডিত এবং রঞ্জিত সরকার। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা, বিজেপি আরএসএসের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই সময়ে বামপন্থিদের বাংলা বাঁচাও শ্লোগানকে সামনে রেখে জনগণকে সাথে নিয়ে লড়াই আন্দোলন প্রচারের কর্মসূচির উল্লেখ করেন তারা।

এখন পদত্যাগ করব না - হুমায়ুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

রাজ্য জুড়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন মুর্শিদাবাদের সাসপেন্ডেট তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। শনিবার রেজিনগরে বাবরি মসজিদের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাসের পর রবিবার আবার তিনি রেজিনগরে গিয়েছিলেন। কলকাতায় বিজেপির গীতা পাঠ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি আজ নতুন করে হিন্দুত্ব করছে না। ওঁরা বরাবর হিন্দুত্বের তাস খেলে। ওঁরা রামমন্দিরের এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। ১৯টা রাজ্য দখল করেছে। এরপরেই হুমায়ুন বলেন, আগামী দিনে মুসলমানদের বিধানসভায় বেশি বেশি করে সিট জেতানোর জন্য কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করব। নির্দিষ্ট দিনে মুর্শিদাবাদের কোন এক জায়গায় বিরাট প্যান্ডেল করে এক লক্ষ হাফেজ দিয়ে কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করব। তবে কোন দিন এবং কোথায় কোরাণ পাঠ সেই বিষয়ে স্পষ্ট করেননি। পাশাপাশি গীতা পাঠ প্রসঙ্গে বলেন, ওই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এটা করতেই পারেন। গীতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর হুমায়ুন বলেছিলেন ১৭ ডিসেম্বর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এদিন ইস্তফা প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বলেন, ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু যাদের ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছি তারাই নিষেধ করেছে। সেই কারণে এখন পদত্যাগ করব না।

সমবায়ে বিনা নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পটাশপুর

পটাশপুরে নেহেরু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয় কার্যত আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সেই জয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতেই গোটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ। বিজয় মিছিল, ঢোল-বাদ্য, উচ্ছ্বাস;সব মিলিয়ে পটাশপুরে যেন উৎসবের মেজাজ। প্রতিদ্বন্দ্বীহীন লড়াইকে নিজেদের সংগঠনের শক্তি ও জনভিত্তির প্রকাশ বলেই দাবি করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, সমবায়ে এই দাপুটে জয় আগামী দিনের আরও শক্ত ভিত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও বাড়ছে বলেই মত তৃণমূল শিবিরের। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পটাশপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানস রায়, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সত্যেশ্বর নন্দী, রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ডিরেক্টর গোলকেশ নন্দ গোস্বামী, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূরবী মাইতি, দিলীপ রায়, মলয় রায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁদের উপস্থিতিতে বিজয়-উৎসব আরও জমে ওঠে।

ভেটারেন্স নক আউট ফুটবল কাপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

দু’দিন ধরে মেদিনীপুর অরবিন্দ স্টেডিয়ামে চলা ভেটারেন্স নক আউট ফুটবল কাপ শেষ হলো রবিবার। শনিবার আন্তঃ বিদ্যালয় নক আউট ফুটবল খেলা হয়। রবিবার ৪০ বছর উর্ধ্বে ভেটারেন্স নক আউট ফুটবল কাপ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। রবিবার বিকেলে ফাইনালে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম মেদিনীপুর ভেটেরান্স ১ গোলে জয়ী হয়। হেরেছে খড়গপুর সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ভেটারেন্স। মেদিনীপুর বিচার বিভাগীয় আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর নাজিম হাবিবের উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে এই খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই খেলাকে কেন্দ্র করে ক্রীড়া প্রেমী দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল।

MOTOR, TRANSFORMER
WINDING & SERVICES

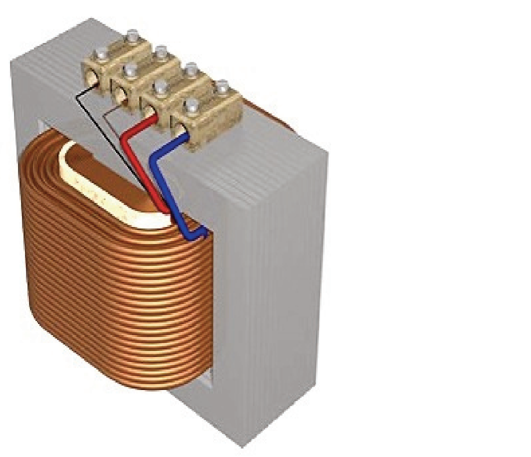

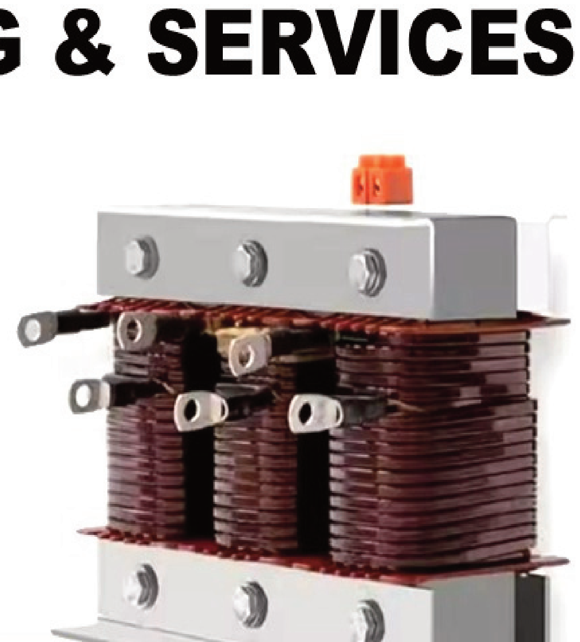

VENKAT
INDUSTRIES
Sister Concern
Krishna Electric
J P AVENUE, DURGAPUR

এক ক্যালেন্ডার বর্ষে ১০০ ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ড অভিষেক শর্মার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

অভিষেক শর্মার ১০০ ছক্কার বিশ্বরেকর্ড! এক ক্যালেন্ডার বছরে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ১০০ ছক্কা হাঁকালেন অভিষেক শর্মা।ভারতীয় ক্রিকেটের উদীয়মান তারকা অভিষেক শর্মা আবারও রেকর্ডবইয়ে নিজের নাম লিখলেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) হায়দরাবাদে সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফির এলিট গ্রুপ 'সি'-ম্যাচে সার্ভিসেসের বিপক্ষে ব্যাট হাতে ঝড় তুলে এক ক্যালেন্ডার বছরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০০ ছক্কা হাঁকানো প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ইতিহাস গড়লেন এই ২৩ বছর বয়সী ব্যাটার।ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকা অভিষেক তার দ্বিতীয় ছক্কাটিই তাকে পৌঁছে দেয় অনন্য এক উচ্চতায়। সেই মুহূর্তেই নিশ্চিত হয় নতুন রেকর্ডের জন্ম। তিনি শেষ পর্যন্ত ৩৪ বলে ৮ চার ও ৩ ছক্কায় ৬২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন।চলতি বছর অভিষেকের ছক্কা-ঝড়ের হিসাবটা আরো বিস্ময়কর। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৭ ম্যাচে ৪৭ ছক্কা, আইপিএল ২০২৫-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ১৪ ম্যাচে ২৮ ছক্কা এবং সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে মাত্র ৬ ম্যাচেই ২৬ ছক্কা। মোট মিলিয়ে ২০২৫ সালে ৩৭ ম্যাচে অভিষেকের ছক্কার সংখ্যা ১০১। ভারতের পূর্ববর্তী রেকর্ডটিও ছিল অভিষেকের।

২০২৪ সালে তিনি মেরেছিলেন ৮৭ ছক্কা। তার আগ পর্যন্ত জাতীয় রেকর্ড ছিল সূর্যকুমার যাদবের (৮৫ ছক্কা, ২০২২)।বিশ্বজুড়ে এক বছরে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড নিকোলাস পুরানের। ২০২৪ সালে ১৭০ ছক্কা (৭৬ ম্যাচ) মেরেছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টির কিং ক্রিস গেইলই প্রথম ছুঁয়েছিলেন এই ১০০ ছক্কার ম্যাজিক ফিগার (২০১১ সালে)।

এরপর আরো ছয়বার এ কীর্তি গড়েন তিনি। চলতি বছর বিশ্বব্যাপী শীর্ষে আছেন অস্ট্রিয়ার করণবীর সিং, ৩২ ম্যাচে ১২২ ছক্কা। তবে ভারতের সামনে আছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।সেখানে মাত্র ৩টি ছক্কা মারতে পারলেই অভিষেক হতে পারেন টেস্ট খেলুড়ে দেশের মাত্র দ্বিতীয় ক্রিকেটার, যিনি এক বছরে ৫০ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ছক্কা হাঁকাবেন।

ব্রিসবেনের গোলাপি অ্যাশেজ টেস্টে দাপুটে জয় অস্ট্রেলিয়ার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাজবল স্টাইলে আগেও ম্যাচ হেরেছে ইংল্যান্ড। তবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং তত্ত্ব থেকে কখনো সরে আসেনি ইংল্যান্ড। ব্রিসবেন টেস্টে সেই কৌশল পরিবর্তন এনে পুরনো স্টাইলে খেলার চেষ্টা করলেন বেন স্টোকসরা।কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি।ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে দ্বিতীয় টেস্টেও তারা ধরাশায়ী হয়েছে। গাস অ্যাটকিনসনকে ছক্কা হাঁকিয়ে ইংল্যান্ডের পরাজয় নিশ্চিত করেন অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ। তাতে গোলাপি বলের টেস্টে ৮ উইকেটের বড় জয়ে অ্যাশেজেও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অজিরা।প্রথম টেস্টেও সমান ৮ উইকেটের জয় পায় অস্ট্রেলিয়া।ইংল্যান্ডের পরাজয় গতকালই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় দিন শেষে ১৩৪ রান তুলতেই ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলায়। সেখান থেকে আজ মাত্র ৬৫ রানের লক্ষ্য দেয় স্টোকসের দল।রান তাড়ার করতে নেমে কাঁটায় কাঁটায় ১০ ওভারে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের সাফল্য শুধু ৪১ রানে স্বাগতিকদের ২ উইকেট নিতে পারা। দুটিই নিয়েছেন অ্যাটকিনসন।চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করতে নেমে বাজবল তত্ত্ব থেকে সরে আসেন স্টোকস। তাকে সপ্তম উইকেটে সঙ্গ দেন উইল জ্যাকস। দুজনে মিলে ৯৬ রান যোগ করেন। মুখোমুখি হয়েছেন ২২১ বল। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যাবে এমন শম্ভুক গতির ব্যাটিং কখনোই করেনি ইংল্যান্ড। তবুও শেষ রক্ষা হইল না তাদের। ৩ রানের ব্যবধানে জ্যাকস-স্টোকসকে ফিরিয়ে

ছবি এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পথ প্রশস্ত করেন মাইকেল নাসের। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসৈর শেষটাও তিনিই গুটিয়েছেন। ব্রাইডন কার্সকে সতীর্থ স্মিথের ক্যাচ বানিয়ে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ফিফটি করতে আজ বল খেলেছেন ১৪৮টি। যা তার সহজাত ব্যাটিংয়ের বিপরীত।ইংল্যান্ডের ইনিংসের একমাত্র ফিফটিয়ান তিনিই। অন্যদিকে জ্যাকস করেন ৪১ রান। তাতে ২৪১ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস। আর তাদের প্রথম ইনিংসের ৩৩৪ রানের বিপরীতে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৫১১ রান। তার আগে দুই উইকেট নিয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার প্রথম কীর্তি গড়েছেন নাসের। ১৯৬১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের মধ্যে যা তাকে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটারের মর্যাদা এনে দিয়েছে। ৩৫ বছর ২৩৫ দিন বয়সে প্রথমবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন নাসের। আর ১৯৬১ সালে ৩৫ বছর ৩০২ বয়সে কীর্তিটি গড়েছিলেন কেন ম্যাকাই।ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস গুঁড়িয়ে দিলেও ম্যাচসেরার পুরস্কার নাসের নন, পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক। প্রথম ইনিংসের ৬ উইকেটের সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট নেন বাঁহাতি পেসার। সঙ্গে প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে খেলেন ৭৭ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংসও।

মেসি ম্যাজিকে প্রথমবার এমএলএস কাপে চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সকালের শিরোনাম,কলকাতা- কনফেত্তি উড়ছে আকাশজুড়ে। এমএলএস কাপের ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরা হলো শূন্যে। যাঁর হাতে ট্রফি, এখন তাঁকে ফুটবল,বিশ্বের অনেকেই 'সর্বকালের সেরা' মনে করেন। বর্ণাঢ্য পেশাদার ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৪৭তম শিরোপা। ইতিহাসের যেকোনো ফুটবলারের চেয়ে বেশি।দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য লাগতে পারে অনেকের কাছে। এই ইন্টার মায়ামি দলটা নিয়ে তো আর কম কথা হয়নি। কোচ নিয়ে প্রশ্ন, মেসি ছাড়া দলের অন্যদের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন; সন্দেহ ছিল অনেক। ছোট-বড় নানা প্রশ্নে জর্জরিত ছিল পুরো দল।সব প্রশ্নের উত্তর মিলল আজ, ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে চেজ স্টেডিয়ামে। ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এমএলএস কাপ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামি! ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে এটাই ছিল মায়ামির শেষ ম্যাচ। আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই তারা পা রাখবে নতুন ঠিকানা 'মায়ামি ফ্রিডম পার্কে'।২০২৫ সালটা মায়ামির জন্য মোটেও সহজ ছিল না। এক বছরে ৫৮টি ম্যাচ খেলেছে তারা; এমএলএসের ইতিহাসে যা এক পঞ্জিকাবর্ষে কোনো দলের সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড। পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শিরোপার জন্য লড়তে গিয়ে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তবে এই এমএলএস কাপটাই তারা সবচেয়ে বেশি করে চেয়েছিল। ফাইনালে অবশ্য ভ্যাঙ্কুভার দারুণ খেলেছে। সত্যি বলতে, রাতের অনেকটা সময় ওরাই ছিল তুলনামূলক ভালো দল। কিন্তু মায়ামিকে শেষ পর্যন্ত ট্রফি এনে দিয়েছে ছোট ছোট জাদুকরি মুহূর্ত। আর সেই জাদুর কাঠিটা যথারীতি লিওনেল মেসির হাতে! তিনটি গোলেরই মূল উৎস ছিলেন তিনি।প্রথম গোলটা অবশ্য আত্মঘাতী। তবে এর কারিগর সেই মেসিই। ৬০ মিনিটে সেই গোল শোধ করে ১-১ করে ভ্যাঙ্কুভার। মায়ামির দ্বিতীয় গোলটা এল রদ্রিগো দি পলের পা থেকে।

আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে মরশুমের মাঝপথে মায়ামিতে যোগ দেওয়া এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ৭১ মিনিটে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। আর কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকলেন তাদেও আলেন্দি। মেসির দুর্দান্ত লব থেকে পাওয়া বলে গোল করে সব সংশয় দূর করে দিলেন তিনি। কোচ হাভিয়ের মাচেরানো তো আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না! দৌড়ে মাঠে ঢুকে ঘাসে চুমু খেলেন। উদ্‌যাপন দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আবারও সেই খেলোয়াড়ি জীবনে ফিরে গেছেন! মেসির জাদুকরি মুহূর্তগুলো কখন আসবে, তা আগাম বলা কঠিন। তবে এই ম্যাচে তাঁর জাদুর শুরুটা হলো মাঠের একদম ডান দিকে। মাঝমাঠের জটলা নয়; বরং সাইডলাইন ঘেঁষে বল পেলেন মেসি। মুহূর্তেই তিনজন ডিফেন্ডার তাঁকে ঘিরে ধরলেন। ভ্যাঙ্কুভারের ডিফেন্ডাররা হয়তো ভেবেছিলেন, এইবার বাগে পাওয়া গেছে। আগেও কয়েকবার মেসিকে তাঁরা আটকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার আর হলো না। মেসি আলতো টোকা দিলেন বলে, একজনের পাশ দিয়ে বল সরালেন, অন্য দুজনকে বোকা বানালেন। ঠিক যেন জটলা থেকে পিচ্ছিল পথে সাপের মতো বেরিয়ে যাওয়া! এরপর মাতেও সিলভেত্তি হয়ে বল গেল আলেন্দির কাছে।

সেখান থেকে ভ্যাঙ্কুভারের ডিফেন্ডার রালফ প্রিসোর গায়ে লেগে বল জড়াল জালে। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের ওইটুকু নড়াচড়াই বদলে দিল ম্যাচের ভাগ্য! ফ্লোরিডার ভ্যাপসা গরম আর আর্দ্রতার মধ্যে ম্যাচটা ছিল বৈপরীত্যে ভরা। একদিকে মেসির শৈল্পিক ফুটবল,

অন্যদিকে ভ্যাঙ্কুভারের পেশিশক্তি।স্টেডিয়ামের গ্যালারি অস্থায়ী, অনেকটা জোড়াতালি দেওয়া ইস্পাতের কাঠামো। সেই জৌলুশহীন গ্যালারিতেই উপচে পড়া ভিড়, ২০২৩ সালে মেসির আগমনের পর থেকে যা এখানকার নিয়মিত দৃশ্য।

ম্যাচের প্রথমার্ধে ভ্যাঙ্কুভারের দাপট দেখে মায়ামির দর্শকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল। বল পজিশন থেকে শুরু করে আক্রমণ;সবই ছিল ভ্যাঙ্কুভারের দখলে। বিশেষ করে এমানুয়েল সাবি বারবার জর্দি আলবাকে পরীক্ষায় ফেলছিলেন। আলবা ও সার্জিও বুস্কেতস; দুজনেরই এটি ছিল শেষ পেশাদার ম্যাচ। ভ্যাঙ্কুভারের শত শত সমর্থক এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল প্রিয় দলের জয় দেখতে, কিন্তু সাবির চেষ্টাগুলো শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখল না। ৬০ মিনিটে ভ্যাঙ্কুভার সমতায় ফিরেছিল আলী আহমেদের গোলে। ব্রায়ান হোয়াইট দারুণভাবে বল বাড়িয়েছিলেন আহমেদকে। মায়ামির গোলরক্ষক রোকো রিওস নভো বলটা প্রায় আটকে ফেলেছিলেন, কিন্তু হাতের তালু ফসকে বল অদ্ভুতভাবে বাতাসে ভেসে জালে জড়াল। এর ঠিক দুই মিনিট পরেই ভ্যাঙ্কুভার এগিয়ে যেতে পারত। সাবির শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অবিশ্বাস্য এক মুহূর্ত !পুরো ম্যাচে মেসির সঙ্গে ভ্যাঙ্কুভারের মিডফিল্ডার আন্দ্রেস কুবাসের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো। প্যারাগুয়ের হয়ে খেলার সময় থেকেই মেসির পুরোনো প্রতিপক্ষ কুবাস। মেসিকে কড়া ট্যাকল করেছেন কয়েকবার, কথাও শুনিয়েছেন। আর শান্ত স্বভাবের মেসিকে রাগিয়ে দিলে ফলাফল কী হয়, সেটা তো কাতার বিশ্বকাপে ভালোই দেখা গেছে। কুবাস হয়তো সেই ভুলটাই করলেন।ফলাফল হাতেনাতে মিলল। সমতাসূচক গোলের দশ মিনিট পর কুবাসের পা থেকে বল কেড়ে নিলেন মেসি। বাড়িয়ে দিলেন দি পলকে। ব্যস, গোল! এরপর আলেন্দির গোলটা শুধু ব্যবধান বাড়াল। চেজ স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে তখন গোলাপি-ঢেউ।

দক্ষিণ ফ্লোরিডার এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে বিদায় জানানোর দিনে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে! ইস্পাতের তৈরি এই স্টেডিয়ামটা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দর স্টেডিয়াম নয়।

কিন্তু এই অসুন্দর-অস্থায়ী কাঠামোই সাক্ষী হয়ে রইল ইন্টার মায়ামির ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর গল্পের।

আইপিএলের মিনি নিলামে বিদেশিদের বেতনসীমা বাধল বিসিসিআই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের নিয়ে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে আসন্ন আইপিএল মিনি নিলামকে ঘিরে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবে এবারের

খেলোয়াড় বিক্রির রঙিন আসর। মোট ৭৭টি স্লট খালি রয়েছে দলগুলোর কাছে, যার মধ্যে বিদেশিদের জন্য জায়গা মাত্র ৩১টি।এবারও বিদেশি তারকাদের ঘিরে নিলাম টেবিলে 'বিড-ঝড়' উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।তবে যতই দৌড়ঝাঁপ হোক, বিদেশি ক্রিকেটারদের বেতনের ওপর লাগাম টেনে ধরেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।নতুন নিয়মে মিনি নিলামে কোন বিদেশি খেলোয়াড়ের দাম ১৮ কোটি রুপির বেশি উঠলেও সেই অঙ্ক খেলোয়াড় পাবেন না। অতিরিক্ত টাকাটি যোগ হবে বিসিসিআইয়ের প্লেয়ার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে।এবারের নিলামে নাম দিয়েছেন মোট ১,৩৫৫ জন ক্রিকেটার, ১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা আছেন এই তালিকায়। ২ কোটি টাকা বেস প্রাইসে নিজেদের নাম তুলেছেন ৪৫ জন ক্রিকেটার, যার মধ্যে ৪৩ জনই বিদেশি। বিদেশিদের তালিকায় আছেন ক্যামেরন গ্রিন, মুস্তাফিজুর রহমান, লিয়াম লিভিংস্টোন, ড্যারিল মিচেল, রাচিন রবীন্দ্র, মাথিসা পাথিরানা, ওয়ানিন্দু হাসরাঙ্গা, ডেভিড মিলার ও লুঙ্গি এনগিডির মতো তারকারা। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।বরাদ্দ ব্যয়ের অঙ্কে শীর্ষে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হাতে আছে প্রায় ৬৪.৩ কোটি রুপি, ফলে গ্রিন-দৌড়ে এগিয়ে রাখা হচ্ছে তাদেরই।যদিও ২০২৩ সালের মিনি নিলামে মিচেল স্টার্ক পেয়েছিলেন ২৪.৭৫ কোটি আর প্যাট কামিন্স ২০.৫ কোটি রুপি;এবার সে রকম অঙ্ক ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও তারা হাতে পাবেন সর্বোচ্চ ১৮ কোটি টাকা পর্যন্তই।নিয়ম বলছে, ভবিষ্যতে মহানিলামে কারো দর ২০ কোটি ছুঁলেও বেতনসীমা থাকবে ১৮ কোটিতেই।

কোহলিকে ইট ছুড়ে পাটকেল খেলেন অশদীপ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাঁচিতে ১৩৫, রায়পুরে ১০২, বিশাখাপত্তনমে অপরাজিত ৬৫। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডেতে তাঁর রান ৩০২। গড় ১৫০। সিরিজ জিতলেও শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি এল না বিরাট কোহলির ব্যাটে। তাতে 'অখুশি' অর্শদীপ সিং। ম্যাচের পর ভিডিওয় তো তারকা পেসার কোহলিকে বলেই দিলেন, আজ সেঞ্চুরি হল না। যদিও কোহলির থেকে পালটা জবাব পেতে দেরি হল না। আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেন অর্শদীপ। সোশাল মিডিয়ায় পাঞ্জাবের সোশাল মিডিয়া থেকে পোস্ট করা ভিডিও সাক্ষী থাকল ভারতীয় দলের দুই তারকার খুনসুটির। একজন দলের সিনিয়র, ওয়ানডে খেলেছেন ৩০৮। আরেকজনের ওয়ানডে বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা মাত্র ১২। তবে অর্শদীপ কোহলিকে ইট ছুড়ে পাটকেলও

খেলেন। ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচে ৩০০-র বেশি রান উঠেছিল। সেখানে বিশাখাপত্তনমে প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৭০ রানে গুটিয়ে যায়। সেটা মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে তুলে নেয় ভারত।

সচিন-কোহলিদের এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিলেন রোহিত শর্মা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রোহিত শর্মা ইতিহাস গড়লেন শনিবার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভিসাখাপত্তনমে তৃতীয় ওয়ানডেতে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে) ২০,০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন সবচেয়ে কম ইনিংসে। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে অভিষেক এবং ২০১৩ সালে টেস্ট অভিষেকের পর রোহিত মাত্র ৫৩৮ ইনিংসে এই রানে পৌঁছান।২০ হাজারের ক্লাবে রোহিত ভারতের চতুর্থ ব্যাটার।তালিকার শীর্ষে আছেন শচীন টেন্ডুলকার, ৭৮২ ইনিংসে তার সংগ্রহ ৩৪,৩৫৭ রান। দ্বিতীয় স্থানে বিরাট কোহলি, ৬২২ ইনিংসে ২৭,৯১০ রান। তৃতীয় অবস্থানে 'দ্য ওয়াল' খ্যাত রাহুল দ্রাবিড়, ৫৯৯ ইনিংসে ২৪,০৬৪ রান। রোহিত

এখন এই অভিজাত তালিকার নতুন সদস্য। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রোহিত খেলেন তার ক্যারিয়ারের ৬১তম ওয়ানডে হাফ-সেঞ্চুরি। ৫৪ বলে পঞ্চাশে পৌঁছানো এই ইনিংসে ছিল ৬টি চার ও একটি ছক্কা। সিরিজের প্রথম ম্যাচে করেছিলেন ৫৭, দ্বিতীয় ম্যাচে আউট হন মাত্র ১৪ রানে। টি-টোয়েন্টি থেকে ২০২৪ সালে এবং টেস্ট থেকে ২০২৫ সালের মে-তে অবসর নেওয়ার পর রোহিত এখন শুধু ওয়ানডে ফর্ম্যাটে সক্রিয়।ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হবে ১১ জানুয়ারি থেকে, সেখানে আবারও তাকে দেখা যাবে তাকে।

অ্যাশেজ জয়ের খুব কাছে অস্ট্রেলিয়া

একটা মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বেন স্টোকস এবং উইল জ্যাকস জুটি। শনিবার অজি বোলারদের সামনে ধরাশায়ী হয়েছিল ইংল্যান্ড। রবিবার তাঁরা ব্যাট করতে নেমেছিলেন হারের ভ্রূকুটি নিয়ে। তাঁদের আউট করতে কালঘাম ছুটলেও জয় আটকাল না অস্ট্রেলিয়ার। স্টোকস-জ্যাকসের লড়াই সত্ত্বেও ইংল্যান্ড অলআউট হল ২৪১ রানে। মাত্র ৬৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে জিতে অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল স্টিভ স্মিথের দল। ব্রিসবেনে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ৩৩৪ রানের জবাবে ৫১১ রানের পাহাড় গড়ে অজি বাহিনী। ১৭৭ রানে পিছিয়ে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের রান ছিল ৬ উইকেটে ১৩৪।

ফুটবলের নাম বদলে 'সকার' করার প্রস্তাব ট্রাম্পের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্র-এর অনুষ্ঠানে এক চমকপ্রদ মন্তব্য করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রে 'সকার' নামে পরিচিত হলেও সারা বিশ্বের মতো তার দেশেও খেলাটির নাম হওয়া উচিত 'ফুটবল'। আর সে জন্য আমেরিকার জনপ্রিয় ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল)-এর নতুন নাম খুঁজে বের করা দরকার। শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত ড্র অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, 'বিশ্বজুড়ে ফুটবল মানেই যে খেলা আমরা সকার বলি, সেই খেলাটার সঙ্গেই নামটা মানায়। অথচ শুধু যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল নামে আছে আরেকটা খেলা। ভাবলে তো মনে হয় এনএফএল-এর অন্য নাম হওয়া উচিত। এটা ঠিক মনে হয় না।'এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এনএফএল নামটি প্রচলিত।১৯২২ সালে 'আমেরিকান প্রফেশনাল

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন' থেকে লিগটির নামকরণ করা হয় 'ন্যাশনাল ফুটবল লিগ'। এখন সেই ঐতিহ্যবাহী নামই বদলে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি এড়াতে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের খেলাটিকে বলা হয় 'আমেরিকান ফুটবল'। যেখানে মাত্র একজন খেলোয়াড় বল কিক করেন; বিপরীতে ফুটবলে (সকারে) প্রায় সবাই বল পায়ে খেলেন।উল্লেখ্য, ১৯ শতকে ইংল্যান্ডে 'অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল' ও 'রাগবি ফুটবল'কে আলাদা করে চিনতে 'সকার' শব্দটির জন্ম হয়েছিল।২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। এই আসরের ড্র,মঞ্চে দাঁড়িয়েই নামবদলের এই প্রস্তাব দেন ট্রাম্প।

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com